www.digitalboighor.blogspot.com

Freelance Career

সম্পাদনায়

www.digitalboighor.blogspot.com

www.purepdfbook.com

DIGITAL BOI GHOR

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৫
ই-সংস্করণের ভূমিকা ৬
ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং — বাংলাদেশের সম্ভাবনা ৭
ক্যারিয়ার ভাবনা — ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং কিপেশা হতে পারে? ১১
মার্কেটপ্লেস — যেভাবে ফ্রিল্যান্সিং করা যায়! ১৩
ওয়েব ডেভেলপমেন্ট — মার্কেটপ্লেসের সবচেয়ে ক্রমবর্ধমাণ কাজ ২১
সাক্ষাৎকার — 'এ বছর ওডেস্কে ২৮ লাখ ঘন্টাকাজ করবে বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সাররা' ২৫
চাকরি দিব — ফ্রিল্যান্সার থেকে উদ্যোক্তা! ২৮
ট্রেন্ডস — মার্কেটপ্লেসগুলোতেযে কাজ প্রতিদিনই বাড়ছে! ৩১
ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপমেন্ট — কাজের ক্ষেত্র যখন অফুরন্ত! ৩৪
কাজের ক্ষেত্র — ইমেইল মার্কেটার হিসাবেফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার ৩৭
কাজের ক্ষেত্র — কাজটাই যখন লেখালেখি! ৪০
কাজের ক্ষেত্র — ফ্রিল্যান্স পেশা থেকে ডিজাইন উদ্যোক্তা! ৪৩
কাজের ক্ষেত্র — সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন-বায়ারদের প্রথম পছন্দ বাংলাদেশ! ৪৮
অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট — বিলিয়ন ডলারেরবাজারে আমরা নেই! ৫১
কাজের ক্ষেত্র — বিজনেস ফ্যাকাল্টি-র শিক্ষার্থীরা কি ফ্রিল্যান্সার হতে পারে না? ৫৫
গুগল অ্যাডসেন্স — ব্লগ লিখে হাজার ডলার! ৬০
অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং — বিলিয়ন ডলারের বাজার থেকেযা পেতে পারি ৬৪
প্রশিক্ষণ — যেভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন! ৬৯
জানতে হবে — মার্কেটপ্লেসে আবেদনের আগে ১০ টি বিষয়! ... ৭১
জানতে হবে — কাভারলেটার লেখার কিলার উপায়! ৭৩
যা করবেন — প্রথম কাজটি পাওয়ার আগে! ৭৪
সফলতার গল্প — ২৫ টাকার আমি, কোটি টাকার আমি ৭৬
বিশেষ সম্পাদকীয় — এবারের ফ্রিল্যান্সার সম্মেলন যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ! ৭৯
জানতে হবে — ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংনিয়ে কিছু ভুল ধারণা ৮১
প্রতিবেদন — ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোতে দূর্দান্ত বাংলাদেশ ৮২
রিসোর্স — টপ টেন ওয়েবসাইট! ৮৩
সফলদের পরামর্শ ৮৪

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

সম্পাদকীয়

এবছর দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আয়োজনগুলোর মধ্যে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড অনুষ্ঠানটি নি:সন্দেহে অন্যতম বড় আয়োজন। সরকারি উদ্যোগে এত বড় একটি ইভেন্টের মধ্যে আলাদা করে ফ্রিল্যান্সিং কনফারেন্সের আয়োজন দেশের ফ্রিল্যান্সারদের জন্য খুশির খবরই বটে। সম্মেলনে ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের কাছ থেকে নানা খবর শোনার পাশাপাশি একটি বেসিক গাইডলাইনও পাবেন সবাই। আর ঘরে বসে যেসব ফ্রিল্যান্সার কাজ করেন, সাইবার স্পেসেই হয়ত একে অন্যের সঙ্গে পরিচয় তাঁদের নিজেদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগও আসবে।

বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং ক্ষেত্রটি যে এগিয়ে যাচ্ছে সেটি তো আর নতুন করে বলার কিছু নেই, তবে এ ক্ষেত্রকে দ্রুত এগিয়ে নিতে সচেতনতা তৈরি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তবে ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং নিয়ে তেমন কোন প্রকাশনা আমাদের দেশে নেই। কিভাবে একজন ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং শুরু করতে পারেন আর কি কি কাজ শিখে ফ্রিল্যান্সিং করা যায় এ ব্যাপারে তেমন কোন বই খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্য ফ্রিল্যান্সিং কনফারেন্স-কে সামনে রেখে আমরা ডেভসটিম ইনস্টিটিউট (ডেভসটিম লিমিটেডের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান) থেকে উদ্যোগ নিয়েছি এ প্রকাশনাটির। আমরা চেষ্টা করেছি বিস্তারিত গাইডলাইন প্রোভাইড করার জন্য। কেবল মার্কেটপ্লেস ভিত্তিক ফ্রিল্যান্স কাজই নয়, মুক্তভাবে ইন্টারনেটে করা যায় এমন কয়েকটি পেশার কথাও বইয়ে গুরুত্ব দিয়ে লেখা হয়েছে। গাইডলাইনের পাশাপাশি আমরা সফলদের মতামতও যুক্ত করার চেষ্টা করেছি।

কৃতজ্ঞতা যেসব সফল ফ্রিল্যান্সার আমাদের অনুরোধে ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার বইটির জন্য লিখেছেন তাঁদের প্রতি। একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই অন্যরকম গ্রুপের চেয়্যারম্যান মাহমুদুল হাসান সোহাগ, বিডিজবস এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহিম মাশরুর অফিস এক্সট্রাকস এর প্রধান নির্বাহী প্রবীর সরকার এবং এখনি ডটকমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম আহসান ভাই সহ সব পৃষ্ঠপোষক এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি। তাঁদের সহায়তা ছাড়া বইটি প্রকাশ কোনভাবেই সম্ভব ছিল না।

এ বইটিতে ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার নিয়ে একটি ডিটেইলস গাইডলাইন দেয়ার চেষ্টা করেছি আমরা। যাঁদের জন্য এ প্রচেষ্টা তাঁরা উপকৃত হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে।

আল-আমিন কবির

DIGITAL BOI GHOR

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

ই-সংস্করণের ভুমিকা

ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং নিয়ে সচেতনতা তৈরি এবং নতুনদের এক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গাইডলাইন দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে আমরা ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার নামের এ ফ্রিল্যান্সিং রিসোর্স বইটি বের করেছিলাম। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১২ মেলায় সাধারণ দর্শনার্থীদের মধ্যে বইটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষের প্রচুর সাড়া পেয়েছি বইটিকে কেন্দ্র করে, আমাদের প্রিন্ট করা সব প্রায় সব বইই মেলায় শেষ হয়ে যায়। বইটির কনটেন্টগুলো দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তাই ই-বুকটি প্রকাশ করা হল।

এটি আমাদের প্রথম প্রকাশনা, ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া তাই অস্বাভাবিক নয়। আপনাদের মূল্যবান মতামত আমরা প্রত্যাশা করি। পরবর্তী প্রকাশনাগুলোতে সে অনুযায়ীই আমরা কনটেন্টগুলো সাজাবো। বইটি কেমন লাগলো তা রিভিউ আকারে জানাতে ভুলবেন না। ডেভসটিম ইনস্টিটিউটের ফেইসবুক পেইজে আপনাদের রিভিউয়ের অপেক্ষায় রইলাম।

-সম্পাদক

ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার বইটির মোড়ক উন্মোচন করছেন ওডেস্কেরে ভিপি অব অপারেশনস ম্যাট কুপার এবং আন্তর্জাতিক বিপণন প্রধান অ্যালি রাসেল সহ অন্যান্য অতিথিরা।

ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার বই হাতে ইল্যান্সের ইউরোপ অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেটিল ওলসেন। ডেভসটিম ইনস্টিটিউটের এমন উদ্যোগের জন্য তিনি আমাদের সাধুবাদ জানান।

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

বাংলাদেশের সম্ভাবনা

হেলালউজ্জামান অয়ন

যখন কোন দেশের কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে সবচেয়ে বেশি থাকে তখন একটি দেশ ডেমোগ্রাফিক বোনাসে প্রবেশ করে। ২০১২ সালে আমাদের বাংলাদেশ এ ডেমোগ্রাফিক বোনাস-এ প্রবেশ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে। ২০১২ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬০ মিলিয়ন বা ১৬ কোটি; এই হিসাবে প্রায় ৭ কোটি জনগণ ১৮ বছর এর নিচে। (তথ্যসুত্রঃ সিআইএ- দ্যা ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক)। উন্নত এবং উন্নয়নশীল খুব কম দেশই এই বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী পেয়েছে।

চীনে বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী থাকলেও ২০১২ সালে দেশটি ডেমোগ্রাফিক বোনাস থেকে বের হয়ে গেছে, অর্থ্যাৎ দেশটিতে এখন নির্ভরশীল জনগনের সংখ্যা বেশি। সেখানে আমাদের বর্তমানে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা বেশি, নির্ভরশীল নয়। এটা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় ইতিবাচক দিক। কিন্তু সেই ইতিবাচক দিকটির উপযুক্ত ব্যবহার কি আমরা করতে পারছি? না, পারছি না। আমাদের দেশে এখন লাখো বেকার চাকুরির আশায় ঘুরছে, কর্মের সুযোগ খুঁজে ফিরছে। এই বিপুল জনসাধারণকে কাজ দিতে না পারলে এই কর্মক্ষম লোকগুলো আমাদের জন্য সম্ভাবনা না হয়ে বরং বোঝা হবে। আমার মতে শুধু বিদেশে লোক পাঠিয়ে বা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে এত কাজ দেয়া সম্ভব না। বাংলাদেশের এই শিক্ষিত বিপুল কর্মক্ষম জনগনের কাজের জন্য অনলাইন আউটসোর্সিং শিল্পের অনলাইন ফ্রিল্যান্স পেশাদার হিসাবে গড়ে তোলা অন্যতম ফলপ্রসু সমাধান হতে পারে।

আউটসোর্সিং ও অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং

ইদানিং বাংলাদেশে খুব বেশি মাতামাতি হচ্ছে আউটসোর্সিং নিয়ে। রাতারাতি বড়লোক হবার বাহারি ও রকমারি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করার পায়তারায় মত্ত আছে একটি শ্রেণী। অনলাইনে আয় করার এইসব বাহারি বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে প্রতারিতও হচ্ছেন অনেকে। অনেকে আউটসোর্সিং ও অনলাইনে আয় বিষয় দুটোকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন।

যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁর নিজের বা প্রতিষ্ঠানের কাজ ইন-হাউজ না করে বাইরের কাউকে দিয়ে করিয়ে নেয় তখন সেটি হচ্ছে আউটসোর্সিং। আর ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে যখন কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে কাজ না করে চুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে থাকেন তখন তাঁকে ফ্রিল্যান্সার বলা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে আউটসোর্সিং নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে সেটা মূলত ফ্রিল্যান্সারদের মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের আউটসোর্সিং। ব্যবসায়িকভাবে আউটসোর্সিং সার্ভিসের শিল্পটা এখনো সেভাবে গড়ে ওঠেনি। এটা ঠিক আউটসোর্সিং সার্ভিস দেয় এমন অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে এবং দিন দিন এটি বাড়ছে। অনেকের মধ্যে ফ্রিল্যান্সার হিসাবে কাজ শুরু করে উদ্যোক্তা হবার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে, এটি সত্যিই আশা ব্যঞ্জক। ডেভসটিম লিমিটেড এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হতে পারে। প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোক্তারা ফ্রিল্যান্সিং থেকেই নিজস্ব ব্যবসায়ের উদ্যোগ নিয়েছিল।

কেন আউটসোর্সিং করা হয়?

তৃতীয় বিশ্বে আউটসোর্সিং করে উন্নত দেশের ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যবসা পরিচালনার খরচ অনেক কমিয়ে নিচ্ছেন। কতটা কমছে তার একটা ধারনা দেই, আমেরিকায় একজন সার্চ ইঞ্জিনঅপটিমাইজেশন (এসইও) পেশাজীবির গড় বেতন ৫০ হাজার ডলার।

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

কিন্তু বাংলাদেশী কোন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজারকে এই কাজটি দেড় থেকে ২ হাজার ডলার দিয়ে করিয়ে নেয়া সম্ভব। এখন হিসাব করুন কি পরিমাণ খরচ কমে যাচ্ছে আউটসোর্সিংয়ের ফলে।

আমরা কিভাবে লাভবান হব?

আমাদের যদি কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকে তবে উন্নত দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজগুলো আমরা বাংলাদেশে বসেই করে দিতে পারি। সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার হিসাবে আমরা যদি মাসে ২ হাজার ডলারও আয় করতে পারি, বাংলাদেশী টাকায় সেটি দাড়াবে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা! বাংলাদেশি কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে কি এই পরিমাণ অর্থ কোনভাবেই আয় করা সম্ভব?

কারা যুক্ত হতে পারে এ কাজে?

যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেসব কাজ আউটসোর্সিং হয় বা সামনের দিনগুলোতে হবে তার একটা তথ্যবিবরণী নিচে দেয়া হলো। এই সকল কাজগুলো করার জন্য যে ধরনের যোগ্যতা লাগে তার একটা ধারনা পাওয়া যাবে নিচের তালিকা থেকে।

যুক্তরাষ্ট্রের আউটসোর্সিং কাজের পরিসংখ্যান (কাজের পরিমাণ)

ক্রমিক	কাজের ধরন	২০০০ সাল	২০০৫ সাল	২০১০ সাল	২০১৫ সাল
০১	ব্যবস্থপনা	০	৩৭,৪৭৭	১১৭৮৩৫	৮৮২৮১
০২	ব্যবসা	১০৭৮৭	৬১২৫২	১৬১৭২২	৪৮০২৮
০৩	কম্পিউটার	২৭১৭১	১০৮৯৯১	২৭৬৯৫৪	৭২৬৩২
০৪	আর্কিটেকচার	৩৪৯৮	৩২৩০২	৮৩২৩৭	৮৪৩৪৭
০৫	জীববিদ্যা	০	৩৬৭৭	১৪৪৭৮	৩৬৭৭০
০৬	আইন বিষয়ক	১৭৯৩	১৪২২০	৩৪৬৭৩	৭৪৬৪২
০৭	আর্ট এবং ডিজাইন	৮১৮	৫৫৭৬	১৩৮৪৬	২৯৬৩৯
০৮	সেলস	৪৬১৯	২৯০৬৪	৯৭৩২১	২৬৫৬৪
০৯	অফিস	৫৩৯৮৭	২৯৫০৩৪	৭৯১০৩৪	১৬৫৯৩১০
	মোট	১০২৬৭৪	৫৮৭৫৯২	১৫৯১১০১	৩৩২০২১৩

সূত্র ঃ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম মন্ত্রনালয় এর তথ্য থেকে।

উপরের তথ্য বিবরণীটি দেখলেই বুঝে যাওয়ার কথা বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এ বিষয়গুলো পড়ছে। বিবিএ পড়ুয়া একজন ছাত্র অনায়েশে মানব সম্পদ উন্নয়ন, অর্থ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কাজ, হিসাবরক্ষণ, বাজার গবেষণা বিষয়ক কাজগুলো করতে পারে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরবর্তী প্রজন্মের স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার তৈরি হচ্ছে। তাঁরা চাইলেও আউটসোর্সিং শিল্পের একজন মুক্ত পেশাজীবি হতে পারেন। কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো আমাদের স্কুল বা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও করতে পারে, যেমন ডাটা এন্ট্রির কাজ।

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

কেন ফ্রিল্যান্সিং সবচেয়ে ফলপ্রসু সমাধান?

লেখার শুরুতে বলেছিলাম বাংলাদেশের এই বিপুল কর্মক্ষম জনগনের কাজের জন্য ফ্রিল্যান্সিং অন্যতম ফলপ্রসু সমাধান। অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং যতটা না কায়িক পরিশ্রমের কাজ তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিদীপ্ত কাজ। আর আমাদের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদেরকে যদি অনলাইন ফ্রিল্যান্স কাজগুলো একবার ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া যায় তবে তাঁরা অনায়াসেই এ ক্ষেত্রে অনেক ভালো কিছু করতে পারবে।

আমদানী নির্ভর আমাদের এ দেশে যত বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের প্রয়োজন হয় তার একটি বড় অংশ আসে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছ থেকে। ২০১২ সালে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের শ্রমিকেরা প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন (তথ্যসুত্রঃ ওর্য়াল্ড ব্যংক)। প্রতিবছর ১০ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হবে এটা ধরে নিলে ২০১৫ সাল নাগাদ সেটা হবে প্রায় ১৯ বিলিয়ন ইউএস ডলারের কাছাকাছি।

এবার আসা যাক আউটসোর্সিং শিল্পের দিকে। ২০১৫ সালে সর্বমোট ৪৪৩ বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণের কাজ আউটসোর্স হবে। আমরা এর ১০% মার্কেট শেয়ার নিতে পারি তাহলে সেটা প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার এবং ৫% মার্কেট শেয়ার নিলে সেটা হবে প্রায় ২৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার যা কিনা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বর্তমানের সবচেয়ে বড় খাতকেও অতিক্রম করবে।

আমাদের দেশে প্রায় ৫০ শতাংশই মহিলা। আর এ মহিলাদের একটা বিশাল অংশ অর্থনীতিতে হিসাব হয় এমন কাজ খুব কমই করেন। তাঁরা বাসায় বসে যে কাজ করেন সেটা জিডিপিতে হিসাব হয় না। কিন্তু তাদের একটা বড় অংশ চাইলে বাসায় বসে প্রতিদিন ৩-৪ ঘন্টা সময় দিলে প্রতি ঘন্টা ১ ডলার হিসাবে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩-৪ ডলারও ফ্রিল্যান্সিং করে আয় করতে পারেন। মোট কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা যদি ৭ কোটি হয় তাহলে নারী আছে ৩.৫ কোটি। এর মধ্যে শিক্ষিত তরুণী এবং মহিলা যদি অর্ধ কোটিও হয় এবং তাঁদেরকে ফ্রিল্যান্সার হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয় তবে প্রতিদিন ১.৫ কোটি ডলার আয় আসবে এ ক্ষেত্র থেকে। বছরে এ আয়ের পরিমাণ দাড়াবে ৫০০ কোটি ডলারে।

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

আমরা কি প্রস্তুত?

একদিকে আমাদের যেখানে কর্মক্ষম লোকের অভাব নেই অপরদিকে বিশ্বব্যাপী আউটসোর্সিং শিল্পের কাজও অফুরন্ত। এত সম্ভাবনার মাঝে আমরা আসলে কতটা প্রস্তুত? সত্যি কথা বলতে আমাদের প্রস্তুতি তেমন নেই বললেই চলে। নতুন ধারায় তরুণদের হাত ধরে উন্নতি যা হচ্ছে তাও নষ্ট হচ্ছে রাতারাতি বড়লোক হবার বাহারি ও রকমারি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করার পায়তারায়। অনলাইনে আয় করার এইসব বাহারি বিজ্ঞাপনের বক্তব্য দেখলে মনে হয় যে অনলাইনে আয় করতে কিছুই জানতে হয় না, শুধু ইন্টারনেট ও কম্পিউটার থাকলেই হয়। কোন ধরনের সাহায্য ছাড়া আমাদের তরুণেরা যে শিল্পটা কেবল তৈরি করছে সেটা ধ্বংস করে দিচ্ছে এই সকল ফটকা ব্যবসায়ীরা। অবস্থা এমন যে অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে ফ্রিল্যান্সার বা আউটসোর্সিং শিল্পের সাথে জড়িত এটা বলতে বিব্রত হতে হয়। এ ক্ষেত্রে এখন আমাদের নিজেদের প্রস্তুত করতে ভালোমানের যে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাঁদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করা জরুরী। আর এক্ষেত্রে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান যেন মানসম্মত প্রশিক্ষণ নিয়ে এগিয়ে আসে সে বিষয়টিও আমাদের মাথায় রাখা দরকার। ভালো মানের প্রশিক্ষণ ছাড়া ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করা সম্ভব নয়।

লেখক: ইন্টারনেট মার্কেটিং প্রফেশনাল
এসইও কোর্স অর্ডিনেটর, ডেভসটিম ইনস্টিটিউট

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং কি পেশা হতে পারে?

মামুন সৃজন

আমার পরিচিত অনেকেই আছেন যাঁরা আমার আগে, আমার সমসাময়িক বা আমার পরে এসেছেন ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংকে পেশা হিসেবে নেবার জন্য কিন্তু কিছুদিন পর আবার সব ছেড়ে ছুড়ে চাকরী খুঁজতে বেরিয়েছেন। এ ধরণের ঘটনা দেখার পর হয়ত অনেকেই মনে করতে পারেন যে ফ্রিল্যান্সিং হয়ত পেশা হতে পারেনা। এটি অনেকে সাময়িকভাবে টিকে থাকার জন্য করে থাকেন।

আর এ কারণেই শুনতে হয়, ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং কি ক্যারিয়ার হতে পারে? আমার পাল্টা প্রশ্ন থাকে, কেন পারে না? অবশ্যই পারে! শুধু পারেই না, এটা ক্যারিয়ার হিসাবে সবার প্রথম পছন্দ হওয়া উচিত।

যাঁরা ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংকে পেশা হিসাবে নেওয়ার মানসিকতা নিয়ে এক্ষেত্রে এসেও পরে চাকুরির পিছনে ছুটেছেন তাঁদের ব্যাপারে আমার মতামত, চ্যালেঞ্জবিহীন জীবনের জন্যই তাঁদের পিছু হটা, প্রতিদিন ৯-৫ টার ধরা বাঁধা অফিস টাইম মেইনটেইন করার জন্যই তাঁদের চলে যাওয়া।

কেন ফ্রিল্যান্সিং সেরা পেশা?

ব্যক্তিজীবন, পরিবার আর পেশাজীবনের সবচেয়ে ভাল সমন্বয়কেই ভাল থাকা বলে মনে করি আমি। এই ভাল থাকার জন্য প্রধানত যে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন তা হচ্ছে- স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ এবং পর্যাপ্ত আয়। চলুন দেখি ফ্রিল্যান্স-আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু সুবিধা এ ক্ষেত্রগুলোতে পেতে পারি।

সময়ের স্বাধীনতা: আমি প্রতিদিন কাজ করি রাত এগারোটা থেকে সকাল ছয়টা, দুপুর পর্যন্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজ করে দুপুর থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ঘুমাই। এভাবে কাজ করতে আমাকে কেউ বাধ্য করেনি। আমার কাছে এই শিডিউলটা সুবিধাজনক মনে হয় তাই এভাবে করি। কোনদিন ইচ্ছা হলো আজ রাতে কাজ করবো না, অন্য সময়ে করবো, তাতেও কেউ নিষেধ করবে না। কিন্তু আগের ৯ বছরের কর্মজীবেন আমি কখনো ভাবতে পারিনি অফিসে বস্‌কে বলবো আজ আমি সকালে অফিসে না গিয়ে সন্ধ্যায় যাব বা দুদিন অফিসে না গিয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেবো!

স্থান স্বাধীনতা: আমার পার্সোনাল ডেস্কটা আমার বেডরুমেই। আপনি কোন চাকরি করেন কিংবা অন্য কোন ব্যবসা করেন, বেড়াতে ইচ্ছা হলেই যেতে পারবেন না। যদি চাকরি হয় তাহলে ছুটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে, ব্যবসা হলে আপনার প্রতিষ্ঠান ফেলে যেতে হবে। কিন্তু ভ্যাগাবন্ডফ্যামিলি লিংকে গিয়ে দেখুন। এরকম ভ্যাগাবন্ড ফ্যামিলি তৈরি তো দূরের কথা, এমন কিছু স্বপ্ন দেখতেও দ্বিধা হবে! এরা সবাই বছরের পর বছর দেশে বিদেশে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এদের কাজ থেমে থাকে না। এরা যেখানে যায় এদের অফিসও সেখানে। একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনার ল্যাপটপ আর একটা ছোট্ট ট্রাভেল ব্যাগই যথেষ্ট। আপনাকে অফিসে যেতে হবে না, বরং অফিসই আপনার সাথে যাবে। কাজের জন্য আর কতটা স্বাধীনতা চান?

বিশ্বব্যাপী ব্যবসা: লোকাল বিজনেসের সাথে এটার সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে, এক্ষেত্রে আপনার ব্যবসাক্ষেত্র বিশ্বব্যাপি। ফলে গ্রাহকসংখ্যা বহুগুণ বেশি। এজন্য কাজেরও কোন অভাব নেই। এখানে আপনি সার্ভিস প্রোভাইডার এবংআপনিই সিদ্ধান্ত নেবেন কাকে আপনার সার্ভিস প্রোভাইড করবেন আর কাকে করবেন না। ধরা যাক, আপনি কোন একটা শহরে একটা দোকান

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

দিয়েছেন। ব্যবসা বেশ ভালই চলছে, কিন্তু আপনার শহরে হঠাৎ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে হয়তো বেশ কিছুদিনের জন্য আপনার ব্যবসায় মন্দা শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার ব্যবসা শুধু আপনার শহরকেন্দ্রিক নয়, তাই ঝুঁকিও কম। যেমন- আমার একজন ক্লায়েন্ট নিউ জার্সিতে থাকেন। কিছুদিন আগে হ্যারিকেন স্যান্ডিতে তাঁর এলাকা তছনছ হয়ে গেছে। এরকম অবস্থায় তাঁর কাজও হুট করে কিছুদিনের জন্য স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার অন্যান্য শহরের বা অন্যান্য দেশের ক্লায়েন্টদের কাজ ঠিকই চলেছে।

বেশি আয়: আপনি কতটা আয় করতে চান? কথাটা আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর মনে হবে। যেখানে দেশে সর্বোচ্চ শিক্ষাস্তর শেষ করার পরও কয়েক লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হয় একটা চাকরির আশায়, তারপরও চাকরিটা হবে কিনা এটার নিশ্চয়তা আপনাকে কেউ দিতে পারে না। সেখানে উল্টো কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কোন ঘুষ ছাড়াই নিজের যোগ্যতায় প্রতি মাসে কি পরিমাণ আয় করতে চান! তাহলে হাসি আসতেই পারে। কিন্তু কথাটা মোটেও হাসির নয়। আপনার যোগ্যতা এবং দক্ষতার উপরেই নির্ভর করবে কতটা আয় করবেন। আর আপনি যখন আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করবেন, স্বাভাবিকভাবেই কাজের দাম স্থানীয় বাজারের চাইতে কয়েকগুণ বেশি হবে।ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্র অনেক বিশাল। সেখান থেকে বেছে নিন আপনার জন্য কোনটা সবচেয়ে উপযুক্ত। পেশা হিসাবে ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংকে বেছে নিয়ে আমি যেমন ভালো আছি, আশা করছি আপনাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবে না

লেখক: ক্রিয়েটিভ হেড, ক্রিয়েটিভ এলিয়েন্স

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOIGHOR

মাসুম রানা

- মার্কেটপ্লেস মানে কি?
- একটি বাজার!
- বাজারে কি হয়?
- কেনাবেচা হয়!

আমরা কোন কিছু কিনতে গেলে যেই বাজারে যাই এটাও তেমনই একটা বাজার। তবে এ বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রি হয় না। এখানে বিক্রি হয় মেধা এবং শ্রম। উন্নত দেশগুলো থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান তাঁদের খরচ কমানোর জন্য ফ্রিল্যান্সারদের মাধ্যমে তাঁদের কাজ করিয়ে নিতে চান। আর ফ্রিল্যান্সারদেরকে খুঁজে পাওয়ার জন্য তাঁরা যে জায়গাটিতে আসেন সেটিই হচ্ছে মার্কেটপ্লেস। ইন্টারনেটে কাজ করিয়ে নেওয়া এবং কাজ পাওয়ার স্থান এটি। কাজটি যেহেতু ইন্টারনেটের মাধ্যমেই হয়, তাই এই বাজারের দৃশ্যত কোন অস্তিত্ব নেই। এই বাজার বলতে আসলে একটি ওয়েবসাইটকে বোঝায়।

ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করতে হবে কোথা থেকে?

এই যে মার্কেটপ্লেস নিয়ে বেশ কথাবার্তা বলা হয়েছে, এই মার্কেটপ্লেসে গিয়েই আপনাকে ফ্রিল্যান্সার হিসাবে ক্যারিয়ার শুরু করতে হবে। সেখানে গেলেই আপনি অনেক প্রতিষ্ঠান এবং হায়ারিং ম্যানেজারদের দেখা পাবেন, যাঁরা আপনাকে কাজ দেয়ার জন্যই সেখানে বসে রয়েছেন! তবে এসব প্রতিষ্ঠান কিংবা হায়ারিং ম্যানেজাররা আপনাকে তখনই কাজ দিবে যখন আপনার কোন বিষয়ে খুব ভালো দক্ষতা থাকবে। ফ্রিল্যান্সিংয়ে খুব দ্রুত সফলতার জন্য আর যে জিনিসটি দরকার, সেটি হচ্ছে ধৈর্য। মার্কেটপ্লেসে যাওয়ার পরপরই আপনি কোনও কাজ পেয়ে যাবেন এমনটি নয়। চাকুরি পাওয়ার জন্য যেমন বেশকিছু প্রতিষ্ঠানে অনেকগুলো ইন্টারভিউ দিয়ে একটিতে যোগ দেয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এখানকার বিষয়টাও তেমন, কয়েকটি ইন্টারভিউ দেয়ার পরই আপনি এখানে কাজ পাবেন। যে বিষয়ক কাজ আপনি ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসে শুরু করতে চান, সে বিষয়ক জ্ঞান থাকার পাশাপাশি ইন্টারনেট সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। চলুন, কিছু মার্কেটপ্লেসকে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই।

ওডেস্ক

ওডেস্ক বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্সিং সাইট। এখানে ঘন্টাপ্রতি এবং ফিক্সড প্রাইস এ দুধরণের কাজ পাওয়া যায়। কাজের পেমেন্ট নিশ্চয়তা দেওয়া হয় ঘন্টাপ্রতি কাজ করলে। আর ফিক্সড প্রাইসে অর্থপ্রাপ্তি নির্ভর করে আপনার নিয়োগকর্তার উপর। নতুন ফ্রিল্যান্সারদের জন্য সবাই ওডেস্কের ঘন্টাপ্রতি কাজ রেকমেন্ড করেন।

ফ্রিল্যান্সার

অনলাইনের সবচেয়ে বড় মার্কেটপ্লেস ফ্রিল্যান্সার। প্রতিষ্ঠানটি একদম শুরু থেকেই নানারকম প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে, আর এ প্রতিযোগিতার কারণেই হয়ত প্রতিষ্ঠানটির নাম শুনে থাকবেন। সর্বশেষ এসইও অ্যান্ড রাইটিং প্রতিযোগিতায় ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশি ডেভসটিম লিমিটেড।এই সাইটটিতে সব কাজই ফিক্সড প্রাইস নির্ভর। ঘন্টাপ্রতি কাজের কোন সিস্টেম এখনো চালু হয়নি। এদের বিভিন্ন মেম্বারশিপ সিস্টেম আছে।

DIGITAL BOI GHOR

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

ইল্যান্স

ওডেস্ক এর মত ইল্যান্স আরেকটা জনপ্রিয় সাইট এবং এটাও ঘন্টাপ্রতি কাজে পেমেন্ট এর নিশ্চয়তা দেয়। বাড়তি সুবিধা হলো ফিক্সড প্রাইজের কাজের ক্ষেত্রেও এরা পেমেন্ট গ্যারান্টি সুবিধা দেয় যেটাকে "এস্ক্রো" বলে। এখানেও ফ্রিল্যান্সারের মত মেম্বারশিপ সিস্টেম আছে।

গুরু

আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উপরের তিনটা কোম্পানি'ই বেশি জনপ্রিয়। এদিক থেকে গুরু ডট কম খুব একটা জনপ্রিয় নয়। যেহেতু এখানে লোকজনও কম, সুতরাং নতুনরা চাইলে এখানে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন! নতুন করে এটাতে ঘন্টাপ্রতি কাজের সিস্টেম চালু করা হয়েছে যেখানে পেমেন্ট নিশ্চয়তা দেওয়া হয়।

এছাড়াও আরো আছে, জুমলা ল্যান্সার এবং ফ্রিল্যান্সার সুইচ যেখানে ভাল মানের কাজ পাওয়া যায়।

মার্কেটপ্লেসে অ্যাকাউন্ট তৈরি

মার্কেটপ্লেস সম্পর্কে তো জানলেন। এবার এর মধ্য থেকে যেকোন একটি মার্কেটপ্লেস পছন্দ করতে হবে যেখানে কাজ শুরু করতে চান। এরপর উক্ত সাইটের নিয়মানুযায়ী অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ফেলুন। অ্যাকাউন্ট তৈরির পর অবশ্যই প্রোফাইলটিকে অনেক সুন্দর করে সাজাতে হবে। আগের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে সেগুলোকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে লিখতে হবে। ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলোতে প্রতি মূহুর্তে নতুন কাজ আসছে। আপনার পারদর্শিতা আনুযায়ী প্রতিটা কাজ দেখতে থাকুন। প্রথম কয়েক দিন বিড করার কোন প্রয়োজন নেই। এই কয়েকদিন ওয়েবসাইটি ভাল করে দেখে নিন। ওয়েবসাইটের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন এবং সাহায্যকারী আর্টিকেল পড়তে পারেন। একটি কথা মনে রাখবেন, প্রথমদিকে কাজ পাওয়া কিন্তু সহজ নয়। তাই আপনাকে ধৈর্যসহকারে বিড করে যেতে হবে। প্রথম কাজ পেতে হয়ত ১০ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। কয়েকটি কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর আপনাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। তখন ক্লায়েন্টরাই আপনাকে খুঁজে বের করবে।

ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন জরুরী

আমাদের দেশের ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং সেক্টরের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে ইংরেজি না জানা। গবেষণা প্রতিষ্ঠান গার্টনারের একটি জরিপে দেখা গেছে, দেশের তরুণেরা আউটসোর্সিংয়ে পিছিয়ে থাকার পেছনে ইংরেজি দুর্বলতা অনেকটা দায়ী। আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে ইংরেজি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করতে হয় সে জন্য ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। নতুবা কোনভাবেই আপনি বায়ারের রিকোয়ারমেন্ট যেমন বুঝতে পারবেন না তেমনি কোন সমস্যাও তাকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন না। ইংরেজিতে দূর্বলরা উপরের কথা পড়ে হয়ত ঘাবড়ে যেতে পারেন, তবে তাদের জন্য বলতে পারি, আপনাকে কিন্তু ইংরেজিতেপন্ডিত হতে হবে এমনটি নয়! ভাব বিনিময় এবং ব্যবসায়িক কাজগুলোর

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

জন্য সাধারণত যে ইংরেজি ব্যবহৃত হয় সেটি জানলেই চলবে। যারা ইংরেজিতে দূর্বল তাদের এটি দূর করতে খুব বেশি যে সময় লাগবে এমনটি নয়, ২ থেকে ৩ মাস একটু চেষ্টা করলেই এ ধরণের ইংরেজি রপ্ত করা সম্ভব।

দক্ষতা অনুযায়ী কাজ বেছে নেওয়া

মার্কেটপ্লেস তো চিনলেন। অ্যাকাউন্টও খুলে ফেললেন নিজের পছন্দের সাইটে। এবার তো কাজ শুরু করতে হবে। আর এজন্য আপনাকে খুঁজে নিতে হবে কাজ, আর সেটি অবশ্যই আপনার দক্ষতার ভিত্তিতে। যে বিষয়ে আপনার দক্ষতা নেই সে বিষয়ে কোনভাবেই অ্যাপ্লাইকরতে যাবেন না। তাহলে কাজ তো পাবেনই না, বরং আপনার রেপুটেশনও নষ্ট হতে পারে বায়ারদের কাছে। মার্কেটপ্লেসে নিবন্ধনের পরপরই ভালো একটা কাভার লেটার তৈরি করা উচিত, যা ক্লায়েন্টের কাছে কাজের আবেদনের সময় লাগবে। সাথে আগে সম্পন্ন করা উল্লেখযোগ্য কাজের লিস্ট বা একটি ভালো পোর্টফোলিও তৈরি করতে হবে।

বায়ার কাজ দেয়ার ক্ষেত্রে মূলত এই পোর্টফোলিও বা কাজের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করেন। কোনো মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে যে বিষয়ে দক্ষতা আছে সেটি ভালোভাবে তুলে ধরা উচিত। কোনো কাজ গ্রহণের আগে সেটির সময়সীমা, বাজেট ও সংশ্লিষ্ঠ অন্যান্য বিষয়গুলো ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। আর ক্লায়েন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। পারলে সেই ক্লায়েন্টের পূর্বের কোনো রিভিউ দেখে নেওয়া ভাল। কারণ অনেক সময় ক্লায়েন্ট প্রতারক হলে কাজটি করিয়ে প্রতারণা করতে পারেন।

কাজে অ্যাপ্লাই করার পর বায়ার যদি আপনাকে যোগ্য মনে করে তবে ইন্টারভিউতে ডাকবে, সেখানে আপনি তার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলে নিশ্চিত কাজ পেয়ে গেলেন! এবার বায়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রজেক্টের বিস্তারিত বুঝে নিন। এরপর সে অনুযায়ী কাজটিও শেষ করে ফেলুন। কাজের মাঝখানে প্রয়োজনে কোন তথ্য দরকার পড়লে বায়ারকে আবার নক করতে পারেন। আর হ্যাঁ, কাজ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই ডেডলাইনের দিকে নজর রাখা জরুরী। পারলে ডেডলাইনের আগে ভাগেই কাজটি শেষ করে বায়ারের কাছে জমা দেওয়া ভাল। এছাড়া ভাল রেটিং পাওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতা রাখতে হবে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় পরিমাণ কাজ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। দ্রুত কাজের জন্য অবশ্যই অপেক্ষাকৃত ভালোমানের কম্পিউটার ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট থাকতে হবে।

যেভাবে টাকা আনবেন!

মার্কেটপ্লেসে যোগ দিলেন, কাজ পেলেন এবং সেটি সম্পূর্ণ করে সাবমিটও করলেন। এবার আপনার আয় ঘরে আনবেন কিভাবে? ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলো কি কি মেথড সাপোর্ট করে সেটা দেখার আগে আমাদের দেখতে হবে আমাদের দেশে বা আমাদের ব্যাংকগুলো কি কি পেমেন্ট মেথড সাপোর্ট করে। যেমন: ওডেস্ক এর কথাই ধরি, এখানে মাস্টার কার্ড, পেপাল, স্ক্রিল বা মানিবুকার এবং ডাইরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফার সাপোর্ট করে। এদের মধ্যে পেপাল বাংলাদেশে এখনো চালু হয়নি। তাই বাকি তিনটির যেকোন একটির মাধ্যমেই অর্থ উত্তোলন করতে হবে।

স্ক্রিল বা মানিবুকার

স্ক্রিল শুরু থেকেই নিরাপত্তার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর এবং সব দিক দিয়ে ঝামেলবিহীন অর্থ উত্তোলন মাধ্যম। এ মাধ্যম দিয়ে অর্থ উত্তোলন করার জন্য স্ক্রিল থেকে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। খেয়াল রাখবেন, নামের জায়গায় সার্টিফিকেট নাম ব্যবহার করবেন। কারণ পরে ভেরিফাই করতে হবে ব্যাংকে টাকা তোলার আগে। কারেন্সি সিলেকশনের জায়গায় ইউএস ডলার ব্যবহার করবেন। অ্যাকাউন্ট তৈরি শেষে স্ক্রিল থেকে ভেরিফিকেশন রিকোয়েস্ট পাঠানোর পরে মানিবুকার চিঠি পাঠাবে ঠিকানা ভেরিফাই করার জন্য। চিঠি আসতে ২৫ দিন থেকে একমাস এর মত সময় লাগে। চিঠিতে গোপন কোড লেখা থাকে, সেটি মানিবুকারের নির্দিষ্ট বক্সে ইনপুট করলেই ঠিকানা ভেরিফাইড হয়ে যাবে। এবার ব্যাংক ভেরিফাই করতে হবে। ওডেস্ক, ইল্যান্স

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

বা অন্য কোন ফ্রিল্যান্সিং সাইট থেকে স্ক্রিল এ পেমেন্ট সেন্ড করার পরে তা স্ক্রিল থেকে ব্যাংক এ পাঠাতে হবে। আপনি স্ক্রিল এর প্রোফাইল অপশন এ গিয়ে ব্যাংক এর সুইফট কোড এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বার সঠিকভাবে দিলেই ব্যাংকে জমা হয়ে যাবে।

এবার কাজ হল স্ক্রিল থেকে অল্প কিছু পরিমাণ ডলার (১৫ ডলার এর নিচে) আপনার ব্যাংকে পাঠান। প্রথম লেনদেনে টাকা ব্যাংকে আসতে মাসখানেক সময় লাগতে পারে। টাকা এলো কি না জানতে নিয়মিত ব্যাংকে খোঁজ রাখুন অথবা ইন্টারনেট এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যালেন্স জানতে পারেন। টাকা চলে আসলে ব্যাংকে যোগাযোগ করে অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট নিয়ে আসুন। এটা অবশ্যই লাগবে। এর পর স্ক্যান করে মানিবুকারের নিকট পাঠাতে হবে। এটি পাঠানোর জন্য আপনি এই ইমেইল এড্রেস ইউজ করতে পারেন (info@moneybookers.com) কিংবা স্ক্রিল এ লগইন করে কনট্যাক্ট থেকে তাদের মেইল পাঠাতে পারেন। ব্যাংক এর সকল ইনফরমেশন এবং নাম ঠিক থাকলে দুইদিন থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনার স্ক্রিল ভেরিফায়েড হয়ে যাবে এবং আপনার উইথড্রয়াল লিমিট বেড়ে যাবে। এরপর থেকে কোন ঝামেলা ছাড়াই ব্যাংকে টাকা তুলতে পারবেন। সময় লাগবে ১ থেকে ২ দিন!

মাস্টার কার্ড

পেওনিয়ার নামে একটি প্রতিষ্ঠান সব ফ্রিল্যান্সারদেরকে একটি করে মাস্টারকার্ড পাঠায় অর্থ লেনদেন করার জন্য। এ কার্ডটি পাওয়ার জন্য আপনি যে ফ্রিল্যান্সিং সাইটে অ্যাকাউন্ট খুলবেন তার পেমেন্ট অপশন থেকে পেওনিয়ারের কাছে মাস্টারকার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন। যেমন ওডেস্ক বা ইল্যান্স এর মাধ্যমে আবেদন করতে হলে এখানের ওয়ালেট বা পেমেন্ট অপশন এ গিয়ে মাস্টার কার্ডের জন্য সাইন-আপ করার লিংকে ক্লিক করলেই পেওনিয়ার ডটকম সাইটে নিয়ে যাবে। সেখানে নতুন ব্যবহারকারী হিসেবে আপনি আপনার পূর্ণ নাম ঠিকানা ব্যবহার করবেন। এ সাইটে সাইন আপ করতে পাসপোর্ট বা ন্যাশনাল আইডি কার্ড এর সিরিয়াল নাম্বার দিতে হবে। কোন আবাসিক এলাকার ঠিকানা ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন ইউনিভার্সিটির ঠিকানা দেয়া যাবে না। সাইন-আপ ফরমে ঠিকানা লেখার সময় ৩০ অক্ষরের মধ্যে রাখতে হবে। কার্ড

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

হাতে পাবেন দুটো উপায়ে। এক হচ্ছে সাধারণ, এজন্য পেওনিয়ারকে অগ্রিম ২০ ডলার ফি দিতে হবে। তাহলে তাঁরা কার্ড ইস্যু করবে। সাধারণভাবে কার্ড হাতে পেতে এক মাস সময় লাগবে। দ্বিতীয় সিস্টেম হলো ডিএইচএল কুরিয়ার মেথড। এটার মাধ্যমে আপনি চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যেই কার্ড পেয়ে যাবেন। এজন্য অবশ্য ফি গুনতে হবে ৬০ ডলার!

কার্ড হাতে পাওয়ার পর সেটি অ্যাক্টিভেট করতে হবে পেওনিয়ার ওয়েবসাইটে লগ-ইন করে। নিরাপত্তার জন্য পিনকোড দিতে হবে চার ডিজিটের। এরপর কার্ডটি ব্যবহার উপযোগি হয়ে যাবে। তবে আপনাকে আগেই জানিয়ে রাখি, পেওনিয়ার কার্ড দিয়ে টাকা তোলা অনেক খরচের ব্যাপার। যেখানে স্ক্রিল থেকে টাকা তুলতে গেলে সবমিলিয়ে সাড়ে তিন ডলার খরচ হবে সেখানে পেওনিয়ারে খরচ প্রায় দ্বিগুণ। পেওনিয়ার এ ২০ ডলারের কম উইথড্রয়াল সাপোর্ট করে না। তাই ওডেস্ক বা ইল্যান্স বা অন্য সাইট থেকে উইথড্র করবেন ২০ ডলার বা তার বেশি। উইথড্র করলেই সাথে সাথে কার্ডে ডলার আসবে না। এটা অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকবে দুদিন। এখানে বলা হবে যে আপনি যদি এখনই টাকা নিতে চান তাহলে আপনাকে আড়াই ডলার খরচ করতে হবে। আর যদি তা খরচ করতে না চান তাহলে দুইদিন অপেক্ষা করতে হবে। এখন আপনি যদি আড়াই ডলার খরচ করতে পারেন তাহলে তিন থেকে চার মিনিটের মধ্যে আপনার কার্ডে ডলার চলে আসবে। আর তা না হলে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে!

কার্ডে টাকা জমা হওয়ার পর এবার নিজ হাতে টাকা আনার পালা। এটি যেহেতু মাস্টার কার্ড, তাই দেশের যেকোন ব্যাংকের মাস্টারকার্ড সাপোর্টেড এটিএম বুথ থেকে টাকা তোলা যাবে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, সিটি ব্যাংক এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক সহ বেশ কয়েকটি ব্যাংক মাস্টার কার্ড সাপোর্ট করে।

oDesk Local Funds Transfer

সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফার

ফ্রিল্যান্সিং সাইট থেকে টাকা পাওয়ার জন্য এটি বেশ ঝামেলাবিহীন উপায়। প্রায় সব ফ্রিল্যান্সিং সাইটই সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফার সাপোর্ট করে। ওডেস্ক থেকে টাকা আসতে মাত্র চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ব্যাংকিং আওয়ার সময় লাগে। ওয়্যার সিস্টেম যোগ করার জন্য ফ্রিল্যান্সিং সাইটের উইথড্রয়াল মেথড থেকে ওয়্যার ট্রান্সফার সিলেক্ট করে সেখানে ব্যাংকের পরিপূর্ণ তথ্যাদি বসাতে হবে। এখানে প্রয়োজন হবে ব্যাংকের সুইফট কোড, সম্পূর্ণ অ্যাকাউন্ট নাম্বার, ব্যাংকের শাখার পূর্ণ ঠিকানা। এক্ষেত্রে ফ্রিল্যান্সিং সাইটে আপনার নাম ও ব্যাংকে আপনার নাম একই হতে হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে আপনার প্রথম ট্রানজেকশন পাঠালে টাকা ব্যাংক এ আসলেই ব্যাংক ভেরিফাই হয়ে যাবে।

লেখক: ফ্রিল্যান্সার, ওডেস্ক

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

ব্যতিক্রমী কিছু ওয়েবসাইট!

মোহাম্মদ বাহারুল আলম

মার্কেটপ্লেস হিসাবে আমরা সবাই ওডেস্ক, ফ্রিল্যান্সার এবং ইল্যান্সের মত সাইটগুলোকে চিনি। এই সবগুলো সাইট প্রায় একইভাবে কাজ করে। তবে এর বাইরেও ব্যতিক্রমী কিছু মার্কেটপ্লেস রয়েছে।

৯৯ ডিজাইন

গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে যারা কাজ করেন তাঁরা এটার সঙ্গে বেশ পরিচিত। এখানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কাজের পুরস্কার প্রদান করা হয়। আর এ সাইটের পুরস্কারের টাকার পরিমাণ অন্য যেকোনো সাইটের তুলনায় বেশ ভাল। বিষয়টা এরকম, ক্লায়েন্ট এর একটা লোগো বা টি-শার্ট ডিজাইন লাগবে। তিনি তার চাহিদা অনুযায়ী বিবরণ পেশ করলেন। এখানে আপনাকে কোন অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে না। তার বর্ননা করা চাহিদা অনুযায়ী আপনি ডিজাইন করবেন এবং তা প্রতিযোগিতার পেইজে আপলোড করবেন। আপনার ডিজাইনটি সংশ্লিষ্ঠ ক্লায়েন্ট দেখবেন। আপনার মত আরও অনেক ডিজাইনার তাঁর নিজের ডিজাইন আপলোড করবেন ক্লায়েন্টের কাছে। ক্লায়েন্ট এর যে ডিজাইন পছন্দ হবে তিনি সেটিই বেছে নেবেন এবং সবশেষে পারফেক্ট ডিজাইনারকে পুরস্কার বা প্রজেক্টের টাকা প্রদান করবেন।

থিমফরেস্ট

থিমফরেস্ট হলো এনভাটোর সবচেয়ে জনপ্রিয় সাইট। গ্রাফিক্স ডিজাইনাররা এখানে তাঁদের ডিজাইন টেমপ্লেট বিক্রি করতে পারেন এবং ডেভেলপার হলে ডিজাইনের পাশাপাশি এইচটিএমএল এবং সিএসএস কোডিংও বিক্রি করা যায়। আপনার ডিজাইন ও ফাংশনালিটি যদি ক্রেতাদের একবার নজর কাড়তে পারে তবে তো কথাই নেই, আপনি লাখোপতি এক ডিজাইনেই (এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু তৈরি করতে পারলে কোটিপতি হওয়াও কঠিন কিছু নয়, থিমফরেস্টে এমন এমন সব ডিজাইন আছে যার একেকটি কয়েক কোটি টাকা করে বিক্রি হয়েছে!)। থিমফরেস্টে থিম বিক্রি হয়, আর গ্রাফিক্স বিক্রি করার জন্য গ্রাফিকরিভার, কোড বিক্রি করার জন্য কোডক্যানিয়ন, স্টক ফটোগ্রাফি বিক্রি করার জন্য ফটোডিউন এবং থ্রিডি অ্যানিমেশন বিক্রির জন্য থ্রিডিওশান বেশ জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেস।

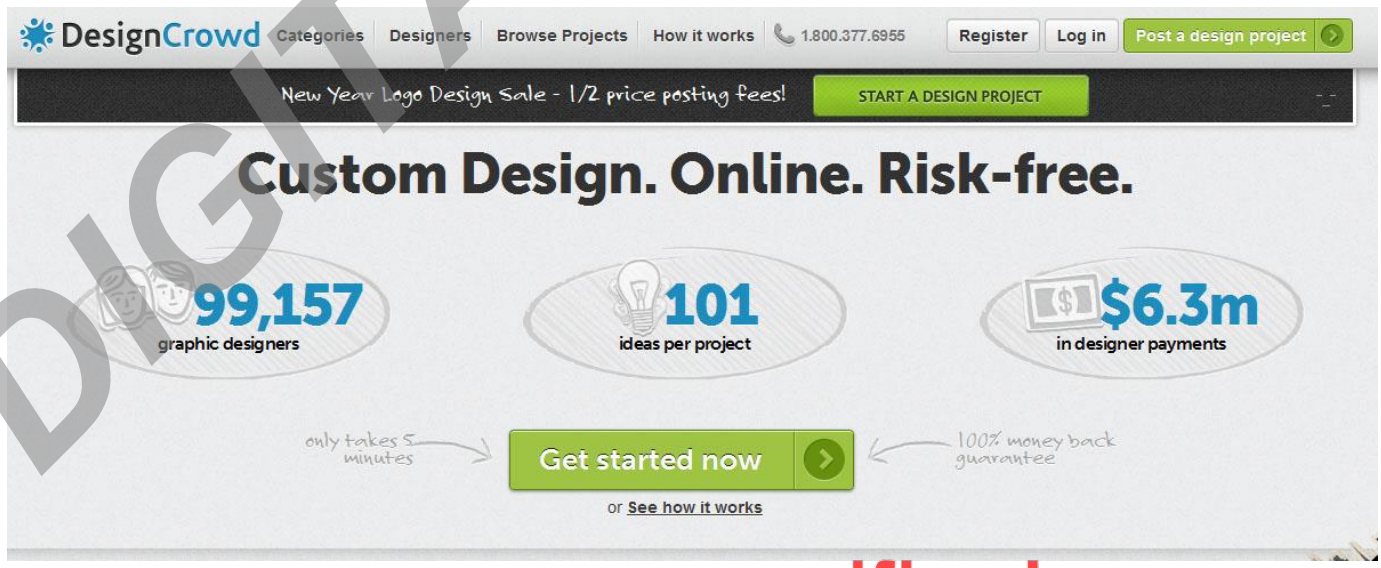

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

ডিজাইন ক্রাউড

উপরে যে ৯৯ ডিজাইন এর কথা বললাম, এটাকে তার কপি হিসেবে ধরতে পারেন। ডিজাইন কনটেস্টের জন্য এটি আরেকটি জনপ্রিয় কোম্পানি। সাইটটির কনটেস্টের মাধ্যমে এখানেও আপনি আপনার ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে বাঘা বাঘা ডিজাইনারদের সাথে লড়াই করতে পারেন।

ফাইভআরআর

এটি বেশ ভিন্ন। এখানে বায়ার কোন জব পোস্ট করে না, কর্মীরাই পোস্ট করে তাঁরা বায়ারদের জন্য কি কি কাজ করতে পারবে। পোস্ট যদি কোন বায়ারের ভালো লেগে থাকে তবে ক্লায়েন্ট আপনার কাছ থেকে তা কিনে নেবেন। যতজন বায়ার এই সার্ভিসটা কিনবেন আপনি ততবার টাকা পাবেন। বিষয়টি ঠিক এমন, আপনি একটি পোস্ট করলেন আমি ৫০০ ওয়ার্ডের একটি আর্টিকেল লিখে দিবো, এর জন্য আমাকে ৫ ডলার দিতে হবে।

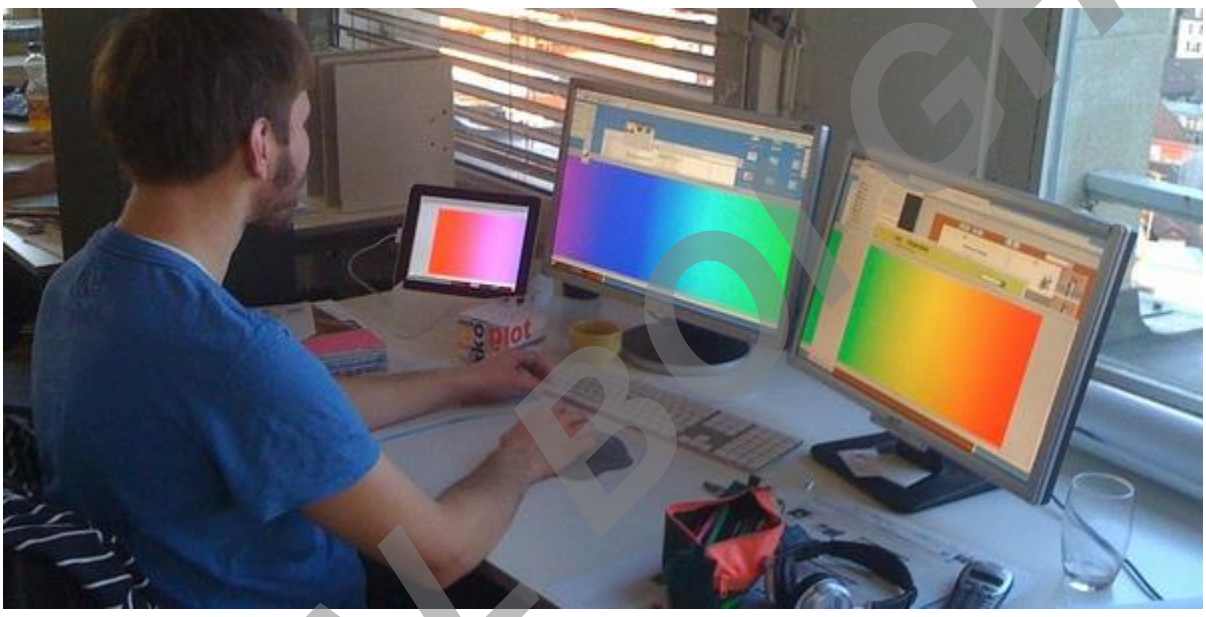

এখন যত বায়ারের আর্টিকেল প্রয়োজন হবে তাঁরা আপনাকে আর্টিকেলের অর্ডার দিয়ে দিবে এ পোস্ট দেখে। এ সাইটটির একটি মজার দিক হচ্ছে, আপনি যাই করেন না কেন, আপনাকে তা মাত্র ৫ ডলারে করতে হবে! তাই ছোট ছোট কাজ এখানে সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

লেখক: ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার, ডেভসটিম লিমিটেড

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

মার্কেটপ্লেসের সবচেয়ে ক্রমবর্ধমাণ কাজ

মৃণাল কান্তি রায় দীপ

ইন্টারনেটে ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে উপার্জনের যত মাধ্যম রয়েছে, তার মধ্যে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ ক্ষেত্র। মূলত বিশ্বের ছোট-বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রায় সবাই ক্রমেই ইন্টারনেটের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। সবাই চাচ্ছে, তার একটি ভার্চুয়াল ঠিকানা হোক। কারণ একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান একদিকে যেভাবে তার গ্রাহকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে, অপরদিকে বিভিন্ন শহরে বা বিভিন্ন দেশে অবস্থিত নিজস্ব শাখার সাথে আত্মযোগাযোগও সহজে এবং কম খরচে করতে পারে। বর্তমানে একটি ডেস্কটপ সফটওয়্যার তৈরি করার চাইতে ওয়েবসাইট তৈরির করতে সবাই বেশি আগ্রহী থাকে। একারণে, ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের কাজই সর্বাধিক।

একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট তৈরি করার সময় কাজগুলোকে দুইভাবে ভাগ করা হয় যায়, একটি হচ্ছে ওয়েবসাইটির বাহ্যিক অবয়ব তৈরী করা এবং অন্যটি ওয়েবসাইট কিভাবে কাজ করবে তার নির্দেশনা দেয়া। বাহ্যিক অবয়ব তৈরী করাকে ওয়েব ডিজাইনিং এবং কিভাবে কাজ করবে তার নির্দেশনাকে ওয়েব প্রোগ্রামিং বলা হয়। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে একটি ওয়েবসাইট ডেভেলাপ বা তৈরি করা হয় এবং এই প্রক্রিয়াকে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বলে।

ফ্রিল্যান্স ওয়েব ডিজাইনিং

একটি ওয়েবসাইট তৈরীতে প্রথমেই বাহ্যিক অবয়ব তৈরী করতে হয়, ওযেবসাইটটি দেখতে কেমন হবে সেটির ডিজাইন করতে হয়। ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রেও কয়েকটা ধাপ রয়েছে:

১. ফটোশপ দিয়ে ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রাফিক্স যেমন বাটন, ব্যানার, বিভিন্ন ধরনের টেবিল, ব্যাকগ্রাউন্ড ইত্যাদি বানানো।

২. বাটন, ব্যানার ইত্যাদি গ্রাফিক্সের সংমিশ্রণে পিএসডি টেমপ্লেট বানানো।

৩. সেটা এইচটিএমএল ও সিএসএস এ রূপান্তর।

কেউ এইচটিএমএল ও সিএসএস এ রূপান্তর করতে না পারলে তাকে ওয়েব ডিজাইনার না বলে ওয়েব গ্রাফিক্স ডিজাইনার বলা হয়ে থাকে। ওয়েব গ্রাফিক্স-এর কাজ থাকলেও মার্কেটপ্লেস পর্যালোচনা করে দেখা যায় একজন ওয়েব ডিজাইনারই বেশি কাজ পেয়ে থাকে ওয়েব গ্রাফিক্স ডিজাইনারের চেয়ে। পুরোপুরি ওয়েব ডিজাইন এ দক্ষ ফ্রিল্যান্সারকে মার্কেটপ্লেসগুলোতে এখন ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার বলা হয়। ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে ওয়েব ডিজাইনিং কাজ করতে হলে যে জিনিসগুলো জানতে হবে ফটোশপ, এইচটিএমএল, সিএসএস। জাভাস্ক্রিপ্ট ও ফ্ল্যাশ জানা থাকলে ভালো।

ফ্রিল্যান্সিং ওয়েব প্রোগ্রামিং

একজন ওয়েব ডিজাইনারের স্ট্যাটিক ডিজাইনিং এর পরই কাজ শেষ হয়ে যায় কিন্তু তার তৈরি করা ডিজাইনকে ওয়েবে ব্যবহার যোগ্য বা ডাইনামিক করে তোলেন একজন ওয়েব প্রোগ্রামার। এক্ষেত্রে একজন ওয়েব প্রোগ্রামারকে মাঝে মাঝে ডেভেলপারও বলা হয়ে থাকে। তাঁকে গ্রাহকের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ওয়েবসাইট নির্ভর অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে দিতে হয়। এক্ষেত্রে মার্কেটপ্লেসগুলোতে এরা ব্যাক এন্ড ডেভেলপার নামে পরিচিত। যারা কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি বা এর সাথে

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

সম্পর্কিত বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পড়ালেখা করেছে তারা ওয়েব প্রোগ্রামিং করে থাকেন। তবে অনেকেই আছেন যারা শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায় প্রোগ্রামিংশিখে বর্তমানে বেশ ভাল অবস্থায় আছেন।

একজন ফ্রিল্যান্স ওয়েব প্রোগ্রামার হতে যে দক্ষতার প্রয়োজন:

১. ক্লায়েন্ট সাইড প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ: যেমন জাভাস্ক্রিপ্ট- এটাকে ব্রাউজার স্ক্রিপ্টিংও বলা হয় অর্থ্যাৎ এই ল্যাংগুয়েজ দিয়ে লেখা কোড শুধু কোন ব্রাউজারে কাজ করবে।

২. সার্ভার সাইড প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ: বিভিন্ন ধরনের সার্ভার সাইড প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ রয়েছে। এর মধ্যে PHP, Python, Perl, Ruby, JSP, ASP উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটা ল্যাংগুয়েজ এর বিশেষ কিছু ফিচার থাকলেও সবগুলোর কাজ প্রায় একই ধরনের। একটি ল্যাংগুয়েজ পারলেই অন্য গুলো কিছুদিন অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্তে আনা যায়। সব প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ এর সিনট্যাক্স আলাদা কিন্তু লজিক এক।

৩.ডেটাবেস: ডেটাবেইজ হিসেবে MySQL, MS SQL, PostgreSQL ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। একটি ওয়েবসাইটের ব্যবহারকারীর তথ্য এবং অন্যান্য তথ্য ডেটাবেস এ সুবিন্যস্তভাবে রাখা হয়। যখনি কোন তথ্যের দরকার পড়ে সংরক্ষিত ডেটাবেস থেকে তা পাওয়া যায়। ডেটাবেসের সাথে সংযোগকরনই স্ট্যাটিক আর ডাইনামিকের ওয়েবসাইটের অন্যতম পার্থক্য।

৪. ফ্রেমওয়ার্ক: ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে আগে থেকেই বানানো নির্দিষ্ট কোন কাজের সমষ্টি, যেটা ব্যবহারের ফলে কম সময়ে এবং একই কাজ বারবার করা না লাগে। কোন ফ্রেমওয়ার্ক ছাড়াও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরী করতে পারবেন তবে এতে বেশি সময় লাগবে এবং বেশি কোড লিখতে হবে। PHP এর ফ্রেমওয়ার্কগুলোর মধ্যে Zend, Codignator, CakePHP উল্লেখযোগ্য, Dot Net আবার Python এর জন্য Django বিখ্যাত। আসলে একজন ওয়েব ডেভেলপার বা প্রোগ্রামার তার গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে এবং নিজের দক্ষতার উপর কোন ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করবেন সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

৫. সিএমএস: কনটেন্ট মেনেজম্যান্ট সিস্টেমের ছোট রূপ সিএমএস। সাধারণত একজন গ্রাহক যাতে নিজের ওয়েবসাইট নিজেই আপডেট করতে পারে সেজন্য সিএমএস এর ব্যবহার হয়। সাধারন ব্যবহারকারীর কোনরকম প্রোগ্রামিং জ্ঞান ছাড়াই তিনি সেটা ব্যবহার করতে পারেন। তাই বর্তমানে ওয়েব ডেভেলাপমেন্ট এ সিএমএস এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। সিএমএস-এর

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

মধ্যে ওয়ার্ডপ্রেস, দ্রুপাল, জুমলা, ম্যাজেন্টো এবং ওএস কমার্স সবচেয়ে জনপ্রিয়। ছোট ও মাঝারি ওয়েবসাইট বানাতে এখন ম্যানুয়াল কোডিং এর বদলে সিএমএস ব্যবহার করা হয়।

ওয়েব প্রোগ্রামিং না ডিজাইন?

নিজে নিজে প্রোগ্রামিং শেখাটা একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। একটি প্রোগ্রামিং ভাষা শেখা থেকে শুরব করে তাতে পরিপূর্ণ দক্ষ হতে বছরখানেক সময় লেগে যেতে পারে। অন্যদিকে ওয়েবসাইট ডিজাইন তুলনামূলকভাবে ততটা সময়সাপেক্ষ নয়, ব্যক্তিভেদে তিন থেকে ছয় মাস সময় লাগতে পারে। আয়ের দিক থেকে ওয়েবসাইট প্রোগ্রামিং পরই ওয়েবসাইট ডিজাইনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়েবসাইট ডিজাইন শেখার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে ইন্টারনেটে এই বিষয়ে যে পরিমাণ টিউটোরিয়াল রয়েছে তা থেকে ঘরে বসে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টাতেই ডিজাইনিং শেখা সম্ভব। তবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে হাতে কলমে শিখলে অনেক দ্রুত শেখা যায় এবং ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা সহজেই বোঝা যায়।

কোথায় শিখবেন?

ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট যেহেতু ব্যাপক একটি বিষয়, তাই কিছু সময় নিয়ে এবং চিন্তা করে অগ্রসর হওয়া উচিত। উল্লেখ্য ইতোমধ্যে আমাদের দেশে অনেক প্রতিষ্ঠিত ফ্রিল্যান্সাররা অন্যদের সুযোগ করে দিতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিখিয়ে থাকেন। তাছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যকালীন শর্টকোর্সও হয়ে থাকে। আবার একটা কথা বলা যায়, যেহেতু প্রত্যেকটা জিনিস নিজস্ব সাধনার বিষয়, কোথাও থেকে ওয়েব ডিজাইনের উপর দু-তিন মাসের একটি কোর্স করে আপনি প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইনার হয়ে গেছেন, তা কিন্তু নয়। বরং বেসিক কমান্ড শেখার পর তার উপর বিভিন্ন প্রজেক্ট প্র্যাকটিস করার মাধ্যমেই প্রফেশনালি দক্ষ হওয়া সম্ভব। এছাড়া অনলাইনে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের ডিজাইন দেখে অনুরূপ ডিজাইন তৈরির চেষ্টা করতে হবে। ডেভসটিম ইনস্টিটিউট ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্টের ওপর আলাদা আলাদা কোর্স অফার করে, তাঁদের প্রশিক্ষণগুলোও দেখতে পারেন। তাঁদের প্রশিক্ষণগুলো মানসম্মত এবং রেকমেন্ডেড।

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

মার্কেটপ্লেসের বর্তমান চাহিদা

প্রথমেই বলে এসেছি ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেগুলোতে সব থেকে বেশি কাজ পাওয়া যায় ওয়েব ডেভেলাপমেন্টের। নিচে জনপ্রিয় কয়েকটি ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসে ওয়েব ডেভেলাপমেন্টের কাজের বর্তমান চাহিদা দেখানো হল:

ওডেস্ক: ফ্রিল্যান্সারদের আয়ের দিক থেকে সর্বাধিক জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেস ওডেস্ক এ বর্তমানে ওয়েব ডেভেলাপমেন্ট ক্যাটেগরিতে ওপেন জবের সংখ্যা প্রায় ১২ হাজারের উপরে। একমাসে শুধু পিএইচপির জব পোস্ট হয় গড়ে ৪ হাজার ৬১টি। এখন পর্যন্ত পিএইচপি'র জব পোস্ট হয়েছে ১ লাখ ৬৭ হাজার ৭৮৯ টি এবং রেজিস্ট্যার্ডকৃত পিএইচপি ডেভেলপারদের সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার। এখনও শুধু পিএইচপির জব পোস্ট ওপেন রয়েছে ২ হাজার ৯৫৪টি। পিএইচপি ছাড়া অন্যগুলোতো রইলই।

ইল্যান্স: বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেস ইল্যান্স এর প্রায় ৩৫ শতাংশ কাজ হচ্ছে ওয়েব ডেভেলাপমেন্ট'র। "The State of the Freelance Report"অনুযায়ী আগামী বছর ইল্যান্স'র ওয়েব প্রোগ্রামিং ক্যাটেগরিতে কাজ বাড়বে ৫০ শতাংশ এবং ওয়েব ডিজাইনিং ক্যাটেগরিতে কাজ বাড়বে ৪১ শতাংশ। অথচ ইল্যান্স এ রেজিস্ট্যার্ড ফ্রিল্যান্সারদের ২৫ শতাংশ ওয়েব প্রোগ্রামিং এবং ২০ শতাংশ ওয়েব ডিজাইনে জড়িত। তাছাড়া ফ্রিল্যান্সার ডটকম, গুরু ডটকম এবং অন্য বড় বড় মার্কেটপ্লেসগুলোর পোস্টকৃত কাজের প্রায় ৩০ শতাংশ বা তার উপরে ওয়েব ডেভেলাপমেন্টের কাজ রয়েছে।

এনভাটো মার্কেটপ্লেস: মূলত এই মার্কেটপ্লেস এ কোন কাজ না পেলেও আপনার বানানো সুন্দর সুন্দর পণ্য (ওয়েব টুলস) বিক্রি করতে পারেন। ভার্চুয়াল দোকানও বলা হয়ে থাকে এনভাটোর ওয়েব রিলেটেড পণ্যের মার্কেটপ্লেস মূলত ২টা, থিমফরেস্ট ও গ্রাফিকরিভার। থিমফরেস্টে বিক্রি করা হয় ওয়েব টেমপ্লেট এবং বিভিন্ন সিএমএস এর থিম, গ্রাফিক রিভারে বিক্রি করা হয় বিভিন্ন ওয়েব এলিমেন্ট। এই মার্কেটপ্লেসগুলোর নিয়ম অত্যন্ত পেশাদারি হওয়ায় এখানে অনেক কষ্ট করে একটা পণ্য স্থান পাওয়াতে হয়। যদি কেউ অন্তত দক্ষ হয় তবে তাকে থামাতে পারে না। থিমফরেস্টে ইউডিজাইন নামের একটি ওয়ার্ডপ্রেস থিম ৫০ ডলার দামে বিক্রি হয়েছে ২৩ হাজার ৬০ বার যার ৭০ শতাংশ ডেভলপার পেলে মোট আয় ৮ লাখ ৭ হাজার ১০০ ডলার। যদিও এত বেশি আমাদের প্রত্যাশা নয় তবুও আমাদের মেধা কাজে লাগিয়ে অন্তত-এর কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব।

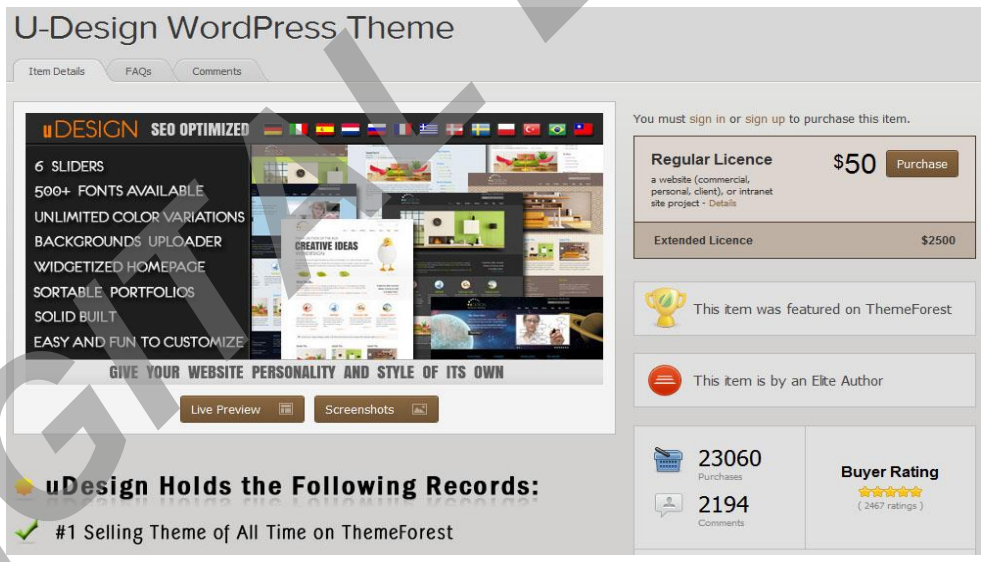

সবশেষে, রাস্তা আমাদের জন্য বানানো- যাত্রীও রেডি কিন্তু চালক আর গাড়ির অভাব। ডাটা এন্ট্রি আর পিটিসি বা ছোট ও সহজ স্কিলের কাজ না করে আমরা যদি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে ওয়েব ডেভলপমেন্টে অগ্রসর হই তবে শুধু টাকা রোজগার নয় একই সাথে দেশের সুনাম এবং নিজের সুনামও সম্ভব।

লেখকঃ ফ্রিল্যান্স ওয়েব ডেভেলপার, ওডেস্ক।

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

সাক্ষাৎকার

‘এ বছর ওডেস্কে ২৮ লাখ ঘন্টাকাজ করবে বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সাররা’

- ম্যাট কুপার

রাজধানীর গুলশানে এমানুয়েলস ব্যানকুয়েট হলে অনুষ্ঠিত কনট্রাক্টর অ্যাপ্রেসিয়েশন ডে উপলক্ষ্যে ঢাকায় এসেছিলেন ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস ওডেস্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট অব অপারেশনস ম্যাট কুপার। বাংলাদেশি সফল ফ্রিল্যান্সারদের স্বীকৃতি প্রদান, তাঁদের মতামত নেয়া এবং ওডেস্কের নতুন কিছু সুবিধা সম্পর্কে ফ্রিল্যান্সারদের অবহিত করা সহ বেশকিছু উদ্দেশ্য নিয়ে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছিল। ম্যাট কুপারের ঢাকা আসা উপলক্ষ্যে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন **ডেভসটিম লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আল-আমিন কবির**। সে সাক্ষাৎকারটি এখানে প্রকাশ করা হল।

১৪ এপ্রিল ২০১২, বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা। রাজধানীর ঢাকা রিজেন্সি হোটেলের লবিতে গিয়ে বসতে না বসতেই সেখানে এলেন ভিপি অব অপারেশনস ম্যাটকুপার এবং প্রতিষ্ঠানটির কনট্রাক্টর অ্যাপ্রেসিয়েশন ম্যানেজার মনিকা চুয়া। প্রথমে কথা হলো কনট্রাক্টর অ্যাপ্রেসিয়েশন ডে অনুষ্ঠান নিয়ে, জানতে চাইলাম অনুষ্ঠানটি আয়োজনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে।

‘আমাদের সাইটে সবাই অনলাইনে কাজ করে। একে অন্যের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ খুব কমই হয়ে থাকে। অনলাইনেই তাই ওডেস্ক সম্পর্কে এবং নিজের জীবন সম্পর্কে নানা আপডেট দেন আমাদের কনট্রাক্টররা (ফ্রিল্যান্সাররা)। জানুয়ারির প্রথম দিকে একজন ওডেস্ক গ্রাহক নিজের কাজ সম্পর্কে টুইটারে একটি আপডেট প্রকাশ করেন। অন্য ফ্রিল্যান্সাররা সেখানে জয়েন করেন এবং নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁদের এ আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতা শেয়ারিংয়ে কতটা আগ্রহী। সেখান থেকেই আমরা কনট্রাক্টর অ্যাপ্রেসিয়েশন ডে অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। এরপর অনলাইনে ভোটাভুটির আয়োজন করলে অধিকাংশ ফ্রিল্যান্সাররা ঢাকাতে এ দিবসটি পালনের দাবী জানান। আমরা ঢাকার পক্ষে ৫ হাজারেরও বেশি ভোট পেয়েছিলাম। আর এরপরেই মূলত আয়োজন’ জানালেন ম্যাট।

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

অনুষ্ঠানটি কেমন হল বলে মনে করেন? পাশ থেকে উত্তর দিলেন ওডেস্ক কনট্রাক্টর অ্যাপ্রেসিয়েশন ম্যানেজার মনিকা চুয়া। বাংলাদেশী কনট্রাক্টররা অসাধারণ এনার্জেটিক! সবাই আগ্রহের সঙ্গে আমাদের কথা শুনেছে, প্রশ্ন করেছে। তাদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আর আনন্দঘন এ উৎসব নিজেরাও বেশ উপভোগ করেছি!

কথা হল বৈশ্বিক ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং বাজার সম্পর্কে। ম্যাট কুপার জানালেন, 'অনলাইন কাজের এ বাজার নির্দিষ্ট কোন সীমারেখায় আটকে নেই, প্রতিনিয়তই এর পরিধি বাড়ছে। সম্প্রতি আমাদের সার্ভে থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, ৭ হাজারেরও বেশি গ্রাহক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে আমাদের সাইটের মাধ্যমে কাজ দিচ্ছে। এরমধ্যে ৭৬ শতাংশ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করানোর মানুসিকতা নিয়েই আমাদের সাইটে এসেছেন। মোট গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের ৮৭ শতাংশ মানুষ মনে করেন যে অনলাইনে দক্ষ কর্মীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া সাধারণ বিষয়ে পরিণত হবে।'

এ তো গেল বায়ার এবং ফ্রিল্যান্স কাজ করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মতামত। জানতে চাইলাম প্রথাগত কর্পোরেট চাকরির চেয়ে ফ্রিল্যান্সার হিসাবে কাজ করলে একজন দক্ষ কর্মী কোন সুবিধাগুলো বেশি পাচ্ছে? 'কর্পোরেট চাকরির চেয়ে অনেকভাবেই বেশি সুবিধা পাচ্ছেন ফ্রিল্যান্সাররা। নিজে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন, পাশাপাশি আয়ের বিষয় চিন্তা করলেও দেখা যায় তাঁরা কর্পোরেট চাকরির চেয়েও অনেক বেশি আয় করছেন। এছাড়া তাদের আয়ের হার কর্পোরেট চাকরির চেয়ে অনেক বেশি। ওডেস্কের সার্ভে অনুযায়ী, প্রথম বছর একজন ফ্রিল্যান্সার যে মূল্যে শ্রম দিয়ে থাকেন পরবর্তী বছর তা ৬০ শতাংশ বেড়ে যায়! প্রথম বছরে কেউ প্রতিঘন্টা ১০ ডলার মূল্যে কাজ করলেও পরবর্তী বছরে তার ন্যূনতম শ্রমমূল্য প্রতিঘন্টায় ১৬ ডলারে গিয়ে দাড়ায়। কোন কর্পোরেট অফিসেই বেতন এই হারে বৃদ্ধি সম্ভব নয়!'

বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা মার্কেটপ্লেসে কেমন কাজ করছে? 'আমরা বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের অসাধারণ অগ্রগতি লক্ষ্য করছি। ২০০৯ সালে ওডেস্কের মোট কাজের মাত্র ২ শতাংশ করতেন বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সাররা। মাত্র দুবছরে এ কাজের হার পৌছেছে ১২ শতাংশে। মার্কেটপ্লেসে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় স্থানে। এবছরের প্রথম প্রান্তিকেই বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সাররা ওডেস্কে ৭ লাখ ২০ হাজার ঘন্টা কাজ করেছেন। আগের বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের কাজের পরিমাণ ছিল সাড়ে চার লাখ ঘন্টা। বছরের শেষ প্রান্তিকে এটি দাঁড়ায় ছয় লাখ ঘন্টায়। প্রতি প্রান্তিকেই ১ লাখ ঘন্টা অতিরিক্ত যোগ হচ্ছে। আমরা বেশি কাজের পাশাপাশি বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের দক্ষতার ব্যাপারে ইতিবাচক উন্নয়ন লক্ষ্য করছি। বিশেষ করে

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

এসইও এবং ইন্টারনেট মার্কেটিং সংক্রান্ত কাজেই তাদের বেশি উন্নয়ন দেখা যাচ্ছে। আমরা প্রত্যাশা করছি এবছর বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সাররা মোট ২৮ লাখ ঘন্টা কাজ করবে!'

ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং সেক্টরে বাংলাদেশের এ অভাবনীয় উন্নয়নের গল্প শুনে বাংলাদেশি হিসাবে ততক্ষণে গর্ববোধ হচ্ছিল। জানতে চাইলাম বাংলাদেশিরা মূলত কোন কাজগুলো বেশি করে থাকে? 'ডাটা এন্ট্রি এবং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কাজ বেশি হয়ে থাকে। মোট কাজের ৪২ ভাগই এ বিভাগের। এছাড়া ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, ওয়েব ডিজাইন এবং ক্লায়েন্ট সাপোর্ট ছাড়াও সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সহ অন্যান্য কাজও করছেন বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সাররা।' বললেন ম্যাট-বিলিয়ন ডলারের এ মার্কেটপ্লেসের ১২ শতাংশ এখন আমাদের দখলে, এ পরিমাণটা আরও কিভাবে বাড়ানো যেতে পারে। ম্যাট জানালেন, 'দক্ষতার উন্নয়ন! ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত কাজে প্রকল্প ব্যয় বেশি হয়ে থাকে। বেশি ব্যায়ের এ প্রকল্পগুলো ইউরোপ এবং ভারতের দখলে। এধরণের কাজগুলোতে বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের আরও বেশি সম্পৃক্ত হতে হবে। এক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। দেখা যায় বাংলাদেশি একজন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার যেখানে প্রতি ঘন্টার জন্য ৩ থেকে ৫ ডলার মূল্যে কাজ করেন সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের একজন ওয়েব ডেভেলপার প্রতি ঘন্টার জন্য ৩০ থেকে ১০০ ডলার পর্যন্ত চার্জ করে থাকেন। কেবল তাঁর দক্ষতার কারণেই এত বিপুল পরিমাণ অর্থ তিনি চার্জ করতে পারছেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের জন্য আমাদের পরামর্শ তোমর দক্ষতা উন্নয়নে বেশি গুরুত্ব দাও।'

ম্যাটের এ ইন্টারভিউ যেদিন নিতে যাবো তাঁর আগের দিন অনুষ্ঠিত কনট্রাক্টর অ্যাপ্রেসিয়েশন ডে অনুষ্ঠানে কথা হয়েছিল বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ফ্রিল্যান্সার শাওন ভূইয়ার সঙ্গে। তিনি অভিযোগ জানিয়েছিলেন, ইল্যান্স ডটকম সহ বেশকিছু সাইটে ফ্রিল্যান্সারদের ন্যূনতম শ্রমমূল্য ৩ ডলার নির্দিষ্ট করা আছে। তবে ওডেস্কে সর্বনিব কোন শ্রমমূল্য নেই। এ কারণে নতুন অনেক ফ্রিল্যান্সার খুব কমমূল্যে সাইটটিতে কাজ করছেন। ইন্টারভিউয়ের সময় প্রসঙ্গটি তুলেছিলাম ম্যাটের কাছে। 'একজন ফ্রিল্যান্সার তাঁর দক্ষতা অনুযায়ী শ্রমমূল্য নির্ধারণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে উভয়পক্ষ সম্মত হলেই কাজ শুরু হয়। একজন ফ্রিল্যান্সার কম মূল্যে কাজ করবেন এটি তাই আমরা তাঁকেই নির্ধারণ করতে বলি। আপাতত আমাদের ন্যূনতম শ্রমমূল্য নির্ধারণের কোন পরিকল্পনা আমাদের নেই।' জানিয়েছিলেন ম্যাট।

ম্যাটের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন যে ঘন্টা পার হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। এবার ওঠার পালা, জিজ্ঞাসা করলাম আবার কবে বাংলাদেশে আসবে?হাসলেন ম্যাট। বললেন, কোন এক বৃষ্টির দিনে! আমরাও হাসলাম, শেষ করলাম সেদিনের দীর্ঘ ইন্টারভিউ পর্ব।

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

ফ্রিল্যান্সার থেকে উদ্যোক্তা!

মুনির হাসান

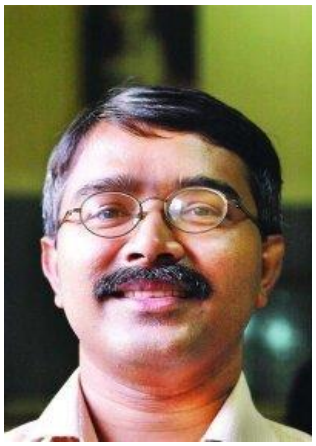

কর্মসংস্থানের নানান উপায় আছে। বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত এবং প্রচলিত কর্মসংস্থানের তালিকা করলে সেটি সহস্রাধিক হবে তা নিঃসন্দেহ। এর মধ্যে আত্বকর্মসংস্থানের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আত্বকর্মসংস্থানে উদ্যমী যদি তার নিজস্ব কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে না তোলে তাহলে অন্য অনেকেরই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় না। সে কারণে, যুগে যুগে বিশ্বজুড়ে উদ্যোক্তা তৈরির ব্যাপারে একটি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এমনও অনেক সময় হয় যে, আমরা অনেকেই নিজেদের কিছু কাজ অন্যদের দিয়ে করিয়ে নিতে ভালবাসি। সব সমাজেই এমনটি রয়েছে। এর মধ্যে কিছু থাকে একান্ত ব্যক্তিগত আর কিছু থাকে সামষ্টিক বা প্রাতিষ্ঠানিক। বাড়ি বানানোর জন্য আমরা রাজমিস্ত্রির শরণাপন্ন হই এবং তাকে কাজে লাগাই, এটি এককালীন একটি কাজ করিয়ে নেওয়া। আগেকার জমিদারবাড়িতে বাজার সরদার থাকতেন, তিনি জমিদারবাড়ির বাজার করতেন।

দেশে দেশে যখন আন্তঃসংযোগ এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি পেল তখন বাইরের মানুষ দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার এই সংস্কৃতিও বেশ বিকশিত হল। সেটি আর ব্যক্তি বা গোষ্ঠি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকলো না, ছড়িয়ে পড়লো দেশ থেকে দেশান্তরে। আর প্রনোদনা হলো- কয়েকটি শ্রমের মূল্য, শ্রমিকের প্রাপ্যতা এবং দক্ষতা। আজকে আমাদের দেশের গার্মেন্টস শিল্প এর বড় উদাহরণ। আমাদের দেশের নারী শ্রমিকরা প্রধানত ইউরোপ-আমেরিকার জন্য পোষাক তৈরি করেন।

বিশ্বের এই বহিঃউৎসায়ন বা আউটসোর্সিং-এর কাজের একটি অনুষঙ্গ হল যোগাযোগ। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার্থে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটি মুখ্য হয়ে উঠতে থাকে সব ধরনের কাজে। কোটেশন দেওয়া, ডিজাইন দাখিল করা, কার্যাদেশ পাওয়া ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ই-মেইল, ইন্টারনেট অথবা বলা ভাল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। ফলে প্রয়োজনের তাগিদেই বিকশিত হয় ইন্টারনেট। আর ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয় ইন্টারনেট ভিত্তিক নতুন এক বাণিজ্য ব্যবস্থা।

উদ্যোক্তা এখন তাঁর পণ্যের প্রচারের জন্য নির্ভর করে ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া সাইটের (যেমন: ফেইসবুক!) উপর। নিজের শো-রুমের পরিবর্তে ফেইসবুক পেইজই হয়ে ওঠে তাঁর গ্রাহক সেবা কেন্দ্র, কেনাবেচার ভার্চুয়াল বাজার। অন্যদিকে, বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আইসিটি নির্ভর কাজ তথা ওয়েবসাইট বানানো, সেটি হালনাগাদ করা, ইন্টারনেটে বিপণন করা ইত্যাদি কাজের জন্য নতুন নতুন ধারনা নিয়ে এগিয়ে আসা তরুণদের খুঁজতে থাকে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ আইসিটি সেবা নয়। ফলে, আইসিটি সেবার একটি বড় খাত গড়ে উঠেছে বিশ্বজুড়ে। ধারনা করা হয়, বিশ্বজুড়ে এই সেবা খাতের মোট বাণিজ্য চারশত বিলিয়ন ডলার।

আইসিটি ভিত্তিক এইসব কাজের বহু-বিভাজন সম্ভব বলে কেউ কেউ ইচ্ছে করলে কোন কাজের অংশ বিশেষ কিংবা সম্পূর্ণ কাজ একাই করতে পারে। আর পারে বলেই তাদের খুঁজে নেওয়ার লোকও তৈরি থাকে।

এভাবে গড়ে ওঠেছে আইটি কাজের ফ্রিল্যান্সিং-এর নতুন আবহ। ফ্রিল্যান্সিং বা মুক্ত পেশাজীবী সবসময় ছিল। কিন্তু ইন্টারনেটের কারণে ফ্রিল্যান্স আইটি পেশাজীবিরা এখন অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছে।

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

বাংলাদেশেও এখন তরুণ জনগোষ্ঠির একটি অংশ এই পেশাতে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছে। এই পেশার সবচেয়ে বড় গুণ হলো যোগ্যতা থাকলে কাজ পেতে কোন মামা-চাচার দরকার হয় না। নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। বিশ্বের প্রধান প্রধান মার্কেটপ্লেস যেমন ওডেস্ক, ফ্রিল্যান্সার, ইল্যান্স ইত্যাদিতে এখন লক্ষাধিক বাংলাদেশি নিবন্ধিত হয়েছে। এদের অনেকেই নিয়মিত কাজ করছেন। সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ৫০ বছর ধরে গড়ে ওঠা একটি ভারী শিল্প পরিবারের কর্মজীবীর সংখ্যা ৪৫ হাজার। সেই তুলনায় মুক্ত পেশাজীবীদের সংখ্যা বাড়ার হার খুবই আশাপ্রদ। এদের অনেকেই নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যদের কর্মসংস্থানেও সহায়তা করছেন। গত কয়েকবছর ধরে চলমান এই ফ্রিল্যান্স পেশাজীবিদের বিকাশের পরের স্তর কি? আজ অনেকেই এই প্রশ্ন করেন? তাঁরা কি আজীবনই ফ্রিল্যান্সার হিসাবে কাজ করে যাবেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমরা একজন ফ্রিল্যান্সারের দক্ষতাগুলো বিবেচনা করতে পারি। একজন সফল ফ্রিল্যান্সারের রয়েছে চমৎকার যোগাযোগ দক্ষতা। তিনি তাঁর ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাঁকে কনভিন্স করেন, তাঁর কাজ করেন এবং অর্থ উপার্জন করেন সেহেতু তার যোগাযোগ ক্ষমতা নিয়ে আর কোন প্রশ্ন তোলার দরকার নেই বলে মনে করি। আবার তিনি তাঁর কাজটি সম্পাদন করতে পারেন, কাজেই ঐ কাজ সম্পাদনে তাঁর কারিগরি দক্ষতাও প্রশ্নাতীত।

একজন ফ্রিল্যান্সারের যে গুন ইতোমধ্যে রয়েছে, ঠিক এই গুনগুলোই দরকার একজন ব্যক্তির উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার জন্য অথবা বলা ভাল তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য। নিজের প্রতিষ্ঠান গড়তে দরকার অদম্য ইচ্ছা, একাগ্রতা, লেগে থাকার গুন, দলের সদস্য নির্বাচনের বুদ্ধি এবং পুঁজি। আমি পুঁজিরকথাটা সবার শেষে লিখেছি কারণ পুঁজি যোগাড়টা এই সবকিছুর মধ্যে সহজতম। আর ফ্রিল্যান্সাররা যদি শুরু থেকে সঞ্চয়ী মনোভাবে আগায় তাহলে তাঁদের পক্ষে পুঁজি যোগাড় করা কোন কঠিন কাজ নয়। আর বাকি গুনগুলোতো তার আছেই।

তাহলে ফ্রিল্যান্সার থেকে উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে তার পদক্ষেপগুলো কি হবে?

বাজার বোঝা: প্রথমত নিজের কাজের ক্ষেত্র এবং বাজার সম্পর্কে একটি ধারণা থাকতে হবে। এই জন্য ফ্রিল্যান্সিং-এ নিজের কাজের পেছনে সময় দেওয়ার বাইরেও কিছু বাড়তি সময় হাতে রাখতে হবে। এই সময়টা ব্যয় করতে হবে বাজারের চাহিদা বিশ্লেষণে।

DIGITAL BOI GHOR

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

যোগাযোগ দক্ষতার উন্নয়ন এবং গ্রাহক ধরে রাখার গুন: যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। যেহেতু, এই ক্ষেত্রের বেশিরভাগ কাজ বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষায় করতে হয়, কাজে সেই ভাষা আয়ত্ব করতে হবে, তবে সেটি কেবল ব্যকরণ বিষয় নয়, দরকার সংস্কৃতির ব্যাপারটাও বোঝা। একজন জাপানী ক্রেতার আচরণের সঙ্গে দক্ষিণ-আমেরিকার একজন ক্রেতার পার্থক্য বুঝতে পারাটা জরুরী।

নিজের পণ্য বা সেবা: নিজের বিশেষায়িত পণ্য বা সেবার উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া। কোন পণ্য বা সেবা মানসম্মত না হলে কেউ কিন্তু সেই সেবাটি কিনতে আসবে না। আর ক্রেতা নেই মানে ব্যবসায়িকভাবে সফলতার সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

দল নির্বাচনে খোঁজ খবর নেওয়া: এক্ষেত্রে কেবল কারিগরি দক্ষতার ভিত্তিতে দল নির্বাচন না করে আর্থিক, বিপনন প্রভৃতি দক্ষতায় কর্মী বাছাইয়ের ব্যাপারটা মাথায় রাখা।

উপরের কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখলে একজন ফ্রিল্যান্সার অনায়াসে একজন উদ্যোক্তা পরিণত হতে পারেন। সারাজীবন একজন ফ্রিল্যান্সার হিসাবেই আপনাকে জীবন পার করে দিতে হবে এমনটি নয়। আপনার উদ্ভাবনী ক্ষমতা দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলতে পারেন। এতে করে আপনার নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ আসবে।

ফ্রিল্যান্সার থেকে যারা উদ্যোক্তা হবেন তাঁদের সবার সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়াল নেগেটিভ হোক।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন)

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

মার্কেটপ্লেসগুলোতে যে কাজ প্রতিদিনই বাড়ছে!

সারওয়ার জামান চন্দন

মার্কেটপ্লেসগুলোতে বিভিন্ন ধরণের কাজ পাওয়া যায়। আজকে যে কাজের বাজার রমরমা কালকে সেটি আর পাওয়া নাও থাকতে পারে। এজন্য কাজের ট্রেন্ড দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ আপনি কোন কাজটি শিখবেন এবং কি নিয়ে আপনার ক্যারিয়ার গড়তে চান। কাজের ট্রেন্ড বোঝানোর জন্য আমি কয়েকটি ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসের ডাটা বিশ্লেষণ করেছি। আশাকরি এই লেখাটি থেকে আপনি কাজের ট্রেন্ড অনুয়ায়ী পছন্দের ক্ষেত্রটি বেছে নিতে পারবেন।

লেখাটিতে আমি ক্রমবর্ধমাণ কয়েকটি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করেছি। তবে সে আলোচনায় যাওয়ার আগে চলুন দেখে নেই ২০১২ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে ফ্রিল্যান্সার ডটকমে ক্রমবর্ধমাণ ৫০টি কাজ:

অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপিব্লকেশন: স্মার্টফোনের পূর্ণ স্বাদ আসে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে। এটি জীবনকে অনেকটা সহজ করে দেয়, মজার করে তোলে। স্মার্টফোনের ব্যবহার তাই যত বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে অ্যাপ্লিকেশনের বাজারও। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামীর আইটি বাজার হবে মোবাইল ডিভাইস এবং স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশন বাজার নির্ভর। প্রতি প্রান্তিকেই স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশনের বাজার বাড়ছে ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে। তথ্যানুযায়ী, তৃতীয় প্রান্তিকে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের চাহিদা বেড়েছে ৮ শতাংশ (কাজের সংখ্যা ৫ হাজার ৫০৯ টি)। বিশেষজ্ঞরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং সামনের বছরগুলোতে জ্যামিতিক হারে বাড়বে।

ওয়েব ডেভেলপমেন্ট: ওয়েব সাইট তৈরীতে প্রাথমিকভাবে আমরা ক্লায়েন্ট সাইড কোডিং হিসেবে এইচটিএমএল, সিএসএস, জেকোয়ারি, অ্যাজাক্স ব্যবহার করে থাকি আর সার্ভার সাইড কোডিং এর জন্য পিএইচপি, এএসপি, জাভা, পাইথন বা রুবি ব্যবহার করে থাকি। আর তথ্য সংরক্ষণের জন্য অবশ্যই ডাটাবেস তো থাকছেই। জনপ্রিয় ডাটাবেসগুলোর মধ্যে রয়েছে মাইক্রোসফটের এসকিউএল সার্ভার, মাইএসকিউএল, ওরাকল, এসকিউএল লাইট এবং মনগোডিবি। মার্কেটপ্লেসগুলোতে ওয়েব উন্নয়নের জন্য ক্লায়েন্ট/সার্ভার সাইড এবং ডাটাবেস মিলিয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রচুর কাজ পাওয়া যায়। ওয়েব ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি ই-কর্মাস, ইউআই ডিজাইন, ওয়েব প্রোগ্রামিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, বাগ ফিক্সিংয়েরও অনেক কাজ পাওয়া যায়। প্রতিদিন চাহিদা বেড়ে চলেছে এমন কিছু পরিসংখ্যান দিই- তৃতীয় প্রান্তিকে এইচটিএমএল ৫ এর কাজের সংখ্যা বেড়েছে ৪৪ শতাংশ (৩০৩৮ টি কাজের হিসেবে), জেকোয়ারি- জাভাস্ক্রিপ্টের একটি লাইব্রেরী যার কাজের পরিমাণ

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

বেড়েছে ৩২শতাংশ (২৯৭২ টি কাজের হিসেবে), জেন্ড এ পিএইচপি'র কাজ বেড়েছে ১৯ শতাংশ (৩৫,০৬১ টি কাজের হিসেবে)। সিএসএস আর মাইএসকিউএল বরাবরের মতই শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে, যেগুলোতে কাজের পরিমাণ যথাক্রমে ১৯ শতাংশ এবং ১৮ শতাংশ, ৭০৯৯ এবং ১১০০৭ টি কাজের হিসেবে।

ইন্টারনেট মার্কেটিং - ইন্টারনেটে বাজারজাতকরণের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, ইমেইল মার্কেটিং, সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং, মোবাইল মার্কেটিং, ব্যানার মার্কেটিং, ফোরামে আলোচনা, অনলাইন প্রেস রিলিজ, ব্লগ মার্কেটিং বাজারজাতকরণের অন্যতম পরীক্ষিত উপায়। ইন্টারনেট মার্কেটিংয়ের কাজের পরিমান বেড়েছে। ১৫,৪৭৫ টি কাজের ভিত্তিতে এই হার ১২ শতাংশ। সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এর বর্ধণশীলতার হার ১২ শতাংশ, ১০৫০৯ টি কাজের হিসাবে। লিংক বিল্ডিংয়ের কাজ বেড়েছে ৮ শতাংশ, যেখানে কাজের সংখ্যা ৭০৬৮ টি।

গ্রাফিক্স ডিজাইন - তৃতীয় প্রান্তিকে গ্রাফিক্স ডিজাইনে কাজের পরিমান বেড়েছে ২১% (২৭২২১ টি কাজের ভিত্তিতে) আর লোগো ডিজাইনে বেড়েছে ২১% (৬৯৪০ টি কাজের ভিত্তিতে)।

প্রুফরিডিং - প্রুফরিডিং এর কাজ হচ্ছে কোন লেখা প্রকাশের পূর্বে সর্বশেষ পরিমার্জন পরিবর্ধণ করা। একজন প্রুফরিডার বিভিন্ন বিষয়ের উপর কাজ করতে পারেন। বই, বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক লেখা, ডকুমেন্টেশন, অনুবাদ, ওয়েবসাইট কনটেন্ট - এসব বিভাগ একজন প্রুফরিডারের কাজের ক্ষেত্র হতে পারে। বিভিন্ন ছাপানো / অনলাইন পত্রিকা, প্রকাশনা, প্রকাশনা সংস্থায় প্রচুর প্রুফরিডারের চাহিদা রয়েছে। চাহিদার ভিত্তিতে ১৭৩০ টি কাজের হিসাবে প্রুফরিডিং কাজ বেড়েছে ২৬ শতাংশ।

ডাটা এন্ট্রি - কাগজবিহীন সবুজ অফিসের কারণে বিভিন্ন অফিসগুলো তাদের কাগজের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক তথ্যাগার তৈরী করায় ডাটা এন্ট্রির চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। এই প্রান্তিকে ৬৯৩২ টি কাজে ১৪১% হারই সেটা প্রমাণ করে।

তথ্যসুত্র: ফ্রিল্যান্সার ডট কম প্রকাশিত তৃতীয় প্রান্তিকের প্রতিবেদন এবং ওডেস্ক ট্রেন্ডস

লেখক: প্রফেশনাল ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার প্রজেক্ট ম্যানেজার- ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ডেভসটিম লিমিটেড।

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার গ্রহন করছেন ডেভসটিমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আল-আমিন কবির।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আআমস আরেফিন সিদ্দিক এর কাছ থেকে সম্মননা পুরস্কার নিচ্ছেন ডেভসটিমের কর্মকর্তারা। সেখানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্যামসাংয়ের বাংলাদেশ প্রধান সি এস মুন।

ক্রাউডসোর্সিং মার্কেটপ্লেস ফ্রিল্যান্সার ডটকম আয়োজিত এসইও এবং কনটেন্ট প্রতিওযাগিতায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ডেভসটিমকে সংবর্ধনা দেয় বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন)। ডেভসটিম সদস্যদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান।

DevsTeam Institute

ডেভসটিম লিমিটেডের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

DIGITAL BOI GHOR

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

কাজের ক্ষেত্র যখন অফুরন্ত!

ইউনুস হোসেন

ওয়ার্ডপ্রেস হচ্ছে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিএমএস)। এটি সার্ভার সাইড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ পিএইচপি এবং মাইএসকিউএল ডাটাবেজ দিয়ে তৈরি। এটি একটি ওপেনসোর্স ব্লগিং সফটওয়্যার যা ফ্রিতে ব্যবহার করা যায়। ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করে খুব সহজেই মাত্র কয়েক মিনিটে একটি ওয়েব সাইট তৈরি করা যায়, এমনকি কোন প্রকার টেকনিক্যাল জ্ঞান ছাড়াই! আর এ কারণেই বিশ্বব্যাপী ওয়ার্ডপ্রেসের এত জনপ্রিয়তা।

কেন ওয়ার্ডপ্রেস?

সবাই চায় সে যেন তার ওয়েবসাইটের কনটেন্টগুলোকে খুব সহজেই ম্যানেজ করতে পারে। সেজন্য প্রয়োজন কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করা অনেক ব্যয়বহুল। এক্ষেত্রে খরচ বাঁচানোর জন্য অনেকে ফ্রি সিএমএস ব্যবহার করে থাকে, আর এক্ষেত্রে ওয়ার্ডপ্রেসই থাকে সবার প্রথম পছন্দ। সিএমএসগুলোর মধ্যে ওয়ার্ডপ্রেসের এত জনপ্রিয়তার কয়েকটি কারণ হল- এর ব্যবহারকারী বান্ধব ইন্টারফেস, খুব সহজেই কোন ফিচার যোগ করতে পারার সুবিধা এবং সার্চ ইঞ্জিন বান্ধব স্ট্রাকচার। ওয়ার্ডপ্রেস প্রথমে ব্লগিং সফটওয়্যার হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও, বর্তমানে পোর্টফোলিও সাইট থেকে শুরু করে কর্পোরেট, অনলাইন সংবাদপত্র, সোশ্যাল মিডিয়া, ইকমার্স সাইট পর্যন্ত ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। ওয়ার্ডপ্রেস এর হাজার হাজার ফ্রি থিম এবং প্লাগইন এই কাজটিকে আরও সহজ করে দিয়েছে!

কারা ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করে?

ইন্টারনেটে জনপ্রিয় ১০ লাখ ওয়েবসাইটের ১৬.৭ ভাগ ওয়েবসাইট ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে তৈরি। যেসব ওয়েবসাইট কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে থাকে তার শতকরা ৫৫.১ ভাগ ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করে থাকে। অন্য এক সমীক্ষায় জানা গেছে, প্রতিদিন ১ লাখের বেশি ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করা হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমস এর বগ ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে তৈরি। তাছাড়া জনপ্রিয় সংবাদ সংস্থা সিএনএন, রয়টার্স, ফোর্বস, সোশ্যাল মিডিয়া নিউজ ব্লগ ম্যাশেবল এর ওয়েবসাইট ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে তৈরি।

ওয়ার্ডপ্রেস থিম কি?

ওয়ার্ডপ্রেস থিম হল কতগুলো ফাইলের সমষ্টি যা ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের ডিজাইন এবং স্ট্রাকচার নির্ধারন করে। যেমন: একটি ওয়ার্ডপ্রেস সাইট দেখতে কেমন হবে তা ঐ সাইটের থিমের উপর নির্ভর করে। ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডিরেক্টরিতে হাজার হাজার ফ্রি থিম পাওয়া যায়।

তবে সবাই চায় তার নিজের কিংবা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটটি ইউনিক এবং চমৎকার ডিজাইনের হোক। এই কারণেই কেউ কেউ প্রিমিয়াম থিম কিনে নেয়, আবার অনেকেই চায় নিজের চাহিদা এবং পছন্দ অনুযায়ী ডিজাইন। কেউ কেউ আবার ওয়ার্ডপ্রেস প্রিমিয়াম থিম কিনে নিয়ে সেটিকে কাস্টোমাইজ করে নেয়। এভাবেই তৈরি হয় ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট বা কাস্টোমাইজেশনের কাজের ক্ষেত্র এবং যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্টের চাহিদা

ওয়ার্ডপ্রেসের ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপারদের কাজের পরিধি। এক সমীক্ষায় জানা গেছে, ওয়ার্ডপ্রেস এর ব্যবহারকারীদের শতকরা ৩৫ ভাগ প্রিমিয়াম থিম অথবা নিজের কাস্টোমাইজ করা থিম ব্যবহার

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

করে থাকেন। আর প্রতিদিন ১ লাখ নতুন ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে। এখানে ৩৫ শতাংশ প্রিমিয়াম ব্যবহারকারী ধরলে প্রতিদিন নতুন নতুন গ্রাহক তৈরি হচ্ছে ৩৫ হাজার। বছরে নতুন গ্রাহক হচ্ছে ১ কোটি ২৭ লাখ। আর প্রচুর ব্যবহারকারী যেহেতু নিজেদের মত করে ডিজাইন তৈরি করে নেন তাই এক্ষেত্রে ওয়ার্ডপ্রেস কাস্টোমাইজেশনের কাজের ক্ষেত্রও ব্যাপক। পাশাপাশি প্লাগইন ডেভেলপমেন্ট সেক্টরেও ব্যাপক কাজের সুবিধা রয়েছে।

ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপারের আয়

ছোট এবং মাঝারি ব্যবসা থেকে শুরু করে বড় বড় কর্পোরেট এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোও এখন ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস দিয়ে নিজেদের ওয়েবসাইট তৈরি করছে। আর এ কারণেই ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপারদের চাহিদা বাড়ছে হু হু করে! বাংলাদেশি অনেক ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার রয়েছেন যারা ফ্রিল্যান্সার এবং ওডেস্ক সহ বিভিন্ন মার্কেটপ্লেসে ঘন্টায় ৩০ থেকে ৪০ ডলার রেটে কাজ করে থাকেন। একজন ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার কাজ শুরু করতে পারেন ন্যূনতম ১০ থেকে ১২ ডলার প্রতি ঘন্টা রেটে। অর্থ্যাৎ দিনে যদি কেউ ৮ ঘন্টা কাজ করেন তবে একজন ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপারের প্রাথমিক আয় শুরু হবে প্রতি দিন ৮০ থেকে ১০০ ডলার, মাসে ৩ হাজার ডলার। আর এক্ষেত্রে আয়ের কোন লিমিটেশন নেই বললেই চলে, স্কাই ইজ দ্যা লিমিট বসেস!! প্রাথমিক পর্যায়ে আমি নিজে যখন মার্কেটপ্লেসে ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপমেন্টের কাজ শুরু করেছিলাম তখন প্রতি ঘন্টার চার্জ ছিল ১৫ থেকে ২০ ডলার। এখন সেটি বেড়ে দাড়িয়েছে প্রতি ঘন্টা ৩৫ ডলারে!

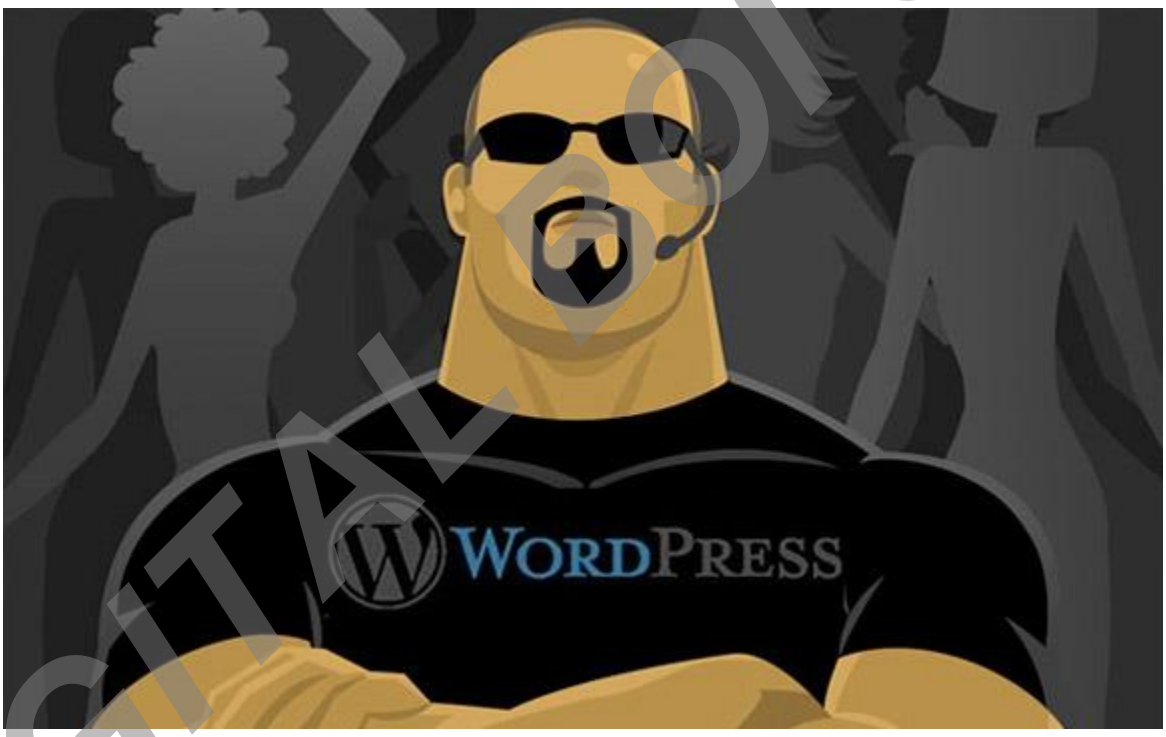

এ তো গেল ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোর কথা, আবার একজন ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার চাইলে ফ্রিল্যান্স কাজ না করেও নিজস্ব ওয়ার্ডপ্রেস প্রোডাক্ট তৈরি করেও বিশাল আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে পারেন। যেমন- ওয়ার্ডপ্রেস থিম তৈরি করেও সেগুলো বিক্রি করতে পারেন বিভিন্ন থিম মার্কেটপ্লেসে। থিম বিক্রির জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেস থিমফরেস্টের কর্পোরেট ক্যাটেগরির সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া থিমগুলোই একবার দেখুন, কি পরিমাণ রেভিনিউ এসেছে একেকটা থিম থেকে!! ইউ ডিজাইন নামে একটি থিম রয়েছে থিমফরেস্টে, যেটি বিক্রি হয়েছে ৮ কোটি টাকা!! এখনও প্রতিদিনই বিক্রি হচ্ছে এ থিমটি। এর পরের থিমগুলোও বিক্রি হয়েছে ৬ কোটি টাকা-৭ কোটি টাকা!! চিন্তা করে দেখুন একবার, এক থিম ডেভেলপ করে ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপাররা কি পরিমাণ টাকা ঘরে নিচ্ছেন। থিম বিক্রির এ মার্কেটপ্লেসে থিম বিক্রির গড় হার ১০ লাখ টাকা করে। অর্থাৎ সময় এবং নিজের

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

ক্রিয়েটিভিটিকে কাজে লাগিয়ে থিম তৈরি করেও বিপুল পরিমাণ আয় করার সুযোগ রয়েছে। বিপুল পরিমাণ এ অর্থের একটা অংশ আসতে পারে নিজের ঘরেও!

কেবল প্রোডাক্ট কিংবা ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ারই নয়, কর্পোরেট এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোতেও এখন ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপারদের চাহিদা অনেক। বিদেশি কোম্পানিগুলোতে ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপারদের প্রচুর চাহিদা, আর এখন বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপারদের চাকুরির সুযোগ বাড়ছে।

ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপমেন্ট এখন এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে কাজের আসলে কোন অভাব নেই। বিশাল এই কাজের ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য কেবল প্রয়োজন দক্ষতা। আপনার যদি মনোবল আর ইচ্ছা থাকে, তবে এই দক্ষতা অর্জন কোন ব্যাপারই নয়।

যা জানতে হবে

ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করার জন্য প্রথমে পিএইচপি কোডিং জানতে হবে। সেই সঙ্গে এইচটিএমএল, সিএসএস এবং জাভাস্ক্রিপ্ট জানার প্রয়োজন পড়বে। আর কেবল ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টোমাইজেশনের জন্য এইচটিএমএল, সিএসএস এবং ওয়ার্ডপ্রেস ফ্রেমওয়ার্কেরও ব্যবহার জানা থাকলেই চলবে। নতুন কেউ ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপমেন্টে এসে ভালভাবে শিখতে সময় লাগবে ২ থেকে ৬ মাস। তবে দেড় থেকে ২ মাসের মধ্যেই ওয়ার্ডপ্রেস কাস্টোমাইজেশন শেখা যায়। আর কাজ করতে করতেই যাওয়া যায় অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত। ইন্টারনেটে ওয়ার্ডপ্রেসের বিভিন্ন টিউটোরিয়াল এবং ভিডিও পাওয়া যায়। যেগুলো দেখে অনেক কিছু শেখার সুযোগ রয়েছে। আর বাংলাদেশে একমাত্র ডেভসটিম ইনস্টিটিউট ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট নামে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। এ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েও হাতে কলমে ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট শেখার সুযোগ রয়েছে।

ওয়ার্ডপ্রেসের ব্যবহারকারি যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে কাজের সুযোগও। যাঁরা প্রফেশনাল ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার হতে চান তাঁদের জন্য অগ্রিম শুভ কামনা।

লেখক: প্রধান কারিগরি কর্মকর্তা, ডেভসটিম লিমিটেড
এবং টিম লিড, থিমেভার

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

ইমেইল মার্কেটার হিসাবে ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার

নাজমুল হক পলাশ

আধুনিক বিশ্বে মার্কেটিংয়ের বড় অংশ ইন্টারনেট মার্কেটিং। আর এই ইন্টারনেট মার্কেটিং এর একটি শক্তিশালী মার্কেটিং পদ্ধতি হচ্ছে ইমেইল মার্কেটিং বা ডাইরেক্ট মার্কেটিং তথা সরাসরি বিপণন ব্যবস্থা। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রতিদিন দেশ-বিদেশের হাজার হাজার কোম্পানি তাদের পণ্য বা সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। বাড়ছে বিক্রয়ের পরিমাণ, সম্প্রসারিত হচ্ছে সুনাম ও খ্যাতি। ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোতেও দিন দিন বাড়ছে ইমেইল মার্কেটিং-এর কাজ। আর এ হিসাবে ফ্রিল্যান্সার হতে চাওয়া তরুণ-তরুণীদের অন্যতম পছন্দ হতে পারে এ ক্ষেত্রটি।

মার্কেটপ্লেসগুলোর তথ্যানুযায়ী, ইমেইল মার্কেটিং ক্ষেত্রটিতে একজন ফ্রিলান্সার মাসে ৫০ হাজার টাকা থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারেন। ক্ষেত্রবিশেষ এই আয় কয়েক হাজার ডলার পর্যন্ত হতে পারে। প্রয়োজন শুধু কঠোর পরিশ্রম, সততা, নিষ্ঠা এবং ধৈর্য। বর্তমানে বাংলাদেশে এই ক্ষেত্রটি খুব বেশি জনপ্রিয়তা না পেলেও দিন দিন ইমেইল মার্কেটিংয়ের ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা বাড়ছেই। আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারত ইমেইল মার্কেটিং-এ অনেক ভাল অবস্থানে আছে। শুধুমাত্র সঠিক নির্দেশনা পেলে ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসে ইমেইল মার্কেটিংয়ের কাজ করে প্রচুর অর্থ আয় করা সম্ভব।

ইমেইল মার্কেটিং কি এবং কেন

ইমেইল মার্কেটিং বা সরাসরি বিপণন ব্যবস্থা হল মার্কেটিং-এর এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সরাসরি কাস্টমারের ইমেইলে কোন পণ্য বা সেবার বিবরণসহ পণ্য সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যাবলী প্রেরণ করা হয়, ফলে কোন কাস্টমার ওই পণ্য বা সেবা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাগুলো ইমেইলের ইনবক্সেই পেয়ে যান এবং তিনি পণ্যটি কিনতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। অনেকের ধারণা ইমেইল মার্কেটিং শুধুমাত্র মানুষের কাছে স্প্যাম মেসেজ পৌঁছানো কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এটি হচ্ছে কোন প্রতিষ্ঠানের পূর্বতন এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদেরকে কোন পণ্য বা সেবা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা। উইকিপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী, শুধুমাত্র আমেরিকাতে ২০১১ সালে ১.৫১ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয় ইমেইল মার্কেটিংয়ের জন্য, যেটা বর্তমানে ২.৪৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। আরেকটি মজার তথ্য আছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে যত বিক্রি হয় তার ২৪ শতাংশই ইমেইল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করার জন্য ইমেইল মার্কেটিং অনেক মার্কেটারের কাছে জনপ্রিয় পদ্ধতি। শুধুমাত্র ইমেইল মার্কেটিং রপ্ত করে বিভিন্ন অ্যাফেলিয়েট নেটওয়ার্ক থেকে (যেমন: Clickbank, Commission Junction, Plimus,One Network Direct) অ্যাফিলিয়েশনের প্রোডাক্ট সংগ্রহ করে ইমেইল মার্কেটিং-এর মাধ্যমে ক্যাম্পেইন করে প্রতি মাসে ৫০০ ডলার থেকে শুরু করে ২০ হাজার ডলার বা তারও বেশি আয় করছে অনেক মার্কেটার।

মজার ব্যাপার হল, ইমেইল মার্কেটিংয়ের মত এই শক্তিশালী টুলসের ব্যবহার জানা অত্যন্ত সহজ এবং স্বল্পমেধা সাপেক্ষ। যেকেউ ঘরে বসেই ইমেইল মার্কেটিংয়ের সব কাজ করতে পারেন, এর জন্য আলাদা কোন অফিস নেওয়ার প্রয়োজন নেই। নেই কোন অতিরিক্ত হার্ডওয়্যার কেনার ঝামেলাও।

ইমেইল মার্কেটিংয়ের গুরুত্ব

নিশ্চয়ই আপনার অনলাইনে কেনাকাটার জন্য কিছু প্রিয় ওয়েবসাইট আছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধরুন বই কেনার জন্য আপনার Rokomari.com এমন একটি প্রিয় ওয়েবসাইট। কিন্তু আপনি এই সাইটে প্রতিদিন ভিজিট করছেন না। তাহলে

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

সাইটে যদি কোন নতুন বই আসে কিংবা ডিসকাউন্ট অথবা অফার আসে তাহলে আপনি তা মিস করছেন। আর অপরদিকে Rokomari.com আপনার মত একজন সম্ভাব্য ক্রেতা হারাচ্ছে।

তাঁরা ইমেইল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে যদি আপনাকে বইটি সম্পর্কে অবগত রাখত, তাহলে তাঁদের অনেক বই আপনি কিনতে পারতেন অথবা আপনার পরিচিত কাউকে রেকমেন্ড করতে পারতেন। অপরদিকে রকমারি ইমেইল মার্কেটিং করলে তার গ্রাহকদের সঙ্গেঁও একটি সম্পর্ক বজায় থাকবে, বিক্রয়ের পরিমাণও আরো বেড়ে যাবে। কারণ একটি ওয়েবসাইটে একজন ব্যবহারকারি এক সপ্তাহে যতবার না ভিজিট করে তার চেয়ে ইমেইল বেশি ইনবক্স চেক করে।

আপনি একজন ব্লগার, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার, ই-কমার্স উদ্যোক্তা, সার্ভিস প্রোভাইডার অথবা ফ্রিল্যান্সার যাই হোন না কেন, গ্রাহককে আপনার পণ্য সম্পর্কে জানাতেই হবে। আর এই প্রমোশনের অন্যতম সহজ ও শক্তিশালী মাধ্যম হল ইমেইল মার্কেটিং।

ইমেইল মার্কেটিংয়ে ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার

একজন ইমেইল মার্কেটার ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে দু'ভাবে কাজ করতে পারে। ১. ঘন্টা হিসেবে এবং ২. নির্ধারিত মূল্যে। আর এখানে পার্ট টাইম এবং ফুল টাইম কাজ করারও সুযোগ আছে। দক্ষ ইমেইল মার্কেটার হতে পারলে কাজের অভাব নেই। অনলাইন মার্কেটপ্লেসে সাধারণত ইমেইল মার্কেটিংয়ের যে কাজগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে টেমপ্লেট ডিজাইনিং, ইমেইল নিউজলেটার তৈরি, ইমেইল প্লাটফর্ম যেমন: Mailchimp, Aweber, iContact, Constant Contact, Get Response ইত্যাদি মেইনটেইনেন্স, সাপ্তাহিক বা মাসিক নিউজলেটার পাঠানো, বিজনেস প্রোপোজাল লেটার ডিজাইন ও ইমেইল কনটেন্ট রাইটিং উল্লেখযোগ্য। এছাড়া Bulk Email, Server Setup, SMTP Server issue ইত্যাদি কাজও পাওয়া যায়। তবে কেউ যদি সবকিছু না শিখে শুধু ডিজাইনিং দক্ষতাকে কাজে লাগায় তবে মাসে হাজার ডলারের বেশি আয় করা সম্ভব।

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

একজন ফ্রিল্যান্স ইমেইল মার্কেটারের আয়

ইমেইল মার্কেটিং এর পরিধি ব্যাপক। অ্যাফিলিয়েশন থেকে শুরু করে নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানে সার্ভিস প্রদান করে এবং ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে কাজ করে হাজার হাজার ডলার আয় করছে অনেক ইমেইল মার্কেটার। এই ক্ষেত্রটিতে সৃজনশীল তরুণ-তরুণীরা খুব দ্রুত ভালো কিছু করতে পারে। ইমেইল মার্কেটিং কে ক্রিয়েটিভ সেক্টরও বলা চলে। আপনি আপনার ক্রেতাদের কাছে পণ্যকে কিভাবে উপস্থাপন করবেন, তা নিতান্তই আপনার উপর। তবে আপনি যত সৃজনশীল উপায়ে পণ্যকে উপস্থাপন করতে পারবেন আপনার বিক্রিও তত বেশি হবে।

বর্তমানে ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস ওডেস্কে যত কাজ রয়েছে তার ১৫ শতাংশই ইমেইল মার্কেটিংয়ের কাজ। ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসে সাধারণত ইমেইল মার্কেটিংয়ের কাজে প্রতি ঘন্টায় ৮ থেকে ১০ ডলার পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে নতুনরা ৪ থেকে ৫ ডলার পেয়ে থাকে। এছাড়াও নির্ধারিত মূল্যে কাষ্টম ইমেইল টেমপ্লেট ডিজাইনিং ও বাল্ক মেইল পাঠানোর কাজ রয়েছে। সর্বসাকুল্যে একজন সাধারণ ইমেইল মার্কেটার মাসিক ৩০ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ টাকা আয় করতে পারে।

আপনি যদি ইংরেজি, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং বেসিক এবং এইচটিএমএল জানেন তবে ইমেইল মার্কেটিং শেখা শুরু করে করতে পারেন। ই-মেইল মার্কেটিংয়ে এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো খুব কঠিন কিছু নয়। মাত্র ১ মাসের ট্রেনিং নিয়েই এ ধরণের কাজ করা সম্ভব। ইন্টারনেট থেকেই ই-মেইল মার্কেটিং সংক্রান্ত অনেক রিসোর্স পাওয়া যায়, তবে এর সঙ্গে যেহেতু অনেক কারিগরি বিষয় জড়িত তাই ইন্টারনেট থেকে শিখতে একটু বেশি সময় ব্যয় হয়। অল্প সময়ের মধ্যে শিখতে চাইলে কোন প্রফেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিতে পারেন। আর এক্ষেত্রে ডেভসটিম ইনস্টিটিউটের যে প্রফেশনাল ইমেইল মার্কেটিং প্রশিক্ষণ রয়েছে সেটি অবশ্যই মানসম্মত। বর্তমানে আমি নিজে এই প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করছি। ডেভসটিম ইন্সটিটিউট ই-মেইল মার্কেটিং-এর উপরে যে শর্ট কোর্সের আয়োজন করেছে এটা বাংলাদেশে প্রথম ও একমাত্র ই-মেইল মার্কেটিং প্রশিক্ষণ। তাহলে আর দেরি কেন, আজ থেকেই শুরু করুন। আমরা আপনার সফলতার গল্প শোনার অপেক্ষায় থাকলাম।

লেখক: নাজমুল হক পলাশ, ইমেইল মার্কেটিং ম্যানেজার
ডেভসটিম লিমিটেড

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

কাজটাই যখন লেখালেখি!

তাহের চৌধুরি সুমন

অনলাইনে আয় করার অন্যতম সহজ ও সম্ভাবনাময় উপায় হল লেখালেখি, যেটিকে আমরা আর্টিকেল রাইটিং বা কনটেন্ট রাইটিং অথবা কনটেন্ট ডেভেলপিং বলি। যারা ইংরেজিতে ভালো তাঁরাই কেবল লেখালেখিকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে পারেন। বাংলাদেশে এমন অনেক ফ্রিল্যান্স লেখক আছেন যারা ঘন্টায় ১০-১২ থেকে ৩০ ডলার আয় করে থাকেন। এছাড়া দেশি-বিদেশি ইন্টারনেট মার্কেটিং অথবা কনটেন্ট মার্কেটিং প্রতিষ্ঠানেও আপনি ৩০ থেকে ১ লাখ টাকা বেতনে চাকরি করতে পারেন।

লেখার ধরণ

বিষয়ভিত্তিক যেকোনো লেখালেখিই হলো কনটেন্ট রাইটিং। কনটেন্ট রাইটাররা বিভিন্ন কাজের জন্য কনটেন্ট লিখে থাকেন। তবে সেটি যদি ওয়েবের জন্য লেখা হয় তাহলে আমরা সেটিকে ওয়েব কনটেন্ট হিসেবে বিবেচিত করি। এছাড়া বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসোর্স বই, ব্রশিউর, লিফলেট বা অন্যান্য প্রচারণার কাজে কনটেন্ট ডেভেলপ করা হয়ে থাকে। একজন কনটেন্ট ডেভেলপার এ ধরনের সব কাজই করতে পারেন। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

কপিরাইটিং: একটি প্রডাক্ট বা সার্ভিস অনলাইনে বিক্রি করার জন্য ক্রেতার বায়িং মুড এবং আবেগের সমন্বয় ঘটিয়ে সেলস পেজ কন্টেন্ট লিখতে হয় এবং একজন রাইটার ঠিক এই কাজটি করে প্রচুর টাকা আয় করতে পারে। বর্তমান বিশ্বে একজন কপিরাইটারের প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

ব্লগ লেখা: কনটেন্ট মার্কেটিংয়ের প্রধান উপায় হচ্ছে ব্লগ লেখা। দিন দিন কনটেন্ট মার্কেটিংয়ের গুরুত্ব যত বাড়ছে ব্লগারদের কাজের সুযোগও বাড়ছে তত। বিষয় ভিত্তিক ব্লগ লিখে প্রতিটি আর্টিকেলে ৫ থেকে ১০০ ডলার পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে।

ওয়েবসাইট কনটেন্ট লেখা: আমরা প্রতিদিন যত ওয়েবসাইট ভিজিট করি তা কেন করি? ওয়েবসাইট থেকে বিভিন্ন তথ্য নেয়ার জন্য। এই তথ্যগুলো কি এমনি এমনি ওয়েবসাইটে রয়েছে? কাউকে না কাউকে তো প্রথমে এটি লিখতে হয়েছে। এরপর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হয়েছে। ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটের পরিমাণ যত বাড়ছে এক্ষেত্রে কাজের পরিমাণও বাড়ছে তত।

প্রেস রিলিজ রাইটিং : বিভিন্ন প্রোডাক্ট বা ওয়েবসাইটের জন্য প্রেস রিলিজ লেখার কাজ প্রায়দিনই পাওয়া যাবে। এজন্য আপনাকে প্রেস রিলিজ লেখার সঠিক ফরমেট ও স্টাইল জানতে হবে। প্রেস রিলিজের পেমেন্ট আর্টিকেল রাইটিংয়ের চেয়ে বেশি হয়। একটির জন্য ২০-৫০ ডলার হয়ে থাকে।

ট্রান্সলেশন : ইংরেজি-বাংলা বা বাংলা-ইংরেজির অনুবাদের কাজ ফ্রিল্যান্সিং সাইটে কম থাকে। বরং প্রফেশনাল সাইট যেমন- ট্রান্সলেটরসবেজডটকম, প্রজডটকম ইত্যাদি সাইটে থাকে এবং এসব সাইটে প্রথমেই পে করে মেম্বারশিপ নিতে হয়।

ট্রান্সক্রিপশন : আপনি যদি দক্ষ হতে পারেন তবে ট্রান্সক্রিপশন সেক্টর খুবই ভালো আয়ের সুযোগ করে দিতে পারে । আপনি একটি অডিও ফাইল কানে শুনবেন বা একটি ভিডিওদেখবেন এবং সেখানে উচ্চারিত ইংরেজি হুবহু টাইপ করে দেবেন। এক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন পড়বে ইংরেজি শুনে বোঝার ক্ষমতা এবং দ্রুত টাইপিং দক্ষতা। সাধারণত এক ঘণ্টার অডিও বা ভিডিওর জন্য ১০-১৫ ডলার পেমেন্ট করা হয়।

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

সামারাইজেশন : সামারাইজেশন কাজটি হচ্ছে একটি আর্টিকেল বা ব্লগ পোস্টকে ১০০-১৫০ শব্দে রূপ দেয়া। কখনো বায়াররা কোনো বইয়ের সংক্ষিপ্ত রূপও চাইতে পারে।

রিজিউম রাইটিং : আমেরিকান কর্পোরেট জগত বা ইন্টারনেট জগতের জন্য উপযুক্ত রিজিউমে বা সিভি তৈরি করতে পারলে এ ধরনের কাজও যথেষ্ট পাওয়া যাবে।

পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন : এটি আসলে ইংরেজি ও পাওয়ার পয়েন্ট দক্ষতার সমন্বয়। আপনাকে কোনো বইয়ের চ্যাপ্টার বা মিটিংয়ের বিষয়বস্তু বা টিউটোরিয়াল সম্বন্ধে প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হবে। বর্তমানে প্রেজি অনলাইন টুলস দিয়ে পাওয়ারপয়েন্টের চেয়েও ভালো মানের প্রজেন্টেশন তৈরী করা যায়। ইংরেজির উপর দখল আর ভালো প্রেজেন্টেশন ধারণা থাকলে প্রচুর আয় করা সম্ভব।

আয়ের ধরণ

আয়ের ধরণের উপর নির্ভর করে কনটেন্ট রাইটিংকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো কম আয়ের ও আরেকটি বেশি আয়ের কনটেন্ট রাইটিং। কম আয়ের কনটেন্ট রাইটিংয়ের কাজ মূলত যারা এই পেশায় নতুন বা দক্ষতা বেশ কম তারা করে থাকেন। এক্ষেত্রে আপনাকে আর্টিকেল রিরাইটিং বা কম শব্দের কনটেন্ট লিখতে হবে। তাই আয়ের পরিমাণও কম। আর্টিকেল রিরাইটিং হলো একটি লেখা দেখে সে অনুযায়ি আরেকটি কনটেন্ট লেখা যেটি প্রথম লেখার হুবহু হতে পারবে না। এগুলো মূলত ৩০০ থেকে ৬০০ শব্দের হয়ে থাকে। আর ছোট আর্টিকেলের ক্ষেত্রে শব্দের পরিমাণ ১০০ থেকে ২০০ শব্দের হয়ে থাকে। এ ধরণের আর্টিকেলের ক্ষেত্রে ঘন্টায় ৩ থেকে ৫ ডলার চার্জ করতে পারেন।

আর বেশি আয়ের ক্ষেত্রে কাজটি মূলত অপেক্ষাকৃত বেশি শব্দের কনটেন্ট লেখা, প্রুফরিডিং বা এডিটিং বিষয়টি জড়িত। এক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে ভালো দক্ষতাসম্পন্ন হতে হবে। আপনি কনটেন্ট লেখার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই অন্যের লেখা কপি করতে পারবেন না।

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

কি লিখবেন, কিভাবে লিখবেন

লেখার বিষয়টা নির্ভর করে লেখকের দক্ষতা, রুচি, সহযোগিতা সর্বোপরি যে সাইট বা বিষয়ের জন্য লেখা হচ্ছে সেটার চাহিদার ওপর। তবে বিষয়বস্তু যা-ই হোক না কেন একজন ওয়েব কনটেন্ট রাইটারকে কোনো নির্দিষ্ট টপিক নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করে ডেটাবেজ তৈরিকরতে হয়। উন্নত বিশ্বে একজন কনটেন্ট রাইটারকে একজন সাংবাদিক আবার গবেষকও অভিহিত করা হয়। ওয়েবসাইটের ধরণ অনুযায়ী ঠিক করে নিতে হয় লাইন অফ অ্যাকশন।

লেখা অবশ্যই প্রাঞ্জল ও গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে। রাইটার হিসেবে আপনাকে মনে রাখতে হবে, যারা ওয়েবসাইটে আপনার লেখা পড়বেন, তিনি মিনিট প্রতি বা ঘণ্টা প্রতি নির্দিষ্ট পয়সা খরচ করে পড়বেন। সুতরাং তিনি চাইবেন সবচেয়ে কম সময়ে প্রয়োজনীয় জিনিস পড়তে। তাই তথ্য নির্ভর, সংক্ষিপ্ত বিষয়ভিত্তিক লেখাই আপনাকে লিখতে হবে। এতে লেখক হিসেবে আপনার গ্রহণযোগ্যতা যেমন বাড়বে তেমনি উপার্জনের পথও প্রশস্থ হবে।

কাজের যোগ্যতা

আগেই বলেছি, কনটেন্ট রাইটার হতে গেলে আপনাকে অবশ্যই ইংরেজিতে ভালো হতে হবে। প্রয়োজন শুদ্ধ বানান। এক্ষেত্রে এমএস ওয়ার্ডের স্পেল চেকারের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। আমেরিকান স্পেলিং শুদ্ধভাবে জানতে হবে। ছোট, মাঝারি ও লম্বা বাক্য লিখতে হবে। তাই গ্রামার সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও আমেরিকান গ্রামার সম্পর্কেসম্যক ধারণা থাকা ভালো। আর ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য প্রয়োজনীয় যে বিষয়গুলো রয়েছে যেমন ক্লায়েন্টের সঙ্গে যোগাযোগ সমন্বয়, কাভার লেটার লেখা, আপডেটেড থাকা এসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

ভালো কনটেন্ট রাইটার হওয়ার জন্য

প্রথমত ইন্টারনেট ব্যবহারের খুটিনাটি জানতে হবে। তারপর গবেষণার জন্য থাকতে হবে তীক্ষ্ণ একাগ্রতা। থাকতে হবে নিজস্ব সৃজনশীলতায় তথ্যকে সম্পূর্ণ করে লেখার ক্ষমতা এবং সংগৃহীত তথ্যকে সংঘবদ্ধভাবে সাজিয়ে পাঠককে নতুন নতুন স্বাদ পাইয়ে দেয়ার চেষ্টা। রাইটার হিসেবে একেবারে নতুন হলেও সমস্যা নেই। তবে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। লেখার ইচ্ছা, ভালো রচনাশৈলী ও সময়োপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচনের সামর্থ্য থাকলে এ পেশায় আপনি সফল হবেন।

যদি নতুন হন!

মনে রাখতে হবে লেখা যেন যুক্তিযুক্ত হয়। লেখার আগে তাই জানা চাই কি লিখছেন, কেন লিখছেন। নিজের কোনো শখ, দৈনন্দিন জীবন, ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা বিষয়ে লিখতে হলে লেখার শুরুটা হবে আবেগপ্রবণ। কারণ আবেগ পাঠককে নাড়া দেয়। এ ক্ষেত্রে ঘটনার খুটিনাটিতে না গিয়ে বরং যা ঘটেছিল ঠিক তাই বর্ণনা করুন। অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার না করে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ বেছে নিন। লেখা শেষে বারবার পড়ুন। ভালো লেখা পড়া, ই-মেইল, চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে ওয়েব রাইটারদের সঙ্গে ভাবনা চিন্তার আদান প্রদান করুন। লেখার মধ্যে নাটকীয়তা রাখার চেষ্টা করুন। পাঠকরা যাতে চমক পায় সে রকম কিছু রাখুন আপনার লেখায়।

কনটেন্ট কপিরাইটিং এবং লেখালেখির কিছু টেকনিক আছে। আপনার যদি এক্ষেত্রে কাজ করার আগ্রহ থাকে তবে অবশ্যই এই টেকনিকগুলো রপ্ত করে একজন প্রফেশনাল কনটেন্ট রাইটার হতে পারেন।

লেখক: প্রধান বিপণন কর্মকর্তা, ডেভসটিম লিমিটেড

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

ফ্রিল্যান্স পেশা থেকে ডিজাইন উদ্যোক্তা!

আতিক হাসান

বর্তমানে ফ্রিলান্সিং মার্কেটপ্লেস এ সবচেয়ে বেশি চাহিদা কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইনের। এখানে অন্যান্য সব চাকরির থেকে গ্রাফিক্স ডিজাইন পেশাটি বেশ নির্ভরযোগ্য ও ঝামেলা বিহীন। এটা বেশ সম্মানজনকও বটে।

কাজের ক্ষেত্র : কোথায় প্রয়োজন নেই একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনারের?

১. **ইন্টার‍্যাক্টিভ মিডিয়া:** আমরা টেলিভিশন কিংবা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যে মজার মজার কার্টুন কিংবা অ্যানিমেশন দেখে থাকি এই কার্টুন আর অ্যানিমেশন তৈরির কাজ কারা করে বলতে পারেন? একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার! তিনি গল্প, চরিত্র এবং তাঁর প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে ক্যারেক্টার তৈরি করেন। এরপর এই ক্যারেক্টারগুলোকে বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলা হয়, সেখানে যুক্ত হয় বিভিন্ন শব্দ, মিউজিক এবং ইফেক্ট। ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী ইন্টার‍্যাক্টিভ মিডিয়ার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হচ্ছে, আর এই ক্ষেত্রে বাড়ছে গ্রাফিক্স ডিজাইনারদের কাজের সুযোগ।

২. **ব্র্যান্ড ডিজাইন:** একটি ব্র্যান্ডের প্রমোশনাল কাজের জন্য যত ডিজাইনের প্রয়োজন পড়ে তা একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনারকেই তৈরি করতে হয়। এক্ষেত্রে তাঁকে উক্ত ব্র্যান্ডের টার্গেটেড অডিয়েন্স, প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরণ এবং নামের উপর ভিত্তি করে ব্র্যান্ডের রং নির্বাচন, নির্দিষ্ট কালার স্কিম ডেভেলপমেন্ট, মাস্কট তৈরি এবং কর্পোরেট আইডেনটিটি ডিজাইনের কাজ করতে হয়। এছাড়াও উক্ত কোম্পানির প্রচারণার জন্য যত ধরণের ডিজাইনের প্রয়োজন হয় তাও একজন ব্র্যান্ড ডিজাইনার করে থাকেন। বর্তমানে মাঝারি মানের প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বড় প্রতিষ্ঠান, সর্বত্রই ব্র্যান্ড ডিজাইনারের চাহিদা রয়েছে। আর ডেডিকেটেড ব্র্যান্ড ডিজাইনার নিয়োগ দেয়াও এখন কর্পোরেট সংস্কৃতিতে পরিণত হচ্ছে। দিন দিন তাই এ ক্ষেত্রে বাড়ছে কাজের সুযোগ।

৩. **লোগো ডিজাইন** : লোগো হচ্ছে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পরিচয়। এটি দেখেই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে চিনে থাকেন তাঁর গ্রাহকরা। প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিং করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে লোগো। আর এ কারণেই লেগোর পিছনেই ব্র্যান্ড অপটিমাইজেশন বাজেটের একটি বড় অংশ বিনিয়োগ করে প্রতিষ্ঠানগুলো। এ কারণেই লোগো ডিজাইনার হিসাবে প্রতিটি প্রজেক্ট থেকে বড় মাপের অর্থ পাওয়া সম্ভব। নতুন প্রতিষ্ঠানের লোগো তৈরির পাশাপাশি পুরাতন প্রতিষ্ঠানের লোগো রি-ডিজাইনেরও প্রচুর কাজ থাকে। কোম্পানির লোগো ডিজাইনের পাশাপাশি পণ্যগুলোর জন্যও আলাদা লগো তৈরি করে অনেক প্রতিষ্ঠান। এখানেও প্রজেক্ট মূল্য বেশি হয়ে থাকে। আর বিশ্বব্যাপি যেহেতু কোটি কোটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং প্রতিদিনই প্রচুর নতুন প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করছে তাই লোগো ডিজাইনের কাজও প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

৪. **মার্কেটিং ব্রশিউর** : দেখে থাকবেন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই তাদের প্রচারের জন্য ব্রশিউর তৈরি করে থাকে। পণ্য বা সেবার প্রচারের জন্য ব্রশিউর বেশ কার্যকরী বলেই প্রতিষ্ঠানগুলো এ ক্ষেত্রে বেশ বিনিয়োগ করে। প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের মার্কেটিং ব্রশিউর যত সুন্দরভাবে ডিজাইন করতে পারে ক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণও তত সহজ হয়। এ কারণেই এ ধরণের ডিজাইনগুলো ভাল মানের গ্রাফিক্স ডিজাইনারদের দিয়ে করাতে চায় প্রতিষ্ঠানগুলো, আর এর প্রজেক্ট মূল্য অনেক বেশি হয়। বিশ্বব্যাপি পণ্য প্রচারের সংস্কৃতি যত বাড়ছে, মার্কেটিং ব্রশিউর ডিজাইনের কাজের ক্ষেত্রও তত বড় হচ্ছে।

৫. **ওয়েবসাইট ডিজাইন** : একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনারের জন্য অন্যতম বৃহৎ কাজের ক্ষেত্র ওয়েবসাইট ডিজাইন। লোকাল মার্কেট বা অনলাইন মার্কেটপ্লেস যেটাই বলি না কেন প্রতিনিয়ত ওয়েব ডিজাইনের কাজের পরিমান বাড়ছেই। তাই ওয়েবসাইট ডিজাইন করেও আপনার গ্রাফিক্স ডিজাইনার পেশাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

৬. **মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন** ঃ ২০১৫ সাল নাগাদ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের বাজার গিয়ে দাঁড়াবে ১০০ বিলিয়ন ডলারে। এই যে বিপুল পরিমাণ অ্যাপ্লিকেশন তৈরির চাহিদা, এই অ্যাপ্লিকেশনগুলোর ডিজাইন করবে কারা? গ্রাফিক্স ডিজাইনাররা! একটি অ্যাপ্লিকেশনের প্রধান দুটি অংশ, ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট। তার মানে বিশাল এই বাজারের অর্ধেক কিন্তু গ্রাফিক্স ডিজাইনারদের কব্জায়ই! মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইনে কাজের ক্ষেত্র নিয়ে আর বেশি কিছু বলার দরকার আছে কি?

৭. **ম্যাগাজিন** : অনলাইন এবং প্রিন্টেড যত ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় সেগুলোতে নানাভাবে সৃজনশীলতা দেখানোর সুযোগ রয়েছে। কাভারপেজ ডিজাইন থেকে শুরু করে শেষ পাতা পর্যন্ত, সর্বত্রই একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনারের ছোঁয়া থাকতেই হয়। এছাড়াও ম্যাগাজিনগুলোতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ক্রিয়েটিভ তৈরি, পাঠকের পড়ার সুবিধা নিয়ে চিন্তা করা এবং সে অনুযায়ী ডিজাইনে পরিবর্তণের কাজও করতে হয় একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনারকে। এ কারণে ম্যাগাজিনগুলোতে গ্রাফিক্স ডিজাইনারদের প্রচুর কাজের সুযোগ রয়েছে।

৪. **কর্পোরেট রিপোর্টস** : কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো যেসব রিপোর্ট কিংবা প্রেজেন্টেশন তৈরি করেন তা সবসময়ই সুন্দর এবং সৃজনশীল উপস্থাপনায় থাকে। প্রতিবেদনের তথ্য প্রতিষ্ঠানের অন্য কোন বিভাগ থেকে আসলেও এটি উপস্থাপনার কাজ কিন্তু একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনারকেই করতে হয়। একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার বিভিন্ন কোম্পানির কর্পোরেট রিপোর্ট তৈরি করেও ভালমানের আয় করতে পারেন।

৬. **সংবাদপত্র** : গ্রাফিক্স ডিজাইনার ছাড়া সংবাদপত্র! মোটেই সম্ভব নয়। একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনারই একটি সংবাদপত্রকে পাঠযোগ্য সংবাদপত্রের মতো করে তোলেন! এখানে ডিজাইন পেশার সম্মানটাও অনেক বেশি।

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে শিক্ষাগত যোগ্যতা

গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে শিক্ষাগত যোগ্যতা মূল বিষয় না। তবে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান গুলো গ্রাফিক্স ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা কিংবা ফাইন আর্টসে ব্যাচেলর ডিগ্রিধারী কর্মী চেয়ে থাকেন। তবে ডিগ্রি কোন ব্যাপারই নয়, যদি আপনি কাজটি ভালোভাবে জানেন এবং সৃজনশীল হয়ে থাকেন। এই যেমন আমি একজন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার, তবে এখন পেশা গ্রাফিক্স ডিজাইনিং। এজন্য আমার ফাইন আর্টস কিংবা গ্রাফিক্স বিষয়ে লেখাপড়া করতে হয়নি।

গ্রাফিক্স ডিজাইনে দক্ষ হওয়ার জন্য:

১. কম্পিউটারে গ্রাফিক্স এবং ডিজাইন সফটওয়্যারগুলোর ব্যবহার জানতে হবে। যেমন: অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর, অ্যাডোবি ফটোশপ।

২. দক্ষতা, ক্রিয়েটিভ ভিশন এবং কমিউনিকেশন স্কিল ভালো করতে হবে।

৩. ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানে পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাফিক্স ডিজাইন সম্পর্কিত কোনো ডিগ্রি থাকা ভাল।

৪. গ্রাফিক্স ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রির সর্বশেষ সংবাদ সম্পর্কে আপ-টু-ডেট থাকতে হবে।

৫. একটা ভালো পোর্টফোলিও তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে আপনি আপনার গ্রাহকদের কাছে প্রফেশনাল দক্ষতাকে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।

এছাড়া অনলাইন মার্কেটপ্লেসে আপনি একটি লোগো ডিজাইন করলে ৫০ থেকে শুরু করে ২ হাজার ডলার পর্যন্ত হতে পারে। তবে বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে এটি ৫ থেকে ১০ হাজার ডলার পর্যন্তও হতে পারে। একটি ওয়েবসাইটটের প্রথম পেজ ডিজাইন করার ক্ষেত্রে ৫০ ডলার থেকে শুরু করে ৩ হাজার ডলার পর্যন্ত পেতে পারেন। পূর্ণাঙ্গ একটি ওয়েবসাইটের ডিজাইন

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

করে পাওয়া যায় ২শ থেকে ৫ হাজার ডলার পর্যন্ত। ব্র্যান্ড অপটিমাইজেশন এবং ব্রশিউর তৈরির প্রজেক্টগুলোও ৩০০ থেকে ৫ হাজার ডলার পর্যন্ত হতে পারে। ফ্রিল্যান্সার হিসাবে একজন ভালো মানের গ্রাফিক্স ডিজাইনার মার্কেটপ্লেসগুলো থেকে আয় করতে পারেন ১ থেকে দেড় লাখ টাকা।

হতে পারেন ডিজাইন উদ্যোক্তা!

কিছু সাইট আছে যেখানে আপনি ডিজাইন টেমপ্লেট বিক্রি করতে পারবেন। ধরুন, আপনি একটি বিজনেস কার্ডের ডিজাইন করলেন যেটির সম্পাদনা যোগ্য একটি ফাইল আপনি বিক্রি করতে চান। আপনি উক্ত কার্ডের ডিজাইনটি এই সাইটে দিলে সাইটের ক্রেতারা সেটি পছন্দ করবেন এবং কিনবেন। আর যতবার এই একই ডিজাইন বিক্রি হবে ততবার নির্দিষ্ট হারে আপনি উক্ত পণ্য বিক্রির টাকা পাবেন। গ্রাফিক রিভারের গড় হিসাবে প্রতিটি ডিজাইন ১২০ থেকে ১৫০ বার বিক্রি হয়। এ হিসাবে একটি ডিজাইন ১৫ ডলার করে বিক্রি হলেও মোট বিক্রির পরিমাণ দাড়ায় ১ হাজার ৮০০ ডলার থেকে শুরু করে ২ হাজার ৭০০ ডলার। কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র একটি ডিজাইন বিক্রি করেও একেকজন ডিজাইনার আয় করেছেন ৫ থেকে ৭ হাজার ডলার পর্যন্ত। গ্রাফিকরিভার ডটকমে গেলেই আপনি এই বিক্রির পরিমাণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন।

এই সাইটে আপনি অনেক ছোট ছোট ডিজাইনও বিক্রি করতে পারবেন। একটি ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রাফিক্স যেমন: বাটন, ব্যানার, বিভিন্ন ধরণের টেবিল, ব্যাকগ্রাউন্ড ইত্যাদি তৈরি করেও জমা দিতে পারেন। বিভিন্ন শেপ, লোগো এবং কার্ড ছাড়াও আরও অনেক ধরণের ডিজাইন দিতে পারবেন। এখানে আপনাকে অনেক ভালমানের ডিজাইন দিতে হবে এবং সেটা যদি সাইট কর্তৃপক্ষের পছন্দ হয় এবং ডিজাইনটা মানসম্মত ও অন্য কোনো ডিজাইন এর অনুকরণে না হয় তাহলেই তারা সেটা বিক্রির জন্য উন্মুক্ত করে দিবে। যাচাইয়ে উত্তীর্ণ হলে তারাই ডিজাইনটির একটি মূল্য নির্ধারণ করে দিবে, এটি ১ ডলার থেকে ১০ ডলার পর্যন্ত হতে পারে। এর মধ্যে প্রথম অবস্থায় ৪০% অর্থ ডিজাইনারকে দেয়া হবে, ধীরে ধীরে সেটা ৭০% পর্যন্ত হতে পারে। আবার ৯৯ ডিজাইনস সাইটেও আপনি ডিজাইন বিক্রি করতে পারেন তবে তার জন্য আপনাকে কমপক্ষে একটি কন্টেস্ট এ বিজয়ী হতে হবে।

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

আপনি নিজের একটা পোর্টফোলিও সাইট তৈরি করে রাখতে পারেন এবং সেটার মার্কেটিং যদি ঠিকমতো করতে পারেন তাহলেও প্রচুর পরিমানে কাজ পেতে পারেন। বাংলাদেশি এমন অনেক ডিজাইনার আছে যারা ওডেস্ক অথবা ৯৯ ডিজাইন, অথবা আরও অনেক মার্কেটপ্লেসে কোনো বায়ার এর কাজ করেছে এবং বায়ার তাকে তার ফার্মের জন্য স্থায়ী ডিজাইনার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। তাছাড়াও ডিজাইন সম্পর্কিত বিভিন্ন সাইট এ নিজের কিছু ডিজাইন আপনি ফ্রি হিসেবে সাবমিট করে রাখতে পারেন আর ডিজাইন সম্পর্কিত ব্লগগুলোতে নিজের ডিজাইন সম্পর্কিত লিখা প্রকাশ করে নিজের পরিচিতি বাড়াতে পারেন এতে আপনার কাজ পাওয়ার সম্ভাবনাও অনেকগুন বেড়ে যাবে ও নিজেকে ভাল ডিজাইনার হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রকাশ করতে পারবেন।

গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার

১. ফটো এডিটিং ও ইমেজ কারেকশন করার জন্য অ্যাডোবি ফটোশপ অথবা কোরেল পেইন্ট, ইউলিড ফটোস্টুডিও ইত্যাদি।
২. ভেক্টর গ্রাফিক্স ও ইলাস্ট্রেশন এর জন্য- অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর, কোরোল ড্র, মাইক্রোসফট অ্যাক্রেলিক, পেইন্টসপ প্রো, মাইক্রো মিডিয়া ফ্ল্যাশ, এমএক্স স্টুডিও, সিনেমা ৪ ডি ইত্যাদি।
৩. ম্যাগাজিন বা বই ফরম্যাটের জন্য-কোয়ার্ক এক্সপ্রেস, পেজমেকার, অ্যাডোবি ইনডিজাইন, মাইক্রোসফট ফ্রন্ট পেইজ।
৪. ই-বুক তৈরির জন্য অ্যাডোবি অ্যাক্রোব্যাট রিডার
৫. স্কেচ করার জন্যে- অ্যাডোবি স্ট্রিম লাইন অথবা কোরেল ট্রেস।
৬. ক্লিপ আর্ট বা হাইরেজুলেশন ইমেজ ও প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার টুলস, প্লাগইনস, ফিল্টার।

কত সময় লাগবে, শিখবেন কোথা থেকে?

প্রশ্ন হচ্ছে, একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার হওয়ার জন্য কত সময়ের প্রয়োজন এবং কোথা থেকে শিখবেন। গ্রাফিক্স ডিজাইন রাতারাতি শেখার কোন বিষয় নয়। আপনাকে দিনের পর দিন অধ্যাবসায় করেই একজন ভাল মানের ডিজাইনার হতে হবে। ডিজাইনের বেসিক জিনিসগুলো শিখতে ২ থেকে ৩ মাস সময় লাগতে পারে। ইন্টারনেটে গ্রাফিক্স ডিজাইন রিলেটেড প্রচুর রিসোর্স রয়েছে, ভিডিও টিউটোরিয়াল রয়েছে। এগুলো দেখে ধীরে ধীরে একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার হওয়ার পথে যাত্রা শুরু করা যেতে পারে। লিন্ডা ডটকমে গ্রাফিক্স ডিজাইন নিয়ে ভিডিও টিউটোরিয়াল রয়েছে, সেটিও একবার দেখতে পারেন। তবে ভাল হয় কারো কাছ থেকে হাতে কলমে শিখতে পারলে, এতে সময় অনেক কম লাগবে। ডিজাইনের অনেক খুঁটিনাটি জানতে পারবেন। কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শিখতে চাইলে ডেভসটিম ইনস্টিটিউটে প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন বিষয়ে কোর্স রয়েছে, সেটি অবশ্যই রেকমেন্ডেড।

তবে সফটওয়্যারের ব্যবহার আর ডিজাইন রুলসগুলো যেখান থেকেই শিখুন না কেন ডিজাইনে সৃজনশীলতা আনার জন্য প্রচুর লেখাপড়া করতে হবে। আর এ লেখাপড়ার ধৈর্য থাকলেই কেবল এ মার্কেটপ্লেসে আসবেন। আপনাদের জন্য শুভ কামনা।

লেখক: হেড অব ক্রিয়েটিভ, ডেভসটিম লিমিটেড

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

কাজের ক্ষেত্র

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন-বায়ারদের প্রথম পছন্দ বাংলাদেশ!

সোলার সানরাইজ তালহা

ইন্টারনেট বাণিজ্যের এই যুগে ওয়েবসাইট ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানকে তো কল্পনাই করা যায় না! আবার ওয়েবসাইট থাকলেই কিন্তু এখন চলেনা। এটি সর্বত্র পৌছে দিতে ব্যাপক মার্কেটিংয়েরও প্রয়োজন হয়। একটি ওয়েবসাইটকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপায়। দিন দিন বিশ্বব্যাপি যত ওয়েবসাইট বাড়ছে, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কাজের ক্ষেত্রও অনেক বাড়ছে। ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোতেও তাই দিন দিন বাড়ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কাজ। আর এ হিসাবে ফ্রিল্যান্সার হতে চাওয়া তরুণ-তরুণীদের অন্যতম পছন্দ হতে পারে এ ক্ষেত্রটি। ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোর তথ্যানুসারে, একজন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার মাসে ৫০ হাজার থেকে শুরু করে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারেন। প্রয়োজন কেবল সঠিক নির্দেশনা, প্রচেষ্টা, ধৈর্য এবং সময়। বর্তমানে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও এই পেশায় বেশ ভালো করছে। জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সম্পর্কিত ব্লগ এসইওমজ-এর ডাটা অনুযায়ী প্রতি ১০০ জন ফ্রিল্যান্স সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজারদের মধ্যে ২৩ জনই নারী।

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন শব্দগুচ্ছটিতে তিনটি শব্দের যোগ হয়েছে। প্রথম দুটি হল সার্চ ইঞ্জিন এবং অপরটি হলো অপটিমাইজেশন। সার্চ ইঞ্জিন বলতে- একটা ওয়েব সাইট যার মাধ্যমে সার্চ করে আমরা আমাদের কাঙ্খিত তথ্য খুব সহজে খুঁজে পেতে পারি। যেমন: গুগল, ইয়াহু, বিং এবং বাইদু। আর অপটিমাইজেশন মুলত কিছু পদ্ধতি বা কৌশল। আমরা জানি, ইন্টারনেটে প্রতিটি বিষয় নিয়ে হাজারো ওয়েবসাইট আছে। কিন্তু যখন সার্চ ইঞ্জিনে সে বিষয়ে খোঁজ করি বা সার্চ দেই তখন সব থেকে ভাল মানের ১০ টা ওয়েব সাইটকে ফলাফল হিসেবে প্রথম পেজে দেখতে পাই। হাজারো ওয়েবসাইট থেকে যেহেতু মাত্র ১০ টি ওয়েবসাইট প্রথম পাতায় দেখায়, তাই সবার লক্ষ্য থাকে এ পাতায় যাতে তাঁর নিজের ওয়েবসাইটটি থাকে। কারণ ব্যবহারকারীরা সাধারণত শীর্ষ দশের মধ্যে তার কাংখিত ওয়েবসাইটকে না পেলে দ্বিতীয় পাতায় না গিয়ে অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করে পুনরায় সার্চ করেন। সাধারণত ব্যবহারকারী লিস্টের প্রথম দিকে যেসকল সাইটের ঠিকানা থাকে তার মধ্যেই বেশি ভিজিট করেন। আর এ কারণেই প্রথম দিকে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়িকভাবেও বেশি সফল হয়ে থাকে।

একটি ওয়েবসাইটকে গুগলের প্রথমদিকে নিয়ে আসার যে কৌশল সেগুলোকেই মূলত সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বলা হয়ে থাকে। সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনকে প্রধানত দুভাবে ভাগ করা হয়, অনপেজ অপটিমাইজেশন ও অফপেজ অপটিমাইজেশন।

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের গুরুত্ব

যেহেতু অধিকাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনীয় তথ্য সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করে, তাই পণ্যের প্রচার এবং বিক্রি বাড়াতে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্টে সবার উপরে যাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনার পণ্য এবং সেবা সংশ্লিষ্ঠ কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করলে আপনার ওয়েবসাইটকে সবার আগে দেখায় তাহলে ভিজিটররা আপনার সাইটেই বেশি ক্লিক করবে। আর বেশি ক্লায়েন্ট আসলে বেশি বিক্রি, এটি তো জানা কথা!

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

আপনি একজন ব্লগার, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার, ই-কমার্স উদ্যোক্তা, সার্ভিস প্রোভাইডার অথবা ফ্রিল্যান্সার যাই হোন না কেনো, গ্রাহক খুঁজে পাওয়ার জন্য আপনার এসইও করতেই হবে।

আরও সহজভাবে বললে ইন্টারনেট থেকে যেভাবেই আয় করেন না কেন আপনাকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই করতে হবে। আর এ ওয়েবসাইটের প্রমোশনের জন্য আপনার এসইও করতেই হবে!

এসইওতে ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার

একজন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে দু'ভাবে কাজ করতে পারে। ঘন্টা হিসেবে এবং নির্ধারিত মূল্যে। আর এখানে পার্ট টাইম এবং ফুল টাইম কাজ করারও সুযোগ আছে। দক্ষ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার হতে পারলে কাজের অভাব নেই। অনলাইন মার্কেটপ্লেসে সাধারণত সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের যে কাজগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি সাইটকে গুগলের প্রথম পেজে অথবা ১ নম্বর র‍্যাংকিং এ আনা, কিওয়ার্ড রিসার্চ, ব্যাকলিঙ্ক তৈরি বা লিংক বিল্ডিং, সাইটের অনপেজ অপটিমাইজেশন, সোশ্যাল বুকমার্কিং সহ বিভিন্ন কাজ উল্লেখযোগ্য। সার্চ ইঞ্জিনের সার্চ পদ্ধতির নানা পরিবর্তনের কারণে কাজের ক্ষেত্রেও দিন দিন পরিবর্তন আসছে। বর্তমানে সার্চ ইঞ্জিন জায়ান্ট গুগল এর এলগরিদম আপডেট (পান্ডা-পেঙ্গুইন-ইএমডি) এর জন্য নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে আর এ কাজগুলোর মূল্যও অনেক বেশি। ফ্রিলান্সিং মার্কেটপ্লেস গুলোতে দেখা যায় যে, একটা পান্ডা বা পেঙ্গুইন আক্রান্ত ওয়েবসাইট পুনরুদ্ধার কাজের মূল্য ১ হাজার থেকে ৩ হাজার ডলার হয়ে থাকে।

একজন ফ্রিল্যান্স এসইও-র আয়

একজন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার এর আয় নির্ভর করে তার কাজ ও দক্ষতার উপর। যে যত বেশি দক্ষ তার আয়ও তত বেশি। সাধারণভাবে একটি সাইটকে গুগলের প্রথম পেজে আনতে সাইটের কিওয়ার্ডের উপর নির্ভর করে ২০০ থেকে ১ হাজার ডলার পর্যন্ত পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য কাজগুলো করে ঘন্টায় ন্যূণতম ২ ডলার থেকে শুরু করে ২০ ডলার পর্যন্ত আয় করা যেতে পারে। এছাড়াও নির্ধারিত মূল্যে ফোরাম পোস্টিং, লিংক বিল্ডিং, ব্যাক লিংক বা বুকমার্কিং করে ১০ ডলার থেকে শুরু করে ২০০ ডলার পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে। তবে এখানে মূলত আপনার কত সময় লাগবে এবং কোন কিওয়ার্ডের উপর কাজ করতে হবে সেটির উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণত একজন দক্ষ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার অনায়াসেই মাসে ২০/৩০ হাজার থেকে শুরু করে লক্ষাধিক টাকা আয় করতে পারেন।

বাংলাদেশিরা কত আয় করছে

ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে বাংলাদেশিদের দাপট দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এখন বাংলাদেশিরা প্রায় সব বড় বড় মার্কেটপ্লেসেই ভালো অবস্থানে রয়েছেন। এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেস ওডেস্ক ডট কম এর ভাইস প্রেসিডেন্ট অব অপারেশনস ম্যাট কুপার-এর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন ডেভসটিম লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আল-আমিন কবির। সে

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, ২০০৯ সালে ওডেস্কের মোট কাজের মাত্র ২ শতাংশ করতেন বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সাররা। মাত্র দু'বছরে এ কাজের হার পৌছেছে ১২ শতাংশে। মার্কেটপ্লেসে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় স্থানে। এ বছরের প্রথম প্রান্তিকেই বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সাররা ওডেস্কে ৭ লাখ ২০ হাজার ঘন্টা কাজ করেছেন। আগের বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের কাজের পরিমাণ ছিল সাড়ে চার লাখ ঘন্টা। বছরের শেষ প্রান্তিকে এটি দাঁড়ায় ছয় লাখ ঘন্টায়। প্রতি প্রান্তিকেই ১ লাখ ঘন্টা অতিরিক্ত যোগ হচ্ছে। আমরা বেশি কাজের পাশাপাশি বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের দক্ষতার ব্যাপারে ইতিবাচক উন্নয়ন লক্ষ্য করছি। বিশেষ করে পণ্য বিক্রি এবং মার্কেটিং সংক্রান্ত কাজেই তাদের বেশি উন্নয়ন দেখা যাচ্ছে। এবছর বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সাররা মোট ২৮ লাখ ঘন্টা কাজ করবে! ওডেস্ক এর বিলিয়ন ডলারের এ মার্কেটপ্লেসের ১২ শতাংশ এখন আমাদের দখলে, আর এর মধ্যেই সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও) এর কাজ সবচেয়ে বেশি করা হয়। শুধু ওডেস্ক নয় অন্যান্য মার্কেটপ্লেসেও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও) এর কাজে বাংলাদেশিদের পদাচারণা বাড়ছে। সম্প্রতি ফ্রিল্যান্সার ডট কম আয়োজিত 'কন্টেন্ট রাইটিং ও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও)- ২০১২' প্রতিযোগিতায় পাকিস্থান, অস্ট্রেলিয়ার মতো বিশ্বের বাঘা বাঘা দেশের ফ্রিল্যান্সারদের হারিয়ে বাংলাদেশের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও ইন্টারনেট মার্কেটিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ডেভসটিম লিমিটেড প্রথম হয়। আর এ জন্য সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও) বিশ্বে বাংলাদেশ এখন খুব পরিচিত একটা নাম।

আপনি যদি ইংরেজিটা মোটামুটি জানেন তবে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন শেখা শুরু করে দিতে পারেন। এসইও-র এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো খুব কঠিন কিছু নয়। দু'তিন মাসের ট্রেনিং নিয়েই এ ধরণের কাজ করা যায়। কোথায় পাবেন প্রশিক্ষণ? ইন্টারনেট থেকেই শিখতে পারেন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের খুঁটিনাটি। তবে যদি হাতে কলমে এসইও শিখতে চান তবে ডেভসটিম ইনস্টিটিউটের অ্যাডভান্স এসইও বিষয়ক প্রশিক্ষণেও অংশ নিতে পারেন, এখানে হাতে কলমে এসইও-র সবকিছু শেখানো হয়ে থাকে। তাহলে আর দেরি কেন, আজ থেকেই শুরু করুন। আমরা আপনার সফলতার গল্প শোনার অপেক্ষায় থাকলাম।

লেখক: এসইও প্রজেক্ট ম্যানেজার, ডেভসটিম লিমিটেড

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

বিলিয়ন ডলারের যে বাজারে আমরা নেই

মাহমুদ সানি

সামনের দিনগুলো কোন প্রযুক্তির দখলে থাকবে? ডেস্কটপ, ল্যাপটপ নাকি ট্যাবলেট-মোবাইল? উত্তরটি নিশ্চিত আপনাদের বলে দিতে হবেনা। বড় ধরণের গ্যাজেটগুলো থেকে ব্যবহারকারীরা দিনদিন ট্যাবলেট মুখি হচ্ছে, জ্যামিতিক হারে বাড়ছে এর ব্যবহার। আবার, কেবল ট্যাবলেট থাকলেই কি চলে? মোবাইল ফোন থাকলেই কি চলে? এর উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য চাই নানা অ্যাপ্লিকেশন, যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলোকে আরও সহজ করে দিবে। আবার ট্যাবলেট-মোবাইল ফোন ভিত্তিক ব্যবহারকারি যেহেতু বাড়ছে তাই কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোও নিজেদের পণ্য এবং সেবাগুলোকে অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ভোক্তাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছে। সর্বত্র বেড়ে চলেছে স্মার্টফোন ক্রেজ, পাল্টে যাচ্ছে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাত্রাও। বিশ্বব্যাপি তাই অ্যাপের বাজার এখন বেশ রমরমা, যে বাজার বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগেই। আর বাড়ছেও খুবই দ্রুত গতিতে!

বিশ্বব্যাপি এই যে অ্যাপ্লিকেশন তৈরির বিলিয়ন ডলারের বাজার, এই বাজারে এখন আমাদের দখল কতটুকু? একেবারে নেই বললেই চলে!

অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের বাজার

চলুন বিস্তারিত আলোচনার আগে আমরা একটি পরিসংখ্যান দেখি। মোবাইল গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ টু গাইডেন্সের মতে, ২০১৫ সাল নাগাদ মোবাইল ফোন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের বাজার ২০১৫ সাল নাগাদ গিয়ে দাঁড়াবে ১০০ বিলিয়ন ডলারে! ২০১০ সালে এই বাজারের পরিমাণ ছিল ১০.২ বিলিয়ন ডলার। প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়েছে, অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের এই যে বিশাল বাজার, তার ৬৬ শতাংশ কাজই আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে!

অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার

কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোতেই যে কেবল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপারদের চাহিদা এমনটি নয়। ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে প্রতিদিনই অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রচুর প্রজেক্ট জমা পড়ছে। ইল্যান্স এবং ওডেস্কের জব ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করে দেখলাম, একজন ওয়েব ডিজাইনার কিংবা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার যেখানে গড়ে ১০ থেকে ১২ ডলার মূল্যে প্রতি ঘন্টা কাজ করে সেখানে একজন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপারের ঘন্টা প্রতি গড় আয় ২৫ থেকে ৫০ ডলারে।

কোথায় আমাদের অবস্থান

এই যে বিলিয়ন ডলারের বাজার, এই বাজারে আসলে আমাদের অবস্থান কোথায়? বাংলাদেশে খুব কম মানুষকেই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করতে দেখা যায়। সোজা কথায় বলতে গেলে, এই বিলিয়ন ডলারের মার্কেটে আমাদের আসলে কোন অস্তিত্বই নেই! অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার রয়েছে এবং এ বাজারে তাঁদের অবস্থান প্রতিনিয়ত শক্তিশালী হচ্ছে।

অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে যে সমস্যা আমাদের

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের অবকাঠামোগত অবস্থা এখনও খুবই দুর্বল। প্রথম সমস্যা ইন্টারনেটের গতি। কম গতির কারণে আমরা বড় এসডিকে ফাইলগুলো নামাতেঘন্টার পর ঘন্টা সময় ব্যয় করি, তারপরও সফল হওয়াটা অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার। এছাড়াও অনলাইনে এ সংক্রান্ত যেসব রিসোর্স রয়েছে সেগুলোও আমরা ডাউনলোড করে দেখতে পারিনা কম গতির

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

ইন্টারনেটের কারণে। উদাহরণ দেই, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে চার ক্রেডিটের একটি মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্টের কোর্স আছে, যার রিসোর্স সাইজ ১৬ গিগাবাইট! এটি ডাউনলোড করতে আমাদের কত সময় প্রয়োজন হবে?

দ্বিতীয় কারণ, মূলধণের অভাব। মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্টে ক্যারিয়ার গড়তে, একজন ডেভেলপারকে ভালো কনফিগারেশনের কম্পিউটার কিনতে হয়। আর সেটি যদি অ্যাপল ভিত্তিক অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট হয় তাহলে তাঁর খরচ বেড়ে আকাশচুম্বি হয়ে যায়। বাংলাদেশের বাইরে একজন ছাত্র অ্যাপলের ডিভাইসে ৫০ শতাংশ ছাড় পায় আর আমাদের দেশে অ্যাপলের কোন ডিভাইস ঢুকলে জিনিসটির দাম বেড়ে বরং দ্বিগুন হয়ে যায়!

তৃতীয় কারণ, শিক্ষা ব্যবস্থা। ভার্সিটিগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে হতাশ হতেই হয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজন মেটানোর শিক্ষাব্যবস্থা নয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রতিবছর ৫০০০ আইটি গ্রাজুয়েট বের হলেও ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যাডার্ড শিক্ষার্থী বের হচ্ছে হাতে গোনা কয়েক'শ। এই শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে সবকিছু শিখেছেন বলেই তারা ইন্ডাস্ট্রি স্টান্ডার্ড হতে পেরেছেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করে বের হবার পর আবার শুরু হয় বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারে দৌড়াদৌড়ি। কিন্তু সেখানেও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ পাচ্ছেনা তারা। এই কারণে ইন্ডাস্ট্রি থেকে হতাশ হয়ে অন্যান্য পেশায় চলে যাচ্ছে অনেকে।

আমরা কি পারবো?

হতাশার কথাগুলো তো বলেই ফেললাম, এখন কথা হচ্ছে আমরা কি এ বাজারে প্রবেশ করতে পারবো না? সে প্রশ্নের উত্তর জানার আগে চলুন একটু গল্প বলি। ছেলেটির নাম আনিস, মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা। খুব আগ্রহী অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে। তবে তাঁর আসলে কোন কম্পিউটার ছিল না, বড় বোনের কম্পিউটার ব্যবহার করত। যেই কম্পিউটারটির কনফিগারেশন ছিল পেন্টিয়াম থ্রি, ৬৪ মেগাবাইট র‍্যাম আর ১০ গিবি হার্ডড্রাইভ! টানা ৯ বছর কম্পিউটারটি চালানোর পরও আনিস তাঁর বাবা-মাকে বলতে পারেনি আমাকে একটা নতুন কম্পিউটার কিনে দাও! পেন্টিয়াম থ্রি-র একটি কম্পিউটার থাকলেও আনিসের ছিল না কোন ইন্টারনেট সংযোগ। বন্ধুদের বাসায় এবং সাইবার ক্যাফেতেই চলত ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ের কাজ, সেই সঙ্গে প্রোগ্রামিং নিয়েও ব্যাপক লেখাপড়া চলত। প্রোগ্রামিং নিয়ে পড়ার সময়ই তিনি জানতে পারেন অনলাইন মার্কেটপ্লেস সম্পর্কে। ছোটখাট কাজে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার কাজ চলতে থাকে, সেই সঙ্গে নতুন নতুন

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

বিষয়গুলোতে লেখাপড়ার কাজও। মাঝখানে সি/সি++, ডটনেট ও জেএসপি'র প্রজেক্টগুলো মার্কেটপ্লেসগুলোকে বেশ গরম করে তুলেছিল। সে সময় এ বিষয়গুলো নিয়েই লেখাপড়া আর কাজ করতে থাকেন আনিস। আর স্মার্টফোনের প্রতাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট নিয়েও লেখাপড়া শুরু করেন তিনি।

তবে বিপত্তি বাঁধে আরেক জায়গায়, স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করতে স্মার্টফোন কিনতে হবে। আবার আইফোন অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করতে প্রয়োজন হবে অ্যাপল কম্পিউটার! কিন্তু এত ডিভাইস কেনার সামর্থ্য আনিসের ছিলনা। সাইবার ক্যাফের কম্পিউটারে বসেই অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হয় তাঁকে। এর মধ্যে আনিসের জীবনে একটি স্মরনীয় ঘটনা ঘটে। একজন মার্কেটপ্লেসে একটি সফটওয়্যার তৈরির প্রজেক্ট পোস্ট করে। বেশ সোজা একটি সফটওয়্যার হলেও তেমন কেউ সেটি সমাধান করতে পারেনি। উক্ত সফটওয়্যারের তৈরির কাজে এগিয়ে আসেন আনিস এবং সফলভাবেই সে প্রজেক্টটি শেষ করে আয় করেন ৫৫০ ডলার! আর এই অর্থ দিয়েই আনিসের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের কাজের যাত্রা শুরু হয়। এরপর আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। আনিস এখন সফল একজন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার, যার মাসিক আয় ছয় অংক ছাড়িয়ে! এই ঘটনা এখানে উল্লেখ করার লক্ষ্য একটাই, আনিস পারলে আপনিও পারবেন। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট কোন রকেট সায়েন্স নয় যে এই ক্ষেত্রে কাজ শুরু করে সফল হওয়া যাবেনা। এতক্ষন যে আনিসের গল্প বলা হচ্ছিল, সে আনিসের গল্প আসলে আমার জীবনেরই গল্প। এভাবে সংগ্রাম করেই আমাকে মোবাইল অ্যাপিৱকেশন ডেভেলপমেন্টে সফল হতে হয়েছে।

যা না জানলেই নয়

এবার মূল আলোচনায় আসা যাক, বলবো কিভাবে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট আসা যায় এবং এর চ্যালেঞ্জগুলো। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে আসতে আপনাকেজানতে হবে:

১. জাভা বা অবজেক্টিভ সি, সি++

২. অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অ্যানালাইসিস।

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOIGHOR

বেছেনিন আপনার প্লাটফর্ম

এই ক্ষেত্রে বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি প্লাটফর্ম হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস প্লাটফর্ম। এখান থেকে আপনার পছন্দের প্লাটফর্মটিকে বেছে নিতে হবে। অ্যান্ড্রয়েডের প্রোগ্রামিং ভাষা হল জাভা এবং এর অবজেক্টিভ। এই দুটি প্রোগ্রামিং ভাষা, সি এবং সি++ এর উপর নির্ভর করে। আপনি যেকোন প্রোগ্রামিং ভাষা শেখার পর আরও কিছু বিষয় জানতে হবে। যেমন: ভেরিয়েবল, অপারেটর, স্ট্রেটমেন্ট, কন্ডিশন, ইটারেটর, মেমরি ম্যানেজমেন্ট, অ্যারে এবং ফাইল অপারেশন।

আসুন দ্বিতীয় বিষয়টিতে আসি। প্রতিটি স্থাপনা তৈরি করতে যেমন বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের কিছু সার্বজনীন গৃহীত উপায় রয়েছে এখানেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। সবচেয়ে বড় কথা হল আপনার তৈরি করা অ্যাপ্লিকেশনটির নকশা। সফটওয়্যারের নকশা প্যাটার্ন প্রত্যেক প্রোগ্রামারের রপ্ত করা উচিত।

অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস এ দুটিতেই এমসিভি পদ্ধতিতে কাজ করতে হয়। ইভেন্ট হ্যান্ডেলিং ছাড়াও আরও কিছু ব্যাপার আছে যা অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং, অ্যানালাইসিস, ডিজাইন, ডেভেলপমেন্টের কৌশল রপ্ত না করলে বুঝতে অনেক সময় লেগে যেতে পারে।

কিভাবে শিখবেন?

কোন প্লাটফর্মের অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট শিখতে চান সেটির সিদ্ধান্ত নিন। এরপর গুগল থেকে জেনে নিন এ প্লাটফর্মে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট করতে আপনাকে কি কি জানতে হবে। এরপর শুরু করুন শেখা। ইন্টারনেট থেকেই অনেক কিছু শেখা সম্ভব। তবে হাতে কলমে এবং দ্রুত শিখতে ভালো মানের পেশাদার প্রতিষ্ঠানের কোন বিকল্প নেই।

লেখক: প্রফেশনাল অ্যাপস ডেভেলপার, অ্যাপ আর্কিটেক্ট
ডেভসটিম লিমিটেড

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

বিজনেস ফ্যাকাল্টি-র শিক্ষার্থীরা কি ফ্রিল্যান্সার হতে পারে না?

মোবারক হোসেন

আমার কাছে আজকাল অনেকেই আসেন অনলাইন মার্কেটপ্লেসে সাফল্য পেতে কি করতে হবে জানতে। সফলতা বলতে মানুষ কি বোঝায় তার সহজ একটা মানদন্ড আছে, সেটা হল টাকা। টাকার প্রয়োজন যেমন মানুষ ভেদে ভিন্ন হয়, সফলতাও তাই। এ সম্পর্কে আমি আরো নিঃসন্দেহ হই যখন দেখি একজন ব্যবসায় শিক্ষায় লেখাপড়া করা কেউ এসইও কিংবা গবেষণা বা অন্য কোন কাজ করে। এইসব কাজ একটাও খারাপ নয় বা সফলতার যে মানদন্ড তাতেও কেউ অসফল নয়, তাহলে? তাহলে যে ব্যাপারটা আমার মনে আসে তা হলো একটি প্রশ্ন, কেন?। আমি ওই ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার দিকে তাকাই, যেন ২ বছর আগের আমাকে দেখি! প্রায় ২ বছর আগে আমি যখন ওডেস্ক অ্যাকাউন্ট খুলি তখন দেশের স্বনামধন্য একটা ইন্সটিটিউট থেকে সবেমাত্র এমবিএ করছি। একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরিও করি প্রায় ৫ বছর হতে চলল। সেসময় খুললাম ওডেস্ক অ্যাকাউন্ট, এখন? সেখান থেকে টাকা কামাতে হবে শুধু এতটুকু জানি। আর টাকা কামাতে হলে কাজ করতে হবে। প্রশ্ন হলো আমাকে কাজ দেবে কেন? আমি কি পারি? সমাধান খুব সহজ। কিছু পারিনা তো ডাটা এন্ট্রি করি, এইটা না পারার তো আর কিছু নাই!

এভাবে প্রোফাইল তৈরি এবং সাজানো গোছানোর কাজ চলল কিছু দিন, ঘন্টাপ্রতি ১ ডলার হারে কাজ করি, টাকা কিছু কামাই তখন, তবে সেটি করতে বড় ক্লান্ত লাগে। দুয়েক ঘন্টা করার পর আর কোন উৎসাহ পাই না। টাকা কামানো যখন প্রধান চেষ্টা তখন এ অবস্থায় চিন্তিত হওয়ার কারণ আছে। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা, কেন এমন হচ্ছে? চিন্তা ভাবনা শুরু হলো নতুন করে। এ সময়টা আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সময়। আমি ভাবলাম আমার লেখাপড়া কোন কাজে লাগাই না কেন? তখন প্রোফাইল আপডেট করলাম একজন বিজনেস প্রফেশনাল হিসেবে। টাকার কথা চিন্তা করি নাই তখন। একাডেমিক শিক্ষা কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছি, হাইপোথেটিক্যাল কোম্পানী তৈরি করে অ্যানালাইসিস করেছিলাম পোর্টফোলিও যোগ করার জন্য। আত্মবিশ্বাস ছিল, আমার দক্ষতা খারাপ না, সাফল্য আসবেই!

সাফল্য পেতে সময়ও লাগলো না। তারপর আস্তে আস্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলাম বিজনেস প্লানার হিসাবে। সেইদিনের বিজনেস প্লানার হিসাবে কাজ শুরুর পর আজ আমি ওডেস্কেও ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এবং প্লানিং সাব ক্যাটেগরিতে গ্লোবাল র‍্যাংকিংয়ে ২০ তম পর্যায়ে আছি! একজন বাংলাদেশি হিসাবে এ অর্জন একেবারেই কম নয়।

সাফল্য সহজে আসে না। কিন্তু নিজের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে, ধৈর্য ধরে এগিয়ে যেতে থাকলে সাফল্য আসবেই। আমি অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ শুরু করেছি একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে, এখন নিজেকে বিজনেস কনসালট্যান্ট হিসেবে পরিচয় দিতে ভালবাসি, আর এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছি ওয়েব এন্টারপ্রেনার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে।

নিজের সম্পর্কে এইসব কথা বললাম নিজেকে বড় করে দেখানোর জন্য নয়। উদ্দেশ্য হল, আমি সফল হলে আপনি পারবেন না কেন, এই উপলব্ধি নিয়ে আসা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কাজে লাগিয়ে সফল হওয়াই সহজ এবং কম ঝুকিপূর্ণ।

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

ব্যবসায়িক শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ

প্রতিটি মার্কেটপ্লেসে কাজগুলোকে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ভাগ করা আছে। আজকের দিনের ওডেস্কে অ্যাভেইলেবল কাজের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে পরিসংখ্যানটা ঠিক এরকম:

ক্যাটেগরি	কাজের সংখ্যা
কাস্টোমার সার্ভিস	৫৪২
নেটওয়ার্ক এবং ইনফরমেশন সিস্টেমস	৮৩১
বিজনেস সার্ভিস	১৪৪৫
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাপোর্ট	৩৫৪৬
সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট	৪৮৫৪
ডিজাইন এবং মাল্টিমিডিয়া	৬৩৫৭
লেখালেখি এবং অনুবাদ	৬৮৯৮
বিক্রয় এবং বিপণন	৭৩৭০
ওয়েব ডেভেলপমেন্ট	১৩৯১৭

একজন ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ছাত্রের জন্যে তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ বিজনেস সার্ভিস এবং বিক্রয় ও বিপণন ক্যাটেগরিতে প্রচুর কাজ রয়েছে। আসুন দেখি বিজনেস ফ্যাকাল্টির একজন ছাত্র অ্যাকাডেমিক শিক্ষা অনুযায়ি কি কি কাজ করতে পারবেন।

কাজের নাম	যে দক্ষতা দরকার
হিসাব রক্ষণ	হিসাব বিজ্ঞান
মানব সম্পদ/পেরোল	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা	অর্থসংস্থান
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	ব্যবস্থাপনা
ব্যবসায় পরামর্শ	অর্থসংস্থান, বিপণন
কর্মী নিয়োগ	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা
ব্যবসায় এবং বিপণন পরিকল্পনা	অর্থসংস্থান, বিপণন
বাজার গবেষণা এবং জরিপ	বিপণন

অর্থই যখন বিবেচ্য

অর্থ উপার্জন একজন ওয়েব প্রফেশনালের প্রথম বিবেচনার বিষয় যদি হয়, তাহলে কোন কাজে কত টাকা আয় হয় তার একটা ধারণা নেয়া যাক।

দক্ষতা	গড় ঘন্টাপ্রতি শ্রমমূল্য (ডলার)
এসইও	৬.০৬
এসএমএম	৬.৮০
হিসাবরক্ষণ	৭.০২
অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	৮.৮২
ব্যবসা পরিকল্পনা	১১.৭২
বাজার গবেষণা	১২.১৩

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

উপরের তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, কেউ চাইলে তার জন্যে তার ব্যবসায় শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক কাজ আছে এবং টাকাও ভালোই পাওয়া যাবে। এবার আসেন দেখি মার্কেটপ্লেসে এ সংক্রান্ত ট্রেন্ড টা কেমন।

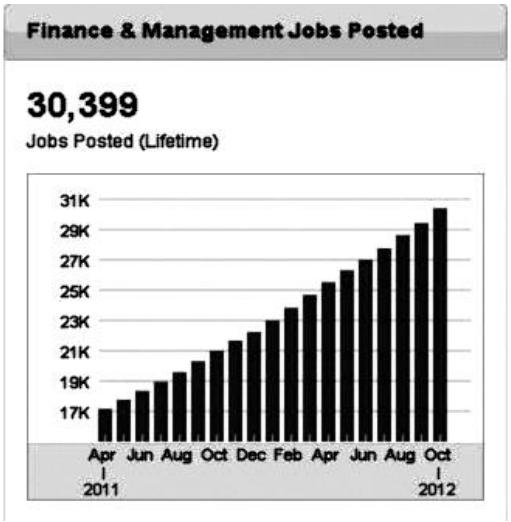

এইসব ডাটা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি চান, সঠিক দক্ষতা যদি থাকে তবে কাজের অভাব হবে না।

প্রতিবন্ধকতা

১. পুরনো শিক্ষাব্যবস্থা:

এটা একটা জাতীয় সমস্যা, ব্যক্তিগত পর্যায়ে তেমন কিছু করারও নেই। এই শিক্ষাব্যবস্থা আপনাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করার জন্যে একদমই তৈরি করেনা। তবে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করে এই বাধাটি দূর করা যেতে পারে। এরজন্য খুব বেশি কিছু করতে হবে এমনটিও নয়। একটু ইন্টারনেটে সময় দেওয়া, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কি হচ্ছে সে সম্পর্কে একটু খোঁজ রাখা এবং সাধারণ টুলসগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া। এই ছোট ছোট কাজ প্রফেশনাল হতে আপনাকে সহায়তা করবে।

২. আন্তর্জাতিক ব্যবসা সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জ্ঞান:

যদিও বিজনেস ফ্যাকাল্টিতে আন্তর্জাতিক ব্যবসা পড়ানো হয় তারপরও আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলবো, এটা তেমন যথেষ্ট নয়। খুব সাধারণ একটা উদাহরণ দেই, আপনার বন্ধু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে চান, তো প্রথম কাজ উনি কি করবেন? উনি পরিচিতজন কে ব্যাংকে কাজ করেন তার কাছে যাবেন পরামর্শ করতে। নিদেনপক্ষে কেউ যদি এ রকম চেনা না থাকেন, তাহলে পরিচিতজনের মধ্যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এমন কারো কাছে যাবেন বুদ্ধি পরামর্শের জন্যে। অন্যান্য দেশে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। তাঁরা জানে, কিভাবে Google ব্যবহার করে সবকিছুকে খুঁজে নিতে হয়। আর ঠিক এই সহজ কাজটির সাথেই জড়িয়ে আছে কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা! একজন আন্তর্জাতিক ব্যবসা পেশাদার হিসেবে আপনাকে এই ব্যাপারগুলো অবশ্যই জানতে হবে।

৩. ব্যবসা প্রযুক্তি

আমাদের তুলনায় আন্তর্জাতিক বাজারে প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক বেশি। যেমন- হিসাবরক্ষণ সফটওয়্যার। আমাদের দেশিয় প্রতিষ্ঠানগুলো হিসাবরক্ষণের জন্য সাধারণত সফটওয়্যার ব্যবহার করেনা, কাগজ কলমেই সবকিছু রক্ষণাবেক্ষণ করে। আমরা তাই এ প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত নই তেমন। কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে সফটওয়্যার ব্যবহারের কালচার খুব বেশি, তাই তাঁদের

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

কাজ করতে গেলে আমাদেরও এ ধরণের সফটওয়্যারের কাজ জানতে হবে। এছাড়া মার্কেটিং মানেই এখন অনলাইন মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট টুলসও আছে হাজার প্রকার। আমাদেরকে এসব টুলসের ব্যবহার সম্পর্কেও জানতে হবে।

৪. গাইডলাইনের অভাব

অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ করে বাংলাদেশের এরকম অনেককে চিনি, তাঁদের মধ্যে খুব হাতেগোনা কয়েকজন ব্যবসায় শিক্ষায় লেখাপড়া করেছেন এবং এধরণের কাজ করেন। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই অনেকেই জানেনই না যে ব্যবসায় শিক্ষার ছাত্ররা তাদের নিজেদের পড়া বিষয়েই মার্কেটপ্লেসে কাজ করতে পারেন। আর এই অজ্ঞতার কারণে ব্যাবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থী কেউ ফ্রিল্যান্সিংয়ে আসতে চাইলে অন্যরা তাঁকে পরামর্শ দেন হয় এসইও শিখতে কিংবা ওয়েব ডিজাইন বা ওয়েব ডেভেলপমেন্টে ক্যারিয়ার গড়তে!

কোন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের বিজ্ঞাপন দিতে চাই না, তবে মনে করি অবশ্যই ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। নতুবা নতুনদের এ ক্ষেত্রে আসতে প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হবে।

আশার আলো

ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষিত একজন কিন্তু কিছু সুবিধা পায় অন্য লাইনের যে কোন প্রফেশনালের চেয়ে। সমস্ত কাজের পেছনেই রয়েছে একটি ব্যবসা, আর বিজনেস শিক্ষায় শিক্ষিত প্রফেশনালের চেয়ে আর কে ব্যবসা ভালো বুঝবেন! আর ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষার্থীদের একটি বিশেষ সুবিধা হলো- বিজনেস কমিউনিকেশন তাঁদের শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পড়ানো হয়। এটি কেবল ফ্রিল্যান্সিংই নয়, সবক্ষেত্রে সফলতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

একটি কথা যোগ না করলেই নয়। আমাদের দেশিয় ওয়েব উদ্যোক্তারা যেভাবে এগিয়ে আসছেন, খুব ভাল একটা সুযোগ কিন্তু দেশিয় মার্কেটেই তৈরি হচ্ছে। শুধুমাত্র ব্যাংকে লোভনীয় (?) চাকুরিই নয়, দেশীয় কোম্পানির হয়ে আপনি আন্তর্জাতিক

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

ব্যবসায়ও কন্ট্রিবিউট করতে পারেন। সবার উপরে আছে যে সুযোগ সেটা হলো ওয়েব এন্টারপ্রেনেয়র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ।

মার্কেটপ্লেসে সফল হওয়ার প্রধান উপায় হল স্পেশালাইজড হওয়া। সেটা এসইও হোক, ওয়েব ডিজাইন হোক কিংবা বিজনেস পল্বান ডেভেলপমেন্ট হোক। আপনি যদি ৪/৫ বছর ধরে কোন একটা বিশেষ বিষয়ে লেখাপড়া করে থাকেন তাহলে কি অন্য কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্পেশালাইজড হওয়া সোজা নাকি যে বিষয়টি আপনি অ্যাকাডেমিকভাবে দীর্ঘদিন পড়ে এসেছেন সেটি নিয়ে আরেকটু লেখাপড়া করলে সহজ হবে এটা ভাবার বিষয়। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের যে যায়গায় নেতৃত্ব দেওয়ার কথা সেখানে অধিকাংশ লোকজন জানেই না কত বড় সুযোগ তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে!

লেখক: বিজনেস কনসালটেন্ট, ওডেস্ক
ওয়েবসাইট: apexbusinessplan.com

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

বগ লিখে হাজার ডলার!

নাসির উদ্দিন শামীম

প্রতিদিন কত ওয়েবসাইট ভিজিট করেন আপনি? কখনো কি খেয়াল করেছেন 'অ্যাডস বাই গুগল' বা 'অ্যাডচয়েজ' এমন লেখা বিজ্ঞাপন? এগুলো কোথা থেকে আসে জানেন? গুগল অ্যাডসেন্স থেকে! আপনি যদি অ্যাডস বাই গুগল লেখা কোন বিজ্ঞাপনে ক্লিক করেন তাহলে উক্ত ওয়েবসাইটের মালিক গুগলের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রেভিনিউ পাবে। ইন্টারনেটে যত ওয়েবসাইট আছে তার অধিকাংশ ওয়েবসাইটই এই গুগল অ্যাডসেন্স থেকে আয় করে থাকে।

গুগল অ্যাডওয়ার্ডসের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনদাতারা গুগলকে বিজ্ঞাপন দেয় আর সে বিজ্ঞাপনগুলো গুগল অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে ওয়েবমাষ্টার বা ব্লগাররা তাঁদের সাইটে প্রদর্শন করে। এটি অনলাইনে টাকা উপার্জনের একটি বৈধ এবং জনপ্রিয় মাধ্যম, যা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত।

কিভাবে গুগল অ্যাডসেন্স থেকে আয় করা যায়?

গুগল অ্যাডসেন্স থেকে আয় করতে হলে প্রথমেই যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে একটি তথ্যবহুল ওয়েবসাইট বা ব্লগ; যেখানে নির্দিষ্ট কোন একটা বিষয়ের উপর প্রচুর তথ্য উপাত্ত থাকবে এবং বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিন যেমন গুগল, ইয়াহু, বিং থেকে ভিজিটররা এসে ওয়েবসাইট বা ব্লগে তাদের আকাংখিত তথ্য এবং সমাধান পাবে। দ্বিতীয়ত, একটি গুগল অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। গুগল অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের জন্য গুগলের নিজস্ব প্রাইভেসি পলিসি এবং টার্মস অব সার্ভিসেস গুলো মেনে আবেদন করতে হয়। দুই ধাপের ভেরিফিকেশন প্রসেস সম্পন্ন হওয়ার পর গুগল অ্যাডসেন্স কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে অ্যাপ্রুভাল দেয়।

আবেদন গৃহীত হওয়ার পর, ওয়েবমাস্টার বা ব্লগারকে অ্যাডসেন্স সাইট থেকে বিজ্ঞাপন জেনারেট করে তাদের নিজস্ব সাইটে বসাতে হয়। অ্যাডসেন্স রোবট সাইটের কনটেন্টের উপর ভিত্তি করে কন্টেক্সচুয়াল বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে এবং ভিজিটররা উক্ত বিজ্ঞাপনে ক্লিক করা মাত্রই পাবলিশারদের অ্যাকাউন্টে প্রাপ্ত টাকাটা জমা হয়। প্রতি মাসের শেষের দিকে অ্যাডসেন্স কর্তৃপক্ষ অ্যাকাউন্টধারীর ঠিকানায় চেক ইস্যু করে।

গুগল অ্যাডসেন্সে সাফল্য পেতে কতদিন লাগতে পারে?

গুগল অ্যাডসেন্সে সাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করে ওয়েবসাইট বা ব্লগের কনটেন্ট এবং সাইটে আসা ট্রাফিকের উপর। কেউ যদি ব্লগ বা ওয়েবসাইট তৈরি করার ঠিক ২ মাসের মধ্যেই প্রচুর পরিমান ট্রাফিক সাইটে আনতে পারে, তবে ঠিক ২ মাস পর থেকেই আয় করা সম্ভব। হতাশ না হয়ে, নিয়মিত ভালো মানের কনটেন্ট লিখে যেতে পারলে গুগল অ্যাডসেন্স থেকে সাফল্য আসতে বাধ্য। যদি লেগে থাকার মতো ধৈর্য থাকে এবং নিয়মিত নতুন নতুন কনটেন্ট লিখে যাওয়া যায় তবে কেউ অ্যাডসেন্স নিয়ে কাজ শুরু করার ঠিক ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যেই সাফল্য পেতে পারে।

একজন অ্যাডসেন্স পাবলিশার মাসে কত টাকা আয় করতে পারে?

বগ লিখে শত কোটি টাকা আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের তরুণদের মধ্যে। শুধু গুগল অ্যাডসেন্সের একটি আয়ের তথ্য দেই। গুগল অ্যাডসেন্স মূলত গুগলের একটি পণ্য। গতবছর গুগল এ পণ্য থেকে আয় করেছে ৭৭ হাজার ৬৮০ কোটি টাকারও বেশি বেশি পরিমাণ অর্থ (সূত্র: উইকিপিডিয়া)। তাঁরা মধ্য সুবিধা প্রদাণকারী হিসাবে কেটে রাখে।

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

এখন ৩২ শতাংশ থেকেই গুগলের যদি আয় হয় ৭৭ হাজার কোটি টাকার বেশি, তাহলে ৬৮ শতাংশ পেয়ে অ্যাডসেন্স পাবলিশারদের আয় কত হিসাব করে দেখেছেন কখনও? আর এ আয়ের মাত্র ১ শতাংশও যদি বাংলাদেশি তরুণরা পায় তাহলে মোট কি পরিমাণ অর্থ দেশে আসা সম্ভব একবার হিসাব করে দেখুন। অন্যান্য দেশের অনেক তরুণ-তরুণীরাই একমাত্র গুগল অ্যাডসেন্স থেকে মাসে ৩০ হাজার ডলারের উপরে আয় করছেন। সঠিক দিক নির্দেশনা আর নিয়মিত সাধনা করে গেলে বাংলাদেশিরাও সমপরিমাণ বা তারচেয়ে বেশি আয় করতে পারে প্রতি মাসে।

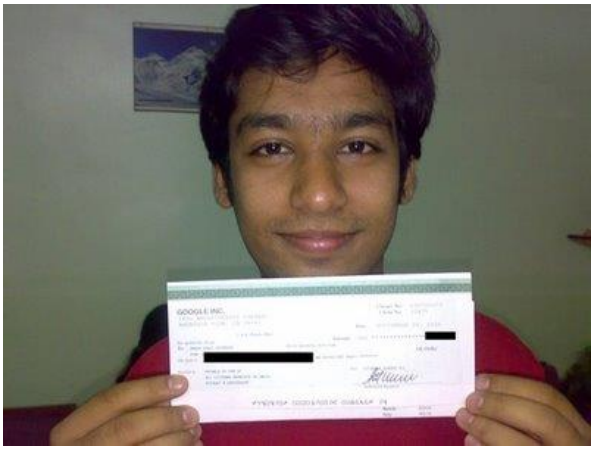

কিভাবে গুগল অ্যাডসেন্সের চেক দেশে আনবেন এবং কোথায় ক্যাশ করাবেন?

গুগল অ্যাডসেন্সের চেক সাধারনত দুটি উপায়ে বাংলাদেশে আনা যায়। একটি হলো- ডাক বিভাগের সাধারণ সার্ভিসের মাধ্যমে অথবা ডিএইচএল কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। সাধারণ ডাক সার্ভিসের মাধ্যমে একটি চেক ১৫ থেকে ২০ দিনের মতো সময় নেয় ঠিকানামতো পৌছাতে। তবে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মাত্র ৪ দিনের মধ্যেই চেক আনা সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় অনেক সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংক গুগল অ্যাডসেন্সের চেক ক্যাশ করে থাকে। সরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে জনতা ব্যাংক এবং সোনালী ব্যাংক অন্যতম। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে এক্সিম ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংক, এইচএসবিসি এবং ডাচ-বাংলা ব্যাংক গুগলের চেক ক্যাশ করে থাকে। লোকাল ব্যাংকগুলোতে ২০ থেকে ৪৫ দিনের মতো সময় লাগে একটি চেক ক্রেডিট হতে।

বাংলাদেশের তরুণরা গুগল অ্যাডসেন্সে কেমন করছে এবং তাদের সম্ভাবনা কতটুকু?

বাংলাদেশে এখন এমন গুগল অ্যাডসেন্স পাবলিশার রয়েছেন যারা ব্লগ লিখে আয় করছেন ৩ থেকে ৫ হাজার ডলার পর্যন্ত। বাংলাদেশি তরুণরাই যে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় করছেন তা আমি নিজেও জানতাম না এতদিন, সম্প্রতি ব্যাংকে আমার চেক জমা দিতে গিয়ে সংশ্লিষ্ঠ ব্যাংক অফিসারের মুখেই শুনেছি একজন তরুণের গল্প, যে কিনা প্রতিমাসেই ৩ থেকে ৫ হাজার ডলারের গুগল অ্যাডসেন্স চেক জমা দেয় প্রতিমাসে। বাংলাদেশে গুগল অ্যাডসেন্সে খুব ভালো করছে এরকম তরুন তরুনির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। অনেকেই প্রফেশনাল ব্লগিং এর দিকে নজর দিচ্ছে এবং উত্তরোত্তর নিজের দক্ষতা উন্নয়ন করে অ্যাডসেন্স থেকে বেশ ভালো অংকের টাকা আয় করছে। বর্তমানে প্রায় ৩৫ টি দেশের ভাষায় অ্যাডসেন্স চালু রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বাংলা ভাষায় এখনো অ্যাডসেন্স পাওয়া যায় না। অ্যাডসেন্স যদি বাংলা ভাষা সাপোর্ট করে; তবে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বাংলা ব্লগাররা প্রচুর আয় করার স্বপ্ন দেখতে পারে।

গুগল অ্যাডসেন্সে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের কোথায় কোথায় উন্নতি করতে হবে?

গুগল অ্যাডসেন্স সেক্টরে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। গুগল অ্যাডসেন্সের সফলতা অনেকাংশেই কনটেন্টের উপর নির্ভর করে। ইন্টারনেটে কনটেন্ট তৈরি করতে হলে এবং এ থেকে আয় করতে হলে অবশ্যই আপনাকে ইংরেজি কনটেন্ট ডেভেলপ করা জানতে হবে, অর্থ্যাৎ কনটেন্ট তৈরিতে যেমন দক্ষতা থাকতে হবে তেমনি ইংরেজিও ভালো লিখতে জানতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশের অধিকাংশ তরুণ ইংরেজিতে খুবই দুর্বল, আর এ কারণেই কনটেন্ট ডেভেলপমেন্টে ভালো কিছু করতে পারেনা। ইংরেজি না জানা তাই আমাদের জন্য বেশ বড় একটি সমস্যা।গুগল অ্যাডওয়ার্ডের মাধ্যমে গুগল যত টাকা পায় তার ৬৮ শতাংশই দিয়ে দেয় অ্যাডসেন্স পাবলিশারদের, আর মাত্র ৩২ শতাংশ পায় গুগল।

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, আমরা সঠিকভাবে মার্কেটিং করতে জানিনা। একটি ব্লগ পোস্ট আমি লিখলাম, সেটি তো পাঠকের দোরগোড়ায় পৌছতে হবে, নাকি? কিন্তু অধিকাংশ নবীন ব্লগার জানেননা একটি ব্লগের মার্কেটিং আসলে কিভাবে করতে হয়। এজন্য কমিউনিটি তৈরি করা, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন জানা এবং ব্লগের ব্র্যান্ডিং সহ নানা বিষয় জানার প্রয়োজন হলেও আমরা সেগুলো ভালোমতো জানিনা। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, গুগলের অ্যাডসেন্স পাবলিশারদের অ্যাকাউন্ট বাতিল হয়ে যাওয়া। বাংলাদেশি কোন পাবলিশারের ওয়েবসাইটে একটু বেশি ক্লিক থ্রু রেশিও (সিটিআর) অর্থ্যাৎ ক্লিকের হার বেশি হলেই অ্যাকাউন্ট বাতিল হয়ে যায়। এ কারণেই অনেক ব্লগার মাঝপথে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। আমি নিজেও একবারে ৩ লক্ষাধিক টাকা সহ গুগল অ্যাডসেন্স থেকে ব্যান খেয়ে অনেকদিন ব্লগিং থেকে দূরে ছিলাম। যদিও ব্লগিং প্যাশন আমাকে ব্লগ লেখা থেকে বেশিদিন দূরে রাখতে পারেনি।

শুধুমাত্র বেসিক ইংরেজি জ্ঞান এবং নিয়মিত লিখে যাওয়ার ধৈর্য্যই গুগল অ্যাডসেন্সে সাফল্য পাওয়ার মূলমন্ত্র। বাংলাদেশী তরুন এবং বেকার যুবকরা তাদের অলস সময়ের কিছুটা সময় এর পিছনে ব্যয় করলে তাদের জীবনধারাই পাল্টে যেতে পারে। টাকা উপার্জনের এই ফ্রি এবং বৈধ প্লাটফর্মটিকে সঠিকভাবে কাজে লাগান গেলে বাংলাদেশ এই সেক্টর থেকেই প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে।

গুগল অ্যাডসেন্সে সাফল্য পেতে হলে কি কি জানা জরুরি?

গুগল অ্যাডসেন্সে সাফল্য লাভের বেশ কতগুলো মূলমন্ত্র রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হচ্ছে:

- পাঠক যাতে আপনার ব্লগ পড়ে স্বাচ্ছন্দ্য পায় এবং তার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো নোট করে রাখতে পাওে সেজন্য পয়েন্ট অথবা লিস্ট আকারে ব্লগ লিখুন। কখনো সার্চ ইঞ্জিনকে টার্গেট করে অযাচিত কিওয়ার্ড দিয়ে ব্লগ বানাবেন না। কারণ সার্চ ইঞ্জিনগুলো বড়জোর আপনাকে পাঠক এনে দিতে পারবে কিন্তু পাঠক যদি সাইটে বেশি সময় অবস্থান না করে তবে কখনো বিজ্ঞাপনেও ক্লিক করবে না।

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

- একজন ব্লগারের লেখা পড়তেই পাঠকরা তাঁর ওয়েবসাইটে আসবেন। আর ওয়েবসাইটে ভিজিটর আসা মানেই যখন সাফল্য তখন সাফল্য পেতে এই লেখার প্রতিই সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া জরুরি। আপনি যত সুন্দর লিখতে পারবেন সাফল্যও ততদ্রুত আপনার দরজায় উঁকি দেবে।
- ব্লগে প্রতিটি আর্টিকেল পাবলিশ করার সময় রিলেটেড ছবি ব্যবহার করবেন। গবেষনায় দেখা গেছে যে, আর্টিকেলে ছবি থাকলে তা বিজ্ঞাপনে ক্লিক বেশি পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে কখনোই ছবির গা ঘেষে বিজ্ঞাপন বসানো যাবে না। ছবি থাকলে আর্টিকেল পড়তে মানুষজন আগ্রহী হয় এবং বেশি সময় ধরে সাইটে অবস্থান করে। একটা জরিপে দেখা গেছে যে, একজন ভিজিটর যদি বেশকিছু সময় ধরে সাইটে অবস্থান করে তবে তার মধ্যে আরো তথ্য জানার একটা আগ্রহ তৈরী হয় এবং তখনই কেবল সে বিজ্ঞাপনে ক্লিক করে।
- প্রথমেই খুব বেশি টাকা পাওয়া যায় এমন কিওয়ার্ড টার্গেট করে ব্লগ বানাবেন না। প্রথমে কমদামি কিওয়ার্ড টার্গেট করুন এবং সাইটে ভিজিটর আসতে শুরু করলে তারপর বেশি টাকা পাওয়া যায় এমন কিওয়ার্ড টার্গেট করুন।
- নিয়মিত ভালো মানের লেখা পাবলিশ করুন। লেখা কখনোই অন্য সাইট থেকে কপি করা যাবে না। লেখার মান ভালো হলে সার্চ ইঞ্জিন থেকে প্রচুর ভিজিটর পাওয়া যাবে। যেহেতু মোট ক্লিকের উপর টাকার পরিমাণ নির্ভর করে, সেহেতু যত বেশি সম্ভব ট্রাফিক আনা যায়, আয় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- কপিরাইট করা ছবি ব্যবহার করা যাবে না। কপিরাইটেড ছবি ব্যবহার করলে গুগল যেকোন সময় অ্যাকাউন্ট বাতিল করে দিতে পারে।
- উৎকট ছবি, উৎকট রং এবং অযাচিত উইজেট ব্যবহার করা যাবে না। এগুলো পাঠককে বিভ্রান্ত করে এবং সাইটের বাউন্স রেট বাড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে বিজ্ঞাপনে ক্লিক করার সম্ভাবনাও কমিয়ে দেয়।
- মোটামুটি সার্চ হয় এরকম কিওয়ার্ড টার্গেট করে ব্লগ তৈরি করুন। গুগলের এক্সটারনাল কিওয়ার্ড টুল ব্যবহার করে, কিওয়ার্ড রিসার্চ এবং কম্পিটিটিভ এনালাইজ করে সঠিক কিওয়ার্ডগুলো নির্বাচন করুন এবং তার উপর ভিত্তি করে কনটেন্ট তৈরী করুন। যত বেশি কনটেন্ট পাবলিশ করা যায়, আয়ের সম্ভাবনা ততই বেশি।
- একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ব্লগিং করুন। জগাখিচুড়ি টপিক নিয়ে ব্লগিং করলে রিলেভেন্ট অ্যাডভারটাইজমেন্ট পাওয়া যায় না। ফলে বিজ্ঞাপনে ক্লিক পাওয়ার হার কমে যায়। সবচেয়ে ভাল হয় যদি গতানুগতিক টপিক সিলেক্ট না করে মার্কেট রিসার্চ করে এমন একটা টপিকে ব্লগিং করা যায় যেটা নিয়ে সচরাচর মানুষ ব্লগিং খুব কম করে। এতে করে কম্পিটিশন কম হয় এবং খুব সহজেই সার্চ ইঞ্জিন থেকে ভিজিটর পাওয়া যায় এবং বিজ্ঞাপনের কস্ট পার ক্লিকও (প্রতি ক্লিকের মূল্য) বেশি পাওয়া যায়।
- নিয়মিত সাইটের ট্রাফিক, সিটিআর (ক্লিক পড়ার হার) এবং পেজ ইম্প্রেশন মনিটর করুন। ইনভ্যালিড অথবা অস্বাভাবিক পরিমাণ ক্লিক পড়লে সাথে সাথে সেটা গুগলের কাছে রিপোর্ট করুন। এতে করে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ব্যান হওয়া থেকে বেঁচে যাবেন।

- গুগল অ্যাডসেন্স এবং অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং নিয়ে বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের সঙ্গে আলাপচারিতা

লেখক: প্রফেশনাল ব্লগার এবং প্রধান যোগাযোগ কর্মকর্তা
ডেভসটিম লিমিটেড

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

বিলিয়ন ডলারের বাজার থেকে যা পেতে পারি

মাসুদুর রশীদ

গত ৩ দিন ধরে আপনার ঠান্ডা জ্বর। ডাক্তারের কাছে গেলেন চিকিৎসার জন্য। ডাক্তার আপনাকে কিছুক্ষণ দেখে বললেন, কিছু মেডিকেল টেস্ট করা লাগবে। টেস্টের ফলাফল না দেখে আমি কোন ঔষধ দিতে পারব না। সাথে বলে দিলেন এবিসি ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে টেস্টগুলো করাতে।

ডাক্তার কেন এবিসি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের নাম বললেন? তিনি তো অন্য কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টারের নামও বলতে পারতেন। এর কারণ হল- পূর্ব থেকে ডাক্তারের সাথে এবিসি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের চুক্তি রয়েছে, যেখানে বলা ছিল- ডাক্তারের রেফারেন্সে যত রোগী এই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আসবেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকার উপর নির্দিষ্ট হারের কমিশন ডাক্তারকে দেওয়া হবে। ডাক্তার এই যে রোগীকে একটি রেফারাল দিয়ে নির্দিষ্ট অর্থ আয় করলেন এটিই উক্ত ডাক্তারের অ্যাফিলিয়েট আয়।

অন্যের পণ্য বা সেবা প্রচার এবং প্রচারণার মাধ্যমে বিক্রি করে দেওয়া বা বিক্রি করতে সাহায্য করা এবং সেটা থেকে নির্দিষ্ট হারে কমিশন গ্রহণ করা হচ্ছে একজন মার্কেটারের অ্যাফিলিয়েশন আয়। আর এই পুরো প্রক্রিয়াটিই অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করার যত উপায় আছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হচ্ছে তন্মধ্যে অন্যতম কার্যকরী মাধ্যম। এই মাধ্যমকে ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের পণ্যের প্রচার চালিয়ে আয় করতে পারেন ইন্টারনেট মার্কেটাররা।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে তিনটি পক্ষ থাকে:

১. পণ্য বা সেবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান

২. নেটওয়ার্ক

৩. অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার

[অনেক ক্ষেত্রে ২য় পক্ষটি থাকে না। শুধু থাকে পণ্য বা সেবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আর আপনি নিজে]

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানঃ ইন্টারনেটে পণ্যের প্রচার এবং দ্রুত পণ্যকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতেই অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সুবিধাটি চালু করে উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। আমি উপরে যে এবিসি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদাহরণ দিয়েছিলাম এক্ষেত্রে এবিসি ডায়াগনস্টিক সেন্টারই সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, অর্থ্যাৎ প্রথম পক্ষ।

যে কারণে উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করতে চান সেগুলো হল:

- বিশ্বব্যাপী দ্রুত পণ্যের প্রচারণার জন্য
- বিক্রি বাড়ানোর জন্য
- পণ্য বা সেবার মার্কেটিং খরচ কমানোর জন্য
- পণ্য বা সেবার ব্র্যান্ডিং বাড়ানোর জন্য

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

নেটওয়ার্কঃ নেটওয়ার্ক হল মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান। এরা পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে দেয় এবং পণ্য বিক্রি ও অর্থ পাবার নিশ্চয়তা দেয়। অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্কে পৃথিবীর নামি-দামি সব প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবা তালিকাভুক্ত থাকে যেখান থেকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটাররা খুব সহজেই তার পছন্দের পণ্য বা সেবা বেছে নিতে পারে এবং সেটিকে নিজস্ব চ্যানেলে প্রচার চালিয়ে উক্ত পণ্যের বিক্রি বাড়াতে পারে।

নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিক করে দেয় কোন পণ্য বিক্রি করলে একজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার কত কমিশন পাবেন। নেটওয়ার্কে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্ট থাকে যেখানে তাঁরা তাঁদের আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে। এছাড়াও নেটওয়ার্ক পাবলিশার এবং উৎপাদনকারীকে নিরাপত্তা দেয়। উৎপাদনকারীর কোন পণ্য বা সেবা যদি কোন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার বিক্রি করে দেয় তাহলে তার প্রাপ্য কমিশন প্রদান করতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকবে। অপর দিকে উৎপাদনকারীর পণ্য বা সেবা যাতে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার তার নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন মেনে বিক্রি করে সেটার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। আর এই কাজের জন্য নেটওয়ার্ক উভয় পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট হারে কমিশন রাখে। নিচে জনপ্রিয় কিছু নেটওয়ার্কের নাম দেওয়া হল:

- ক্লিকব্যাংক
- কমিশন জাংশন
- লিংকশেয়ার
- আমাজন
- শেয়ারএসেল
- ওয়ারিয়রপাস
- অ্যাফিলিয়েটউইন্ডো

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার: অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার হলেন যারা পণ্য ইন্টারনেটে প্রচার চালিয়ে সেটি বিক্রিতে সহায়তা করেন এবং এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আয় করেন। এজন্য অ্যাফিলিয়েট মার্কেটাররা যে ধরণের পণ্য পছন্দ করেন সেগুলো এফিলিয়েশন নেটওয়ার্ক থেকে পছন্দ করতে হয়। এরপর অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্কে উক্ত পণ্য বিক্রি করার জন্য অ্যাকাউন্ট তৈরি

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

করতে হয়। নেটওয়ার্ক অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারের আবেদন যাচাই বাছাই করার পর তাঁকে উক্ত পণ্য অ্যাফিলিয়েট করার অনুমতি দিবে আর সাথে দিবে একটা গোপনীয় লিংক। এই লিংকের মাধ্যমে উক্ত পণ্যকে প্রমোট করতে হয় একজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারের। এরপর উক্ত লিংক ধরে যত মানুষ পণ্য কিনবে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারের অ্যাকাউন্টে যুক্ত হয়। আর নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ জমা হলে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার সেই অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন।

অ্যাফিলিয়েট পণ্য বা সেবা প্রমোট করার জন্য মার্কেটারকে অবশ্যই কিছু পন্থা অবলম্বন করতে হয়। অধিকাংশ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার ব্লগিং ও ইমেইল মার্কেটিংয়ের সাহায্যে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করে থাকেন। এখন হয়তোবা প্রশ্ন জাগতে পারে ব্লগিং ও ইমেইল মার্কেটিং কি?

ব্লগিং হলো অ্যাফিলিয়েট পণ্য বা সেবার উপর বিভিন্ন তথ্য নিজের বা অন্যের ওয়েবসাইটে লেখা। যাতে ক্রেতারা উক্ত পণ্য সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আর অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারকে উক্ত লেখায় পাঠককে পণ্য কেনার জন্য আগ্রহী করা হয়। এরপর লেখায় নির্দিষ্ট পণ্যের অ্যাফিলিয়েট লিংকও থাকে। এ লিংক ধরেই সাধারণত পাঠকরা পণ্যটি কিনে থাকে।

তবে ব্লগ লিখলেই যে উক্ত ব্লগ অনেক মানুষ পড়বে এমনটি নয়। এজন্য ব্লগ লেখার পর উক্ত ব্লগের জন্যও মার্কেটিং করার প্রয়োজন পড়ে। এজন্য সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং জানার প্রয়োজন পড়ে, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন করতে হয়।

আর ইমেইল মার্কেটিং হল, কাঙ্খিত গ্রাহকদের নিকট পণ্যের সম্পর্কে অবহিত করে ইমেইল দেওয়া যেখানে পণ্যের অ্যাফিলিয়েট লিংক থাকবে। যেখান থেকে কাঙ্খিত গ্রাহক পণ্য কিনতে পারবে এবং পণ্যের মূল্যের কমিশন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটাররা পাবেন।

যা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে

ইন্টারনেট থেকে আয় করার জন্য অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের বাজার বিলিয়ন ডলারের। বিশ্বব্যাপি অ্যাফিলিয়েট সামিট নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাঁরা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের উন্নয়নে দীর্ঘদিন কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির তথ্যমতে, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ব্যবসাটি প্রচার লাভ করেছে ১৯৯৬ সাল থেকে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ব্যবসায়ের পরিধি বেড়েছে আকাশ চুম্বি। প্রতিষ্ঠানটির একটি সার্ভের তথ্যানুযায়ী, পৃথিবীর মোট অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারদের মোট ৩৮ শতাংশ মার্কেটার প্রতি বছর অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং থেকে একেক জন ৫ হাজার ডলারের মত আয় করে। ১১.৪ শতাংশ মার্কেটার আয় করেন ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার ডলার, ৫.১ শতাংশ মার্কেটার বছরে ১০ হাজার থেকে ২৪ হাজার ডলার, ৬.৩ শতাংশ মার্কেটার ২৫ হাজার থেকে ৪৯ হাজার ৯৯৯ ডলার, ৭.৬ শতাংশ মার্কেটার ৫০ হাজার থেকে ৯৯ হাজার ডলার, ১০.১ শতাংশ মার্কেটার ১ লাখ থেকে ১ লাখ ৯৯ হাজার ডলার, ২.৫ শতাংশ মার্কেটার ২ লাখ থেকে ২ লাখ ৯৯ হাজার ডলার, ১.৩ শতাংশ মার্কেটার ৩ লাখ থেকে ৩ লাখ ৯৯ হাজার ডলার এবং ৫ শতাংশ ৫ লাখ ডলারের বেশি আয় করে থাকেন। আর ১২.৬ শতাংশ মার্কেটার তাঁদের আয়ের পরিমান উল্লেখ করেনি।

যা জানতে হয়

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কোন রকেট সাইন্স না যে আপনাকে শিখতে বছরের পর বছর ব্যয় করতে হবে। ভাল ইংরেজি জানলে আর ঠিকমত অধ্যাবসায় করলে ৩ থেকে ৪ মাসের ভিতরেই আপনি দক্ষ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার হতে পারবেন। অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শেখার জন্য যেসব বিষয় আপনাকে শিখেতে হবে তা হল:

- সাবলীল ইংরেজি লেখার ক্ষমতা।
- ব্লগ তৈরি ও তা রক্ষনাবেক্ষণ জানা।
- ব্লগ প্রমোশনের বা মার্কেটিংয়ের জন্য সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও) শিখতে হবে।

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

- সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং জানতে হবে।
- ইমেইল মার্কেটিংয়ের দক্ষতা থাকতে হবে।

কিভাবে শিখতে হয়

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শিখতে হলে প্রচুর পড়াশোনা করা দরকার। ইন্টারনেটে সার্চ করে উপরের বিষয়গুলো শিখতে হবে। বিভিন্ন রাইটারের লেখা পড়ে, তাদের পিডিএফ বই পড়ে বা ভিডিও দেখেও আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শিখতে পারেন। তবে ইন্টারনেট থেকে শিখতে প্রচুর সময় নষ্ট হতে পারে সরাসরি গাইডলাইনের অভাবে। হাতে কলমে শেখার জন্য ভালমানের কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটেরও দারস্থ হতে পারেন, যাঁরা দ্রুত আপনাকে একজন সফল অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার হতে সাহায্য করবে। চাইলে আপনি আমাদেরও প্রফেশনাল সহায়তা নিতে পারেন। ডেভসটিম ইনস্টিটিউটে আমরা নিয়মিত ব্লগিং এবং অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করার সুযোগ

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আমাদের দেশে নতুন মনে হলেও উন্নত বিশ্বে এটি প্যাসিভ আয়ের জন্য অনেক জনপ্রিয় মাধ্যম। যেহেতু বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ আর এখানকার শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক, তাই ঐ সব শিক্ষিত বেকারদের যদি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে ভাল ধারণা দেওয়া যায় তাহলে তাঁরা খুব সহজেই নিজেদের স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তুলতে পারেন। এই ব্যবসায় ঘরে বসেই করা যায়, বাংলাদেশের শিক্ষিত নারীদেরকেও তাই এই পেশায় আনা সম্ভব। আর একটি তথ্য দেই, পৃথিবীর মোট অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারদের ৩৪ শতাংশই নারী। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমাদের দেশের শিক্ষিত তরুণীরাও এই ক্ষেত্রে কতটা ভাল করতে পারবেন।

ক্যারিয়ার হিসাবে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং একটি স্বাধীন ব্যবসা। এই ব্যবসা করতে আপনাকে তেমন বড় কোন বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে না, নিতে হবে না কোন বিলাশবহুল অফিস বা কারখানা। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে বসেই আপনি আপনার অ্যাফিলিয়েশন মার্কেটিংয়ের

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOIGHOR

কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। প্রয়োজন শুধু একটি কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ ও অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কিত বিস্তর ধারণা।

ক্যারিয়ার হিসাবে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হতে পারে আদর্শ পেশা। কেননা, অন্যান্য চাকরিতে আপনাকে দিনে কমপক্ষে ৮ ঘন্টা বা তারো বেশি প্ররিশ্রম করতে হয়, তার বিনিময়ে যে পরিমান প্রারিশ্রমিক দেওয়া হয়, সেই তুলনায় অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে মাত্র ৫ থেকে ৬ ঘন্টা সময় দিলেই তারচেয়ে অনেক বেশি পরিমানে আয় করা সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে আমরা অনেকের নাম বলতে পারি যারা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে পেশা হিসাবে নিয়ে আজ প্রতিষ্ঠিত। মার্কেটিং করা অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট এর কমিশন যদি হয় ১২ ডলার আর আপনি প্রতিদিন যদি অন্তত ৩ বার করে সেই প্রোডাক্টটি বিক্রি করতে পারেন, তাহলে মাসে আপনার গিয়ে দাঁড়াবে ১০৮০ ডলার যা বাংলাদেশি টাকায় কনভার্ট করলে আসে প্রায় ৮৬ হাজার ৪০০ টাকা। যা কিনা যেকোন চাকরির চেয়ে অনেক ভাল। আর দিনে ৩ টা পণ্য বিক্রি করা খুব বেশি কঠিন না। একটু মেধা খাঁটিয়ে কাজ করলেই করা সম্ভব।

- পাঁচ তরুণের ব্লগিং সাফল্য

লেখক: প্রফেশনাল অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার এবং প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা
ডেভসটিম লিমিটেড

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

যেভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন!

আসিফ আনোয়ার পথিক

আপনি যদি প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সার হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে চান, তাহলে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। কিন্তু, বেশিরভাগ মানুষ কোনকিছু চিন্তা না করেই প্রশিক্ষণের দিকে ছুটে। যার ফলে, হয় অপ্রয়োজনীয় দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ নেয় বা একাধিকবার প্রশিক্ষণ নিতে হয়, নতুবা কিছু না শিখেই শুধু সার্টিফিকেট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। বেশিরভাগ মানুষ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে চান, পয়সার লোভে। কিন্তু পয়সার লোভ নিয়ে আগালে, বেশিদূর যাওয়া যায় না। পয়সার সাথে আরেকটি জিনিষের দরকার পড়ে, আর তাহলো- Passion। Passion নিয়ে পয়সা কামানোর জন্য পেশায় প্রবেশ করতে চাইলে, আপনাকে সঠিক প্রশিক্ষণ নিতে হবে। আর প্রশিক্ষণ নেবার আগে আপনাকে আপনার ক্যারিয়ার এর পথ ঠিক করতে হবে। মানে, আপনি কোন দিকে আগাবেন, কি কি করতে চান, ইত্যাদি। ক্যারিয়ার শব্দটাকে অনেকে চাকুরির সমার্থক ভাবেন। কিন্তু ক্যারিয়ার আলাদা একটা জীবন, আপনার প্রফেশনাল জীবন। জীবনের ৮ ঘন্টা যদি ঘুম হয়, ৮ ঘন্টা ব্যক্তিগত জীবনের জন্য হয়, তাহলে আপনার ক্যারিয়ার, ঘুমবাদে আপনার জীবনের অর্ধেক। তাই ক্যারিয়ার পরিকল্পনা, আপনার জীবনের পরিকল্পনার ৫০%। ক্যারিয়ার পরিকল্পনা করতে গেলে সর্বপ্রথম আপনার নিজেকে চিনতে হবে। আপনাকে অবশ্যই আপনার দক্ষতা নিজেকে যাচাই করে নিতে হবে! নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে:

- ভালো গান গাইতে, নাঁচতে অথবা আঁকাআঁকি করতে পারেন?
- ব্রিটিশ বা আমেরিকান সিটিজেনদের সঙ্গে সহজেই কমিউনিকেশন করতে পারেন?
- ভালো ট্রান্সলেশন দক্ষতা রয়েছে?
- কম্পিউটার দক্ষতা আছে?
- লেখালেখির দক্ষতা আছে?
- ভালো বানিজ্যিক ধ্যাণ-ধারণা আছে?
- ভালো ডিজাইন বা আঁকাআঁকির দক্ষতা আছে?

এই ৭টা প্রশ্ন, নমুনা মাত্র। নিজেকে প্রশ্ন করে বের করে নিন, এমন সব দক্ষতা, যা অন্যকেউ করে দিতে টাকা নিবে। মানে, এই দক্ষতাগুলো যেনো বিক্রির উপযোগী হয় সেটি বিবেচনা করতে হবে। এরপর আপনি সবচেয়ে বেশি কি পছন্দ করেন সেটি নির্বাচন করতে হবে। আপনি যদি টেলিভিশন দেখতে অথবা মুভি দেখতে পছন্দ করেন, সেটিও খারাপ নয়। আপনি যদি রোমান্স-প্রিয় হন, তাতেও সমস্যা নেই। এই চধংরড়হ কাজে লাগিয়ে একজন মুভি ব্লগার বা রিলেশনশিপ বিষয়ক ব্লগার হিসেবে আপনার ক্যারিয়ার গড়তে পারেন। আপনি কি বেশি পছন্দ করেন, সেটি নির্বাচন করতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন:

- কষ্টকর হওয়া স্বত্বেও আপনি কোন কাজটি বিনামূল্যে করতে পারবেন?
- টানা ১৪ ঘন্টা কাজ করার পরেও আপনি কোনো চাপ বোধ করছেন না, এমনকি মাঝে মাঝে ডিনার করতে ভুলে যান?
- এমনটি যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনি ঐ কাজটি নিশ্চয় ভালোবাসেন। এমন কাজ প্রয়োজনে আপনি বিনামূল্যেও করতে পারেন। কারণ সেখানে আপনার পছন্দ জড়িয়ে আছে।
- চাপের কাজ হলেও কোনটি করে আপনি সন্তুষ্ট হন? (যেমনঃ মানুষের প্রশংসা)

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

- আপনি কোন বিষয়টি ভালো জানেন যেটা সাধারণত অন্য কেউ জানে না এবং কাজটি করার সমস্ত বিষয়টি আপনি উপভোগ করেন?

এই প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে আপনি আপনার ১.দক্ষতা ও ২. পছন্দের বিষয় খুঁজে পাবেন। এখন বিষয়গুলো একত্র করেন এবং এটিকে আপনার ক্যারিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। উদাহরণ স্বরুপ বলতে পারি, আমি একজনকে চিনি যে কিনা বাচ্চাদের অনেক পছন্দ করে কিন্তু কাজ করে কল সেন্টারে, যেটি সে একেবারেই পছন্দ করতো না! কিন্তু এখন সে বাচ্চাদের অনলাইনে শিক্ষাদান করায় এবং এটি সে অনেক মজা করে করে। আপনি যেটি করবেন সেটির পক্ষে আপনার আগ্রহটাই বড়। আমার কথাই ধরি, ইন্টারনেটের প্রতি আমার আগ্রহ সব সময়েই কিন্তু আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা কম্পিউটারে নয়, বিবিএ! অথচ আমি আমার আমার ব্যাকগ্রাউন্ড, দক্ষতা ও আগ্রহে কাজে লাগিয়ে ইন্টারনেট মার্কেটার হয়েছি।

আপনার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা হয়ে যাবার পর, আপনাকে কি কি শিখতে হবে, সেটারও পরিকল্পনা করতে হবে। যা যা শিখতে হবে, এর মানে এই না যে আপনার সব কিছুর প্রশিক্ষণ নিতে হবে। সেটা সবার জন্য বলবো, গুগলকে আগে কাজে লাগাতে শিখুন। সেখান থেকে প্রাথমিক ধারণা নিন। তারপর যেগুলো জটিল মনে হয়, শুধু সেগুলার জন্য প্রশিক্ষণ নেবার মনঃস্থির করুন। কিন্তু, জটিল কিছুতে যাবার আগে গুগল আপনাকে ধারণা দিতে পারে। যখন আপনি জানতে বা বুঝতে পারলেন আপনি কি করতে চান, আর কি কি প্রশিক্ষণ নিতে চান, তখনই সে বিষয়ক এক্সপার্টদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণের বিষয়টি ভাবতে পারেন। আমি মনে করি, আইডিয়া ছাড়া প্রশিক্ষণ করা মানে টাকাটাই অপচয় করা! কারণ বেশিরভাগ মানুষ এমনকি আমিও প্রশিক্ষণের প্রথম দিকে প্রয়োজনীয় সাধারণ বিষয়গুলো জানতে পারি না। তাই প্রশিক্ষণের বিষয়ে আগে থেকে বেসিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

লেখক: ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্রাটেজিস্ট
আইভাইবল্যাবস

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

জানতে হবে

মার্কেটপ্লেসে আবেদনের আগে ১০ টি বিষয়!

আফসার উদ্দিন

১. বিড করার আগে দেখে নিন বাইয়ারের রেটিং আর পেমেন্ট মেথড। বায়ারের রেটিং ভালো না হলে কিংবা তাঁর পেমেন্ট মেথড ভেরিফাইড না হলে উক্ত কাজে অ্যাপ্লিকেশন করা ঠিক হবেনা।

২. খুব বেশি দক্ষতার প্রয়োজন হয় এমন কোন কাজে নতুনরা অ্যাপ্লিকেশন করবেন না। তাছাড়া আপনার চেয়ে খুব দক্ষ ফ্রিল্যান্সাররা যেখানে প্রতিযোগিতা করছে সেখানে না যাওয়াই ভাল, সেখানে অপ্রয়োজনে আপনার সময়ের অপচয় হবে।

৩. দেখে নিন কতজনকে ইন্টারভিউতে ডাকা হয়েছে। ৪ থেকে ৫ জনকে ইতিমধ্যে ইন্টারভিউতে ডাকা হয়ে গেলে সেই কাজটি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

৪. করতে পারবেন না এমন কোন কাজে কোনভাবেই অ্যাপ্লিকেশন করতে যাবেন না। এতে

আপনার সময় যেমন নষ্ট হবে তেমনি নিজের উপর আস্থাও কমে আসবে, হতাশ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

৫. অ্যাপ্লিকেশন করার আগে অবশ্যই আপনার প্রোফাইলটাকে ভাল করে সাজাতে হবে, এটি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে বায়াররা আপনার প্রোফাইল দেখে ধারণা করতে পারে আপনি একজন প্রফেশনাল এবং দক্ষ কর্মী। প্রোফাইলে অবশ্যই আগে করা কাজের পোর্টফোলিও থাকতে হবে।

৬. কাজ পাওয়ার জন্য কাভারলেটার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা লেখার সময় তাই আপনাকে সচেতনভাবে লিখতে হবে। কাজের বর্ণনার সাথে মিল রেখে অ্যাপ্লিকেশন বা কাভারলেটারটি লিখবেন। তাঁকে এই কাভার লেটারটির মাধ্যমে বোঝাতে হবে আপনি এই কাজটি পারবেন, কিভাবে করবেন, কত সময় লাগবে এবং কিভাবে তাঁর কাছে রিপোর্টিং করবেন। সবচেয়ে ভালো হয় অ্যাপ্লিকেশনের সাথে আপনার একই ধরণের কাজের ফাইল যুক্ত করে দিতে পারলে।

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

৭. বাংলাদেশি নতুন ফ্রিল্যান্সাররা একটা ভুল করেন। তাঁরা কাজ পাওয়ার জন্য বায়ারকে ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করেন। বোঝাতে চান এই কাজ ছাড়া তিনি খুব বিপদে আছেন, তার পরিবার অর্থকষ্টে ভুগছে। সুতরাং এই কাজটি তার খুবই দরকার। সাবধান, এই কাজটি কোনভাবেই করতে যাবেন না। আপনি আপনার দক্ষতাকেই বায়ারের কাছে বড় করে দেখাবেন।

৮. কাভারলেটারের এ অহেতুক কথা লিখে বড় করবেন না। এতে বায়াররা কাভার লেটারকে টেমপ্লেট টাইপের লেখা ভাবতে পারে, না পড়ার সম্ভাবনাই অনেক বেশি।

৯. প্রাথমিক ভাবে সহজ কাজে অ্যাপ্লিকেশন করুন তবে প্রজেক্টের মূল্য বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি কমানোর চেষ্টা করবেন না। কম মূল্য দিলে বায়ার কর্তৃক কাজ দেয়ার সম্ভাবনা বেশি এটি কোনভাবেই ভাববেন না। বরং এতে আপনার সম্পর্কে বায়ার নেতিবাচক ধারণা পোষণ করবে।

১০. আর হ্যাঁ, যত পারুন অনলাইনে থাকার চেষ্টা করুন। নতুন কোন প্রজেক্ট সাইটে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপ্লিকেশন করার চেষ্টা করুন। তবে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

লেখক: প্রজেক্ট ম্যানেজার, কনটেন্ট বিভাগ
ডেভসটিম লিমিটেড

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

জানতে হবে

কাভারলেটার লেখার কিলার উপায়!

ফারহানা নওরিন

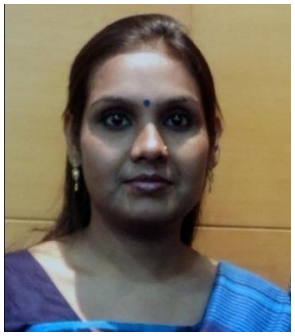

ভাল কাভার লেটার বলতে বোঝানো হচ্ছে এমন কাভার লেটার যেটি প্রথম দেখাতেই একজন বায়ারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। এধরণের কাভার লেটার লেখার আগে আপনাকে মনে রাখতে হবে, সেটি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত করবেন। প্রথমে বায়ারকে বোঝাতে হবে আপনি কাজটা বোঝেন, তারপর অল্প কথায় বলতে হবে: এই কাজ কোনো ব্যাপার না, আমি আগেও করেছি, এই দেখ [লিংক] বা স্যাম্পল (অ্যাটাচ করা ফাইলে)। শুধু এই লাইনটাই, ইংরেজিতে সবচেয়ে ভাল কাভার লেটার।

অনেকেই বলতে পারেন এত ছোট আবার কাভার লেটার হয় নাকি? হয়, কেন হবেনা? আমি যদি দুই লাইনেই তাঁকে সবকিছু বোঝাতে পারি কি দরকার আমার অনেক বড় কাভারলেটার লেখার? বড় বা লম্বা কাভার লেটারের কোন মানে নেই যদি বায়ার সেটি না পড়ে। একবার বায়ারের আসনে নিজেকে বসান, বা নিজেই বায়ার হয়ে যান আপনার কিছু প্রজেক্টের সাহায্যের জন্য। দেখেন কাদের কাভার লেটার পছন্দ হয়েছে, কাদের হয় নাই। ওখান থেকেই বুঝতে পারবেন আসলে কি করা উচিত, কি করা উচিৎ নয়।

লম্বা কাভার লেটার দিলে ক্লায়েন্ট পড়তে চায় না। আপনি পড়বেন? আপনি যা চাইছেন, তা না দিয়ে যদি কেউ ইতিহাস বর্ণনা শুরু করে, তাহলে আপনি তাকে পছন্দ করবেন না এটাই স্বাভাবিক। উল্টো ভাববেন যে, আপনি যে কাজের জন্য পোস্ট দিয়েছেন তার কিছুই সে পড়ে নি।

সাধারণত: ৫ সেকেন্ডের ভিতরে আপনাকে বায়ারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে, তারপর অন্য কিছু পড়তে আগ্রহ পাবে। তাই প্রথম ২ লাইনেই আকর্ষণ করার চেষ্টা করুন।

লেখক: ফ্রিল্যান্সার, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার

DIGITAL BOI GHOR

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

প্রথম কাজটি পাওয়ার আগে!

নিও তানভীর আহমেদ

একটি প্রশ্ন আমাদের খুব বেশি শুনতে হয়, আমি এত এত কাজে অ্যাপ্লিকেশন করি কিন্তু কাজ তো পাই না! কি করতে পারি? উত্তর পরে বলছি। তার আগে একটি বিষয় নিশ্চিত হওয়া দরকার। আপনার প্রোফাইল কি পরিপূর্ণ? আপনার কি উক্ত কাজে দক্ষতা আছে? আপনি কি আপনার কাজের স্যাম্পল যুক্ত করেছেন? আপনি কি ভালমানের কাভারলেটার লিখেছিলেন অ্যাপ্লিকেশনের সময়?

উত্তর যদি না হয়, তবে বলবো কেন আপনাকে একজন বায়ার কাজ দিবে? কোন কাজে অ্যাপ্লিকেশন করার আগে উক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। প্রোফাইল সাজানোর জন্য আপনি যে বিষয়ে কাজ করেন সেই বিষয়ের ভাল মানের ফ্রিল্যান্সারদের প্রোফাইল দেখুন, সেখান থেকে ধারণা নিন। এরপর আপনার প্রোফাইলকে তাঁদের মত করে সাজান।

নিজেকে অবশ্যই বিশেষায়িত করতে হবে!

আপনাকে একজন বিশেষায়িত প্রফেশনাল হতে হবে। আপনি যে কাজ করতে চান কেবল সে অনুযায়ীই আপনার প্রোফাইলকে সাজাতে হবে। কোনভাবেই আপনার প্রোফাইলে অনেকগুলো বিষয় হাইলাইট করা যাবেনা। যেমন: আপনি গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করেন, আবার প্রোফাইলে বিজনেস প্ল্যান রাইটিংও দিয়ে রেখেছন। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস, বায়াররা তাই আপনার প্রোফাইল দেখে কনফিউজ হয়ে যাবে, আপনি আসলে কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ সেটি বুঝতে পারবে না। আর কনফিশউন নিয়ে কেউ আপনাকে কাজ দিবেনা সেটি নিশ্চত থাকতে পারেন! আর আপনি যে ক্যাটেগরির কাজ করেন পোর্টফোলিওতে কেবল ঐ ক্যাটেগরির কাজগুলোকেই দিতে হবে। আপনি যে কাজটি ভালো পারেন এটি বায়ারকে বোঝাতে প্রচুর স্কিল টেস্ট এক্সাম দেয়ার কোন বিকল্প নেই।

প্রোফাইল সাজানোর পর কাজে অ্যাপ্লিকেশন করার সময়ও অনেক সতর্ক থাকতে হবে। ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ফ্রিল্যান্সারই কাজের বিস্তারিত না পড়ে সেখানে অ্যাপ্লিকেশন করে। আর বায়ার কাভার লেটার একনজর দেখেই তাঁদের অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট করে দেয়। আপনি এবার চিন্তা করুন, ঐ ৬০ কিংবা ৭০ শতাংশের মধ্যে আপনি একজন না তো?

একই কাভার লেটার বার বার লেখার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কাস্টোমাইজ কাভারলেটার লিখতে হবে প্রতিটি প্রজেক্টের জন্য। বায়ারের সমস্যা বুঝে সেটা নিয়ে কথা বলবেন কাভারলেটারে। কিভাবে সেটির সহজ সমাধান হতে পারে সেটিও ফোকাস করবেন। মনে রাখবেন বায়ার তাঁর সমস্যা সমাধানের জন্যই এখানে এসেছে।

কোন কাজে ইন্টারভিউতে ডাক পড়লে প্রথমে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে পারেন ইন্টারভিউতে ডাকার জন্য। কোনভাবেই ভাববেন না ইন্টারভিউতে আপনার ডাক পড়েছে মানে আপনি নিশ্চিত ঐ প্রজেক্টটি পেয়ে গেছেন। ইন্টারভিউয়ের সময় মাইক্রোফোন ঠিক রাখবেন আর নিরব স্থানে বসে কাজ করতে পারলে ভাল হয়।

লেখক: ফ্রিল্যান্সার, ওডেস্ক।

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

যেখান থেকে শিখতে পারেন, নিতে পারেন পরামর্শ

হাসানুজ্জামান রুবেল

দেশের প্রায় দেড় লাখ তরুণ-তরুণী আউটসোর্সিং এ জড়িত আছে। আর এর পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। ফ্রিল্যান্সিংয়ে অনেকের সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে না বুঝেই প্রচুর তরুণ-তরুণী ফ্রিল্যান্সিংয়ে নেমে পড়েন। তবে এই সেক্টরে সফলতার জন্য আগে থেকেই বিষয়গুলো জেনে নেয়া উচিত। কি করবেন, কিভাবে শিখবেন ও কোথায় শিখবেন সে সম্পর্কে জানা উচিত।

আপনি যাই শিখতে চান না কেন ইন্টারনেটে এ সংক্রান্ত প্রচুর রিসোর্স রয়েছে। এসব রিসোর্স দেখে জানতে পারেন আদ্যোপান্ত। তবে কম সময়ের মধ্যে শিখতে চাইলে ভর্তি হতে পারেন যেকোন ভালো মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে। এক্ষেত্রে প্রথম পছন্দ হতে পারে ডেভসটিম ইনস্টিটিউট। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কারসহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক

অনেক পুরস্কার পেয়েছে ডেভসটিম। এখানে প্রফেশনাল ব্লগিং অ্যান্ড অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং, অ্যাডভান্সড সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন, প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইন, প্রফেশনাল বিজনেস প্ল্যান রাইটিং, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, প্রফেশনাল ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপমেন্ট, প্রফেশনাল জুমলা ডেভেলপমেন্ট, প্রফেশনাল ইমেইল মার্কেটিং, কনটেন্ট কপিরাইটিং, ই-কমার্স এন্টারপ্রেনারশিপ এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টসহ বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

DevsTeam Institute

সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে ন্যূণতম ৪/৫ বছর ধরে সফলভাবে কাজ করা আইটি প্রফেশনালরা এখানে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এখানে কম্পিউটার ল্যাবে প্রতিজন শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা কম্পিউটার, এখান থেকেই একজন শিক্ষার্থী অনুশীলন করতে পারেন। আর লেকচারের পাশাপাশি বড় প্রজেক্টরের মাধ্যমে লাইভ কাজ করে দেখানো হয় প্রতিটি ক্লাসে। ক্লাশ শেষে প্রতিদিন বিভিন্ন ভিডিও এবং পিডিএফ রিসোর্স সরবরাহ করা হয়, যেখান থেকে একজন শিক্ষার্থী তার বিষয়গুলোকে আরও ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পারেন। ক্লাশ শেষে ওডেস্ক সহ বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে কিভাবে কাজ করতে হয় সেটিও দেখিয়ে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ডেভসটিমের সাথেই কাজ করার সুযোগ রয়েছে। রয়েছে লাইফ টাইম সাপোর্ট। ফলে প্রশিক্ষণ গ্রহণের কয়েক মাস বা কয়েক বছর পরেও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ডেভসটিম ইনস্টিটিউট আছে আপনার পাশে। এছাড়া ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কিত সফল গাইডলাইন পেতে আসতে পারেন ডেভসটিম ইনস্টিটিউটে। এখানে ডেডিকেটেড কনসালট্যান্টের মাধ্যমে আপনারা ফ্রিল্যান্সিং বা দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য বিনামুল্যে জানতে পারবেন।

লেখক: এসইও প্রজেক্ট ম্যানেজার
ডেভসটিম লিমিটেড

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

২৫ টাকার আমি, কোটি টাকার আমি

রাসেল আহমেদ

দারিদ্রপীড়িত পরিবারে জন্ম আমার। বাবা পেশায় একজন দর্জি। দিন আনে দিন খায় এমন অবস্থা। নিদারুণ অর্থকষ্টে থাকায় আমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছিলাম না। বছরে নতুন দুটি কাপড়, দুটি ঈদে শুধুমাত্র মাংস খাওয়া আর সারা বছর নিরামিষে চলছিল আমাদের জীবন। কষ্ট করে নবম শ্রেণী পাশ করলাম। মাধ্যমিকের নিবন্ধন করার জন্য অনেকগুলো টাকার দরকার ছিল আমার, আম্মু তখন তাঁর সোনার চুড়ি বিক্রি করেছিলেন। আর তা দিয়েই আমার বই কেনা আর নিবন্ধন করালেন। অল্প কিছু টাকা বাঁচানোর জন্য সব বই পুরাতন লাইব্রেরি থেকে কিনতে হল। তবে বিপত্তি বাধল ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র বইটা কিনতে গিয়ে, এটি ছিল সিলেবাসে নতুন সংযোজিত একটি বই। আর তাই পুরাতন লাইব্রেরিতে বইটি পাওয়া গেল না, কিনতেও তাই পারিনি আমি।

নিবন্ধন করার দিন বাড়িতে এসে দেখি রান্না হয়নি। হবেই বা কি করে? সবগুলো টাকা তো বই কেনা আর মাধ্যমিকের নিবন্ধনের জন্যই খরচ হয়ে গিয়েছিল। আব্ব-আম্মু না খেয়ে ছিলেন সেদিন, শুধু আমার আর আমার ছোট বোনের জন্য চিড়ে ভিজিয়ে রেখেছিলেন। তা খেয়েই পার করেছি দিনটা!

এভাবে আমার দিন চলছিল। আমার মনে স্বপ্ন ছিল একদিন অনেক অনেক বড় হব। বাবা মার মুখে হাসি ফোঁটাবো। তাঁদের কখনও কষ্ট করতে দিব না।

এভাবে কষ্ট করে আমার বাবা-মা আমার পড়াশোনার খরচ চালাতে লাগলেন। টাকার অভাবে প্রাইভেটও পড়তে পারি না, নিজেই বাড়িতে পড়তাম। এভাবে নবম শ্রেণী পার হল, দশম শ্রেণীতে উঠে নির্বাচনী পরীক্ষা দিলাম। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে হবে। অনেকগুলো টাকার প্রয়োজন, বাড়ির পাশের মাঠে কাজ করতে লেগে গিয়েছিলাম টাকার জন্য। কাজ ছিল ক্ষেতে নিড়ানি দেওয়া এবং আগাছা পরিষ্কার করা। এ কাজের জন্য আমার বেতন ছিল মাত্র ২৫ টাকা। সারাদিন কাজ করে শরীর ব্যাথা হয়ে যেত, দু-হাতে ফোস্কা পড়ে যেত। কিন্তু এভাবে পরীক্ষার টাকা জোগাড় করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। সারাদিন কাজ করে বাড়িতে এসে পড়াশোনা করতাম। বিজ্ঞান বিভাগে পড়তাম, তাই পড়াশোনাও অনেক বেশি ছিল।

এভাবে পরীক্ষার টাকা জোগাড় করলাম। পরীক্ষার দিনে সবাই নতুন জামাকাপড় পরে পরীক্ষা দিতে যায় আর আমি গেলাম আমার সেই পুরাতন জামা-কাপড় পরেই। পথিমধ্যে বাঁধল এক বিপত্তি, পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে আমার স্যান্ডেল ছিড়ে যাওয়াতে আমি খালি পায়ে পরীক্ষা দিয়ে এসেছি। এভাবে এসএসসি পাশ করি আমি। এরপর কলেজে ভর্তি হলাম। নতুন কলেজে গেলে সবাই যায় নতুন জামা-কাপড় পড়ে আর আমি গেলাম কেজি দরে কেনা কাপড়ে বানানো জামা পরে। (তখন কেজিতে খুব কম দামে কাপড় পাওয়া যেত) সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল সেদিন।

ইলেকট্রনিক্সের উপর আমার খুব আগ্রহ ছিল। অংকেও খুব ভাল ছিলাম। ক্যালকুলেটর, টিভির রিমোট নিয়ে খুব আগ্রহ ছিল। নতুন কেউ টিভি কিনলে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত চ্যানেলগুলো ঠিক করে দিতে। তখন বাজারে নতুন কম্পিউটার এসেছে। আমি স্কুল ছুটির পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। আমারও ইচ্ছে ছিল কম্পিউটার শেখার। কিন্তু কম্পিউটার শেখার মত টাকা আমার ছিল না। তাই আমি সে ইচ্ছে বাদ দিয়েছিলাম। তবে আমার কম্পিউটার শেখার ইচ্ছার কথা ঠিকই আম্মুর কানে গিয়েছিল।

এই সংগ্রামী মানুষটি শত অভাবের মধ্যেও আমাদের সংসারটা টিকিয়ে রেখেছিলেন, এবার তাঁর বিয়ের কানের দুল বিক্রি করে আমাকে কম্পিউটার শেখার জন্য টাকা দিলেন!কম্পিউটার সেন্টারে কম্পিউটার শিখতে শুরু করলাম। পরের মাসে যে কম্পিউটার সেন্টারের মাসিক বেতন দিবো সে টাকাটিও আমার কাছে ছিল না। বলে কয়ে তাই সেখানে ১০০ টাকা বেতনে

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

একটা চাকরি নিয়ে নিলাম। আসলে আমার মূল উদ্দেশ্য সেই ১০০ টাকা বেতন ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল বেতন মওকুফ আর সারাক্ষণ কম্পিউটারের সংস্পর্শে থাকা। আমি শিখতে থাকলাম, জানতে থাকলাম।

২০০৯ সালের দিকে আমি জানতে পারলাম ইন্টারনেটে আয় করা যায়। আমি তখনও এই ব্যাপারে ভাল করে কোথাও জানতে পারলাম না। আমি শখের বশে বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে জানতে লাগলাম। আমার ভাল লাগত ওয়েব ডিজাইন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবসরে নিজের ওয়েবসাইট তৈরি করতে লাগলাম। এর মধ্যে পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম উপজেলা ই- সেন্টারে উদ্যেক্তা নিয়োগ হবে। আমি আবেদন করলাম এবং সেখানে চাকরি পেলাম। সেখানে এসে আমি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ রাজিবুল ইসলাম স্যারের সহযোগিতা এবং পরামর্শে অনলাইনে আয় সম্পর্কে আগ্রহী হলাম।

এরই মধ্যে আমি খুলনাতে একদিন প্রশিক্ষণে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি সর্বপ্রথম ওডেস্কে অ্যাকাউন্ট খুলি এবং একটি সহজ কাজ পেয়ে যাই। আমি কাজটি করে ফেলি এবং সেই ক্লায়েন্টের ভাল ফিডব্যাক পাই যা আমার প্রোফাইলে যুক্ত হয়ে যায়। এর পর থেকে আমি আরও কাজ শিখতে এবং করতে থাকি। আমার প্রথম মাসের আয় দাঁড়ায় প্রায় ১৫ হাজার টাকা। যা আমার জন্য অনেক বড় আয় ছিল।

কাজের প্রয়োজনে আমি ইংরেজি শিখতে থাকি। একই সঙ্গে ওযেব ডিজাইন, ওয়েব প্রোগ্রামিংও শিখতে থাকি। আমার আয় বাড়তে থাকে। গত অক্টোবর মাসের একটা উদাহরণ দেই, সে মাসে আমার মোট আয় ছিল দুই লাখ টাকারও বেশি। ধীরে ধীরে আমার ক্লায়েন্টের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আমি প্রচুর কাজ পেতে থাকি। প্রথম দিকে ওডেস্কে কাজ করলেও বর্তমানে প্রাইভেট কোম্পানিতে বেশি কাজ করা হয়। বর্তমানে আমি কানাডাতে মেশিন রিসার্চ অ্যান্ড সফটওয়্যার ফান্ড্রি লিমিটেডে কাজ করছি। সেখানে আমার নির্ধারিত বেতন দেড় লাখ টাকার মত। প্রতিদিন ৮ ঘন্টা করে প্রতিষ্ঠানটির জন্য কাজ করি আমি। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পারফেক্ট পয়েন্ট মার্কেটিং নামে একটি প্রতিষ্ঠানে খন্ডকালীন কাজ করছি।

ছবি: তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর সঙ্গে লেখক

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

এছাড়া অস্ট্রেলিয়াতে এখন আমার একটি অংশীদারি বিপণন প্রতিষ্ঠান আছে, ইওরমার্কেটিংসেলস নামে। আমি আমার অস্ট্রোলিয়ান ব্যবসায়িক অংশীদারের কাছ থেকে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার অফার পেয়েছি। কিন্তু আমি সেখানে যেতে চাই না। আমি আমার দেশকে অনেক অনেক ভালবাসি। এদেশের আবহাওয়া, সুযোগ-সুবিধায় বড় হয়ে আমি বাইরে চলে গিয়ে নিজেকে বেঈমান প্রমাণিত করতে চাই না। আমি আমার দেশকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যেতে চাই।

এছাড়া এখন অনেক কাজ হওয়ার কারণে আমি এবং আমার অন্যান্য ব্যবসায়িক অংশীদাররা মিলে ডিজাইনিংওয়ে নামে একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছি। এখানে ৮০ জনের মত কাজ করছে। ফিলিপাইন, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশের কর্মী রয়েছে এ প্রতিষ্ঠানে। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটির গত মাসের আয় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। আমাদের পরবর্তী ছয় মাসের টার্গেট প্রতি মাসে ১ কোটি টাকা আয় করা!

আমি খুব ছোট থেকে বড় হয়েছি। তাই যারা সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিতদের প্রতি আমার আলাদা একটা মমত্ববোধ আছে। ইতিমধ্যেই আমি ট্রেনিং দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ১০০+ জনকে কর্মক্ষম করেছি। এই আমি রাসেল যার জীবনের আয় শুরু হয়েছিল মাত্র ২৫ টাকা দিয়ে, আজ সেই রাসেলের প্রতিষ্ঠানের মাসিক আয় প্রায় ১ কোটি টাকা। নিজের জীবনকে নিয়ে এখন মাঝে মাঝে ভাবি, কতটা পরিবর্তন এসেছে। আমাদের ভাঙ্গাচোরা ঘর এখন বহুতল হয়েছে, খাওয়া দাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না বরং গ্রামের গরীব দুঃখী মানুষদের নিয়ে এখন আমি চিন্তা করতে পারি। এই সবকিছু সম্ভব হয়েছে ফ্রিল্যান্সার হিসাবে কাজ করার কারণে। সত্যিই, ফ্রিল্যান্সিং আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে। ২৫ টাকার রাসেলকে আজ কোটি টাকার রাসেল বানিয়েছে!

লেখক: ফাউন্ডার, ডিজাইনিংওয়ে

DIGITAL BOI GHOR

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

বিশেষ সম্পাদকীয়

এবারের ফ্রিল্যান্সার সম্মেলন যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ!

আল-আমিন কবির

রাতভর কাজ করে সকালে ঘুমাতে যান অনেক অপ্রাপ্তি নিয়ে, অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। দিনের একটা বড় সময় ঘুমিয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম, আবার রাতভর কাজ আর অপ্রাপ্তি নিয়ে ঘুমাতে যাওয়া। বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সারদের দৈনন্দিন রুটিনটা আসলে এমনই। এই রুটিন থেকে কে কি পায়? হিসাবটা খুব সোজা, আমদানী নির্ভর আমাদের এই দেশে যে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দরকার পড়ে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের যোগান দেন আমাদের এই তরুণ ফ্রিল্যান্সাররা। মাস শেষে একেকজন দেশে আনেন হাজার ডলার কিংবা তাঁরও বেশি পরিমাণ অর্থ। যাঁরা নতুন ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং শুরু করেছেন তাঁদের আয়ও ৫০০ ডলারের কম নয়। একাধিক হিসাব অনুযায়ী, দেশে এখন দেড়লাখ ফ্রিল্যান্সার রয়েছেন। সুতরাং কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসছে তা সহজেই অনুমেয়।

প্রথমেই বলছিলাম যে অপ্রাপ্তিগুলোর কথা, সেগুলো নিয়েই আলোচনা করি। তরুণ ফ্রিল্যান্সাররা দেশের জন্য যা করছেন তার বিনিময়ে কি পাচ্ছেন? কি কি সমস্যার সমাধান করলে এই ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং সেক্টরের আরও বড় অংশ আমরা আমাদের দখলে আনতে পারি? প্রশ্নগুলোর যত উত্তর পেয়েছি তাঁর অধিকাংশ ইন্টারনেট সংযোগ সমস্যা আর পেমেন্ট গেটওয়ে নিয়ে ঝামেলা।

এই সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য ফ্রিল্যান্সার সম্মেলন আমাদের জন্য অনেক বড় প্লাটফর্ম বলে মনে করি। সম্মেলনে সরকারি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের লোকজন থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রি লিডার, সবাই থাকছেন। আর তাই এটিই মোক্ষম সুযোগ, সম্মিলিতভাবে আমাদের পেমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যা কিংবা ইন্টারনেট নিয়ে আমাদের যে নিত্য ভোগান্তি নিয়ে কথা বলতে পারি। অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছি ফ্রিল্যান্সিংয়ের বর্তমান সমস্যাগুলো নিয়ে, কেউ কেউ হতাশা জানিয়েছেন এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে। নতুন যারা এক্ষেত্রে আসতে চান তাঁরা ভালো প্রশিক্ষণ পায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই অভিযোগটি ঢাকার বাইরের যারা ফ্রিল্যান্সার তাঁদের।

ঢাকায় আমাদের ডেভসটিম ইনস্টিটিউট ফ্রিল্যান্সারদের দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করেছে শুরু থেকেই, আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে যারা ঢাকায় এ ধরণের উদ্যোগ নিয়েছেন, তবে ঢাকার বাইরে এখনও কেউ কোন উদ্যোগ নেননি। আর তাই নতুনরা এক্ষেত্রে আসবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেও তাঁরা তেমন কোন গাইডলাইন পাচ্ছেন না। এবারের ফ্রিল্যান্সিং সম্মেলনে ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং শুরুর একটি বেসিক গাইডলাইনও রাখা হয়েছে। নতুনরা একটি ভালো গাইডলাইন এ সম্মেলন থেকে পাবে বলে প্রত্যাশা করছি।

বাংলাদেশে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলার জন্য একটি ট্রেড বডি আছে, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)। আবার কম্পিউটার যন্ত্রাংশ যাঁরা আমদানী এবং বিক্রি করেন তাঁদের সমস্যা সম্ভাবনা তুলে ধরার জন্যও একটি ট্রেড বডি আছে, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস)। কিন্তু ফ্রিল্যান্সারদের নিয়ে কথা বলার কোন সংগঠন নেই, কোন বডি নেই। আবার স্পেসিফিক কোন সংগঠনও ফ্রিল্যান্সারদের নিয়ে কাজ করছে না যাঁরা তাঁদের কণ্ঠস্বরকে দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে তুলে ধরবেন। এখন ফ্রিল্যান্সারদের সমস্যাগুলো সম্মিলিতভাবে উঠে আসতে পারে এবারের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডঅনুষ্ঠানে, ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং সম্মেলনে। সম্মেলনটিতে প্রায় ৫০০ ফ্রিল্যান্সার উপস্থিত হবেন। এখনই আমাদের সময়- সবচেয়ে বড় প্লাটফর্ম এটা, সবার দাবি দাওয়াকে একত্রে তুলে ধরার এবং আমাদের সমস্যাগুলোকে

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR
DIGITAL BOI GHOR

সমাধানের আহ্বান জানানোর। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ইভেন্টে আমরা সবাই মিলে আমাদের দাবি সম্মিলিতভাবে তুলে ধরতে পারি নীতি নির্ধারণী মহলে।

আপনারা নিশ্চয়ই গতবছরের ই-এশিয়া সম্মেলনের কথা ভুলে যাননি। সেখানেও ফ্রিল্যান্সার সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে ফ্রিল্যান্সাররা দাবি জানিয়েছিলেন পেপ্যালের কার্যক্রম বাংলাদেশে চালুর বিষয়ে, সেবার সেই দাবি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। সম্মেলনে উপস্থিত ওডেস্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট ম্যাট কুপার বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে পেপ্যাল-এর প্রধান নির্বাহীর সঙ্গে আলোচনায় জানিয়েছিলেন বাংলাদেশে পেপ্যাল চালুর কথা। তাঁর কথায়ই আমাদের দেশে কার্যক্রম শুরুর আগ্রহ দেখিয়েছিল পেপ্যাল। শুধু তাই নয়, ওডেস্ক থেকে যাতে সরাসরি বাংলাদেশের ব্যাংকে টাকা আনা যায় তার ব্যবস্থাও ম্যাট কুপার করেছেন।

আমাদের সেদিনের সে একটা জায়গা পর্যন্ত পৌঁছেছে, এ পর্যন্তই আমরা জেনেছি। তবে দুঃখজনক যে, পেপ্যালের কার্যক্রম এখনও দেশে শুরু হয়নি। এবার আমরা বিষয়টিকে আবারও তুলে ধরতে পারি। এবার একটা সমাধান আসবে বলেই প্রত্যাশা।

আর ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং নিয়ে অনেকের এখনও ভুল ধারণা আছে। এটিকে অনেকে এমএলএম টাইপ মনে করেন অনেক সাধারণ মানুষ। যখন সরকারি উদ্যোগেই ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংকে প্রমোট করা হচ্ছে তখন এইসব মানুষের মধ্যে ভুল ধারণাগুলো আর থাকবে না, সর্বত্র প্রকৃত ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং নিয়ে একটি সচেতনতা তৈরি হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আর এবারের সম্মেলনের সবচেয়ে আকর্ষনীয় অংশ যেটি, সেটি হলো ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের কাছ থেকে শোনা। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ইভেন্টের সিনিয়র কনসালটেন্ট মুনির হাসান ভাইয়ের মাধ্যমে জানা গেল, সেইসব ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের তালিকা। ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস ওডেস্কের ভিপি অব অপারেশনস ম্যাট কুপার, ফ্রিল্যান্সার ডট কমের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেভিড হ্যারিসন, ই-ল্যান্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেটসি ওলসেন এবং নাইনটিনাইন ডিজাইনের সিওও জেসন যোগ দিচ্ছেন সম্মেলনে। ফ্রিল্যান্সিং-এর ভবিষ্যৎ, মার্কেটপ্লেসগুলোর ভেতরের খবরও জানা যাবে মার্কেটপ্লেস লিডারদের কাছ থেকে। এরচেয়ে ভালো খবর আর কি হতে পারে!

আর একটি বিষয় এখন আলোচনা করার সময় এসেছে। আমরা কি সবসময় ফ্রিল্যান্সিংই করে যাবো? সবসময় অন্য প্রতিষ্ঠানের হয়েই কাজ করে যাবো? নাকি আমাদেরকেও উদ্যোক্তা হতে হবে? আমরাও যেন আরও তরুণ তরুণীদের এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি সে উদ্যোগ নিতে হবে? হ্যাঁ, আমি প্রতিটি ফ্রিল্যান্সারের একেকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বলছি। প্রত্যেক ফ্রিল্যান্সারেরই উদ্যোক্তা হওয়ার যথেষ্ঠ সুযোগ রয়েছে এবং ফ্রিল্যান্সার থেকে উদ্যোক্তা হওয়ার কালচার আমাদের এখনই শুরু করতে হবে। এবারের ফ্রিল্যান্সার সম্মেলনেও বিষয়টি বেশ গুরুত্ব পাবে বলে বিশ্বাস।

এসব কারণ ছাড়াও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ফ্রিল্যান্সাররা নানাভাবে উপকৃত হবেন এ সম্মেলনের মাধ্যমে। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের মতো এতবড় আয়োজনে ফ্রিল্যান্সার সম্মেলনটি যুক্ত করায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে একটি বিশেষ ধন্যবাদ দিতেই হয়!

লেখক: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ডেভসটিম লিমিটেড

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

জানতে হবে

ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং নিয়ে কিছু ভুল ধারণা

ফারজানা ভূঁইয়া সোনিয়া

দ্রুতগতিতে ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আর এই এগিয়ে যাওয়ার বিপরীতে ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে অনেকেরই ভুল ধারণা তৈরি হচ্ছে। ভালোভাবে না জেনে অন্যকে উপদেশ দেওয়ার কারণেই এমনটি ঘটছে। এই ভুলগুলো সম্পর্কে জানা ও সচেতন থাকা ভাল।

ইনভেস্ট করে আয় করা

হ্যাঁ, ইনভেস্ট করলেই আয় করা যায় এমন একটি ভুল ধারণা সর্বত্র রয়েছে এখনও। অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ইনভেস্ট করে সর্বশান্ত হওয়া খুব সোজা। পিটিসিতে, হাইপে, এমএলএম-এ ইনভেস্ট করলে আপনি যে ধরা খাবেন এটি অনেকটাই নিশ্চিত থাকতে পারেন। বাংলাদেশে অনেকে ইতিমধ্যে তাদের ইনভেস্টকৃত মূলধনও হারিয়েছে। সুতরাং যেখানে সেখানে ইনভেস্ট করলেই যে আপনি আয় করতে পারবেন এমনটি কখনোই ভাববেন না।

রেফারেলের মাধ্যমে আয়

আমাদের অনেকেরই একটা বদ অভ্যাস আছে। যাচাই বাছাই না করেই বলে, আমি শুনেছি আমার এক বন্ধুর মামার চাচার দুঃসম্পর্কের এক ফুফাতো ভাইয়ের ছোট ভাই একটা সাইট থেকে ১ ডলার আয় করে, আগামী মাসের ১৫ তারিখে পেআউট করবে অ্যালার্টপে-তে! কোনভাবে তার কাছ থেকে সাইটের অ্যাড্রেস নিয়ে সাইন আপ করি এবং বড় বড় কমিউনিটি সাইটগুলোতে রেফারেল লিঙ্কসহ পোস্ট দেই, স্প্যাম কমেন্ট দেই! এই ধরণের কাজগুলো একেবারেই বোকামি। রেফারেলের মাধ্যমে আয় করার জন্য গুজবে কান দিয়ে স্প্যামিং করে কোন লাভ নেই।

খুব সহজে বিনা পরিশ্রমে ইন্টারনেট থেকে আয় করা যায়

এটা সবচেয়ে বড় ভুল ধারনা। আপনি আশা করছেন একজন চাকুরিজীবি কিংবা ব্যবসায়ীর চেয়ে বেশি আয় করবেন অথচ পরিশ্রম করবেন না! এটি কি কোনভাবেই হতে পারে? ইন্টারনেটে যে পদ্ধতিতেই আয় করুন না কেন, আপনাকে যথেষ্ট সময় ও মেধা ব্যায় করতে হবে।

পিটিসি সহজে আয়ের কার্যকর পদ্ধতি

পিটিসি হচ্ছে কোন ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্দিষ্ট লিংকে ক্লিক করবেন আর আপনার নামে টাকা জমা হবে। বিষয়টি পুরোপুরি প্রতারণা ছাড়া কিছুই না। সাবধান, টাকা আয়ের জন্য পিটিসি সাইটে জয়েন করেছেন তো মূলধনই গায়েব হয়ে যাবে!

পেপ্যাল না থাকলে আয় করা যাবে না

পেপ্যাল না থাকায় বাংলাদেশ থেকে ইন্টারনেটে আয় করার কোন পথ নেই। এমনটি মনে করেন অনেকে। এটি একেবারেই ভুল ধারণা। পেপ্যাল ছাড়াও অনেক উপায়ে বাংলাদেশে টাকা আনা যায়।

লেখক: এক্সিকিউটিভ, ক্লায়েন্ট সাপোর্ট
ডেভসটিম লিমিটেড

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

প্রতিবেদন

ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপেগুলোতে দূর্দান্ত বাংলাদেশ

বদরুদ্দোজা মাহমুদ তুহিন

বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় তিনটি মার্কেটপ্লেস ওডেস্ক, ফ্রিল্যান্সার এবং ইল্যান্স। এ তিনটি সাইটেই খুব ভাল অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ওডেস্কের দেয়া তথ্যানুযায়ী, সাইটটিতে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। এ সাইটটির মোট কাজের ১২ শতাংশই বাংলাদেশিদের দখলে রয়েছে। ওডেস্ক সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের অনেকেই পড়ালেখার পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং করছেন। কেউবা চাকরির পাশাপাশি আবার কেউবা লোভনীয় চাকরি ছেড়ে দিয়েও কাজ করছেন। ওডেক্সে বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে ১০ হাজার ঘন্টার উপরে কাজ করেছেন এমন কয়েকজনকে পাওয়া যাবে। প্রত্যেকে আয় করছেন হাজার হাজার ডলার। এমনকি ৩০ হাজার ডলারের উপরে আয়ের রেকর্ডও রয়েছে। যা বাংলাদেশের জন্য গর্বের। আরেক ফ্রিল্যান্সিং সাইট ফ্রিল্যান্সার ডটকমে ২৫ হাজারের বেশি নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সার রয়েছে বলে জানা গেছে। দ্বিতীয় জনপ্রিয় সাইট ফ্রিল্যান্সার ডটকমেও বাংলাদেশিদের অবস্থান সন্তোষজনক। সংশ্লিষ্ঠরা জানিয়েছেন, এ সাইটটিতে বাংলাদেশিরা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এবং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কাজই বেশি করে থাকেন। সর্বশেষ স্ক্রিপ্টল্যান্স ডটকম সাইটটি ফ্রিল্যান্সার কর্তৃক কিনে নেয়ায় বাংলাদেশি অনেক প্রোগ্রামার এখন ফ্রিল্যান্সার ডটকমে কাজ শুরু করেছেন।

অপর জনপ্রিয় অনলাইন মার্কেটপ্লেস ইল্যান্সেও প্রথম সারিতে রয়েছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে ইল্যান্স কর্তৃপক্ষ কন্ট্রাক্টর বাই জিওগ্রাফি ক্যাটাগরিতে শীর্ষ ২৫টি দেশের নাম প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় ৭ (লাকি সেভেন!) নম্বর অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে যথারীতি যুক্তরাষ্ট্র ও দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত। প্রকাশিত তথ্যমতে, সাইটটিতে বর্তমানে বাংলাদেশি নিবন্ধিত কন্ট্রাকটর ২৪ হাজার ৯৮২ (২৭ আগস্ট ২০১২ সাল পর্যন্ত)। এখানে বাংলাদেশিদের প্রতি ঘন্টায় গড় কাজের মূল্য ৯ ডলার। শীর্ষ অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট নিবন্ধিত কন্ট্রাকটর সংখ্যা ৫ লাখ ৮৪ হাজার ১৯০। ভারতের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ২ লাখ ৪৯ হাজার ৪৭২। এরপরের অবস্থানে রয়েছে পাকিস্থান (৯১ হাজার ৫৮৫), ফিলিপাইন (৬৭ হাজার ৬৮৭) ও যুক্তরাজ্য (৬৪ হাজার ০৪৫)। বাংলাদেশের ঠিক আগের অবস্থানে থাকা কানাডার মোট নিবন্ধিত কন্ট্রাকটর সংখ্যা ৪৪ হাজার ৬৮৭।

কন্ট্রাক্টরের ভিত্তিতে সপ্তম অবস্থানে থাকলেও আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থা-এর দ্বিগুন অর্থ্যাৎ ১৪। অর্থ্যাৎ অন্য দেশের কন্ট্রাকটরদের সঙ্গে তুলনা করলে দাড়ায় আমরা যে পরিমাণ কাজ করছি তার অর্ধেক পেমেন্ট পাচ্ছি। এ পর্যন্ত ইল্যান্স থেকে বাংলাদেশের মোট আয় প্রায় ৩৩ লাখ ডলার। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আয় করেছে আইটি ক্যাটাগরি থেকে। এই ক্যাটাগরিতে আয়ের পরিমান প্রায় ২৪ লাখ ৫৫ হাজার ডলার। এছাড়া ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরিতে ৪ লাখ ১৫ হাজার, মার্কেটিং ক্যাটাগরিতে ১ লাখ ৪৬ হাজার ও অপারেশন ক্যাটাগরিতে ১ লাখ ৯৬ হাজার ডলার আয় করেছে বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা। এই তালিকায় প্রথমে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট আয় প্রায় ১৪ কোটি ১৯ লাখ ডলার। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকার ভারতের পরিমান খুব বেশি কম নয়, ১৪ কোটি ১৮ লাখ ডলার। এই তালিকায় বাংলাদেশের উপরে আরো রয়েছে পাকিস্থান, ইউক্রেন, কানাডা, যুক্তরাজ্য, রোমানিয়া, রাশিয়া, চীন, ফিলিপাইন, আর্জেন্টিনা, সার্বিয়া ও অস্ট্রেলিয়া।

লেখক: প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা
ডেভসটিম লিমিটেড

www.purepdfbook.com

DIGITAL BOI GHOR
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

টপ টেন ওয়েবসাইট!

সোহাগ হাসান

ইন্টারনেটের বিশাল দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে শিক্ষার অফুরন্ত উপকরণ। প্রয়োজন শুধু সঠিক উপকরণটি খুঁজে বের করা এবং সে অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করা। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রফেশনালগণ নতুনদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু অনলাইন রিসোর্স এর তথ্য দিয়েছে। শীর্ষ দশ এ থাকা এসব উপকরণ পর্যায়ক্রমে শেখার পরামর্শ দিয়েছেন অভিজ্ঞগণ। ওয়ার্ডপ্রেস, ডিজাইন, ব্লগিং এবং এ্যাফিলিয়েশন এর শীর্ষ দশ এর একটি তালিকা দেয়া হল।

বগিং

বিজনেসইনসাইডার
শাউটমিলাউড
হাফিংটনপোস্ট
ম্যাশেবল
প্রোব্লগার
মেনউইথপেনস
কপিবগার
ক্রিসব্রগান
স্মার্টপ্যাসিভইনকাম
দেজিমপ্লেডলার

ওয়ার্ডপ্রেস

কোডেক্স
টাস্টপাস
প্রোব্লগডিজাইন
ডাব্লিউপিরেসিপিস
ডাব্লিউপিবেগিনার
ডাবিউপিক্যান্ডি
স্ম্যাশিংম্যাগাজিন
ফাস্টওয়েবডিজাইনার
ডাবিউপিডিজাইনার
হংকিয়াত

এ্যাফিলিয়েশন

ইমার্কেটস্কুল
এসোসিয়েটপ্রোগ্রাম
অ্যাফিলিয়েটমার্কেটারসকলেজ
সুগাররি
অ্যাফিলিয়েটমার্কেটিংডায়েরি
অ্যাফিলিরোমা
ম্যাটসমার্কেটিংব্লগ
ইকনসাল্টেন্সি
জেমসমার্টেল
কপিবগার

ওয়েব ডিজাইন

ওয়েবমানকি
ওয়েবডিজাইন
একাডেমিকটিউটোরিয়াল
ডাব্লিউথ্রিস্কুল
ইকোইকো
ওয়েবরেফারেন্স
এইচটিএমএলগুডইস
জেকিউয়ারি
কোয়াকিট
টিজাগ

লেখক: এক্সিকিউটিভ, অ্যাকাউন্টস
ডেভসটিম লিমিটেড

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

সফলদের পরামর্শ

মারজান আহমেদ

দেশের মেয়েদের স্বনির্ভরতার জন্য ফ্রিল্যান্সিং একটা উন্মুক্ত সেক্টর। নিজের মেধা, মনন আর সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে যে কেউ এ জগতে আসতে পারেন। তবে শুরুতেই নতুনদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলব, তা হলো ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসে অনেক রকমের কাজ রয়েছে। নিজেকে ঠিক করতে হবে কোন ফিল্ডে কাজ করবেন। ভালো একটি বিষয় পছন্দ করে নিজেকে দক্ষ করতে পারলে এখানে কাজের কোনো অভাব হবে না। প্রথম দিকে কাজ পেতে একটু দেরি হলে নতুনরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন, এটা ঠিক নয়। মনে রাখা দরকার, এ কাজে ধৈর্য আর দক্ষতাই আপনার মূল পুঁজি। এ দুটিকেই সামনে নিয়ে চলতে হবে।

বজলুর রহমান

অবশ্যই নিয়মিত পড়াশোনা করতে হবে। সফলতার জন্য সময় যেমন দরকার, পরিশ্রমও দরকার। আর একটু বিফল হয়েই সেটা ছেড়ে দিবেন না। অনেক সহজেই কথাগুলো বলে ফেললাম। কিন্তু পালন করা অনেক কষ্ট সেটা আমি জানি। সময়টা আমি পার করে আসছি। কখনো শর্টকাট খুঁজবেন না। সফলতার কোন শর্টকাট হয় না। আর দ্রুত সফলতার জন্য অবশ্যই ভালো গাইডলাইন প্রয়োজন।

জ্যোতি প্রকাশ

বাংলাদেশে মান সম্মত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বড় অভাব। কেবল হাতে গোনা দুয়েকটি প্রতিষ্ঠান ভালোমানের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। যারা ফ্রিল্যান্সিংয়ে আসতে চান তারা যে বিষয়টিতে কাজ করতে চান তার বেসিক জেনে ভালোমানের কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। আর অনলাইন রিসোর্সতো রয়েছেই। আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, আউটসোর্সিং বা ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোতে কখনো কোনও মোটা অংকের টাকা বিনিয়োগ করতে হয়না। বিনিয়োগ করতে হয় নিজের মেধা, শ্রম, কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ এবং সময়। তাই নিজেকে দক্ষ করে তুলুন। ভাল ভাবে কাজ শিখতে হবে। আর কাজ জানলে আপনি কাজ পাবেনই। তখন টাকা আপনার পিছনে ছুটবে।

DIGITAL BOI GHOR
www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

সজীব রহমান

সব ভালো কাজে প্রতিবন্ধকতা থাকবেই। সেগুলোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। শেখার কোন বিকল্প নেই। আগে কাজ শিখুন তারপর ফ্রিল্যান্সিং শুরু করুন। নিজের মেধাকে কাজে লাগান। ক্রিয়েটিভ কিছু করার চেষ্টা করুন। নিজের চেষ্টার উপরে কিছু নাই। সেই সঙ্গে প্রয়োজন রিসোর্স ও সম্ভব হলে সফলদের গাইডলাইন। সফলেরা কি করছে তা অনুসরণ করুন। নিজে যা শিখলেন তা অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন। প্রয়োজনে এসব বিষয়ে ব্লগ লিখুন।

রায়হান আহমেদ সৈকত

ব্লগিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে হয় অন্যান্য দেশের ব্লগারদের সঙ্গে। দেখা যায় বাংলাদেশের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি গ্রামে বসে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কোন ব্লগারের সঙ্গে একই কিওয়ার্ডে প্রতিযোগিতা করছি, একই বিষয়ে লেখালেখি করছি। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ঐ ব্লগারের আমার চেয়ে শতগুণ বেশি অবকাঠামোগত সুবিধা আছে, যার কোনটিই আমাদের (বাংলাদেশিদের) নেই। তবে চেষ্টার জোরে, পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা তাদেরকেও হারিয়ে চলেছি। পড়া-লেখা বা চাকুরির পাশাপাশি যে কেউ ব্লগিং পেশায় পার্ট-টাইম হিসাবে আসতে পারবে। আবার কেউ ইচ্ছে করলে এটাকে ফুল-টাইম হিসেবেও করতে পারবে। শুধুমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তি, ইন্টারনেট সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান ও ইংরেজি দক্ষতা থাকলেই এই পেশায় আসা সম্ভব।

আল-মামুন রিয়েল

অনলাইন মার্কেটপ্লেসসহ লোকাল মার্কেটে ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপমেন্টের অনেক চাহিদা রয়েছে। এই কাজে আয়ের পরিমাণও বেশি। তাই নতুন যারা এ কাজে আসতে চান তাঁদেরকে এই বিপুল সম্ভাবনার জগতে স্বাগতম। নতুনদের বলবো, নির্দিষ্ট বিষয়ে আগে দক্ষতা অর্জন করুন, এরপর ফ্রিল্যান্সিং শুরু করুন। দক্ষতা ছাড়া কাজ শুরু করে বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারবেন না।

এমরাজিনা

সফলতার জন্য প্রয়োজন শুধু কাজ জানার। প্রতিনিয়তই 'শিখতে হবে'। আপনি যদি ইন্টারনেট থেকে টাকা আয় করতে ইচ্ছুক হন তবে গঠনমুলক এবং ক্রিয়েটিভ কোন কাজ শিখুন এবং সেগুলো নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করুন। প্রতিনিয়তই নিজেই নিজেকে নিজের কাজের সফলতা এবং ব্যর্থতার জন্য প্রশ্ন করুন। তাহলেই আপনার আগ্রহ জন্মাবে কি করলে ব্যর্থতাগুলোকে দূর করতে পারবেন। প্রতিটি কাজ পেতে ধৈর্য ধারন করুন। একবারেই কাজ পাবেন এমন মানসিকতা মুছে ফেলুন মন থেকে।

DIGITAL BOI GHOR

www.purepdfbook.com
PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR

বিথী আক্তার

ইংরেজিতে একটি কথা আছে Your most unhappy customers are your greatest source of learning.তাই আমি একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নতুনদের বলতে চাই যে আগে কিছু শিখার জন্য শিখ। প্রথমেই যদি টাকা আয়ের জন্য শিখ তাহলে বেশি দূর শিখতে পারবে না। ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে। যেটা শিখতে আগ্রহী ওইটা শিখ তাহলে শিখতেও বিরক্ত লাগবে না। শিখার জন্য নিজেকে খুব বেশি গুগল নির্ভর কর আর পাশাপাশি যদি কোন ভাল প্রতিষ্ঠান বা দক্ষ কারও কাছে শিখতে পার তাহলে ভাল। এই জগতে এগিয়ে যেতে হলে এমনভাবে এগিয়ে যাও যাতে টাকা তোমার পেছনে দৌড়ায়, তোমার টাকার পিছনে দৌড়ানোর দরকার নেই।

সাইদুর মামুন খান

অনেক ক্লায়েন্ট আপনার সাথে প্রয়োজনের চাইতে বেশি কথা বলে সহজ জিনিষটাকে জটিল করে তুলবে আবার অনেকের কাজ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই, আপনাকে একটা কাজ করতে বলবে কিন্তু কাজটা কেমন/কোন ধরণের কোন ধারণাই না দিয়ে শূন্যে ছেড়ে দেবে। নতুন অবস্থায় এগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে পারলে এবং আপনি যে কাজটা করতে যাচ্ছেন সেটা জানা থাকলে বাকিটা তেমন কোন সমস্যা না। আমার পরামর্শের কথা বললে বলবো আপনি যতক্ষণ বুঝতে না পারবেন, ক্লায়েন্টকে প্রশ্ন করুন। তবে প্রশ্নগুলো যাতে এরকম না হয় যে, তার ধারণা জন্মায় এ কাজ সম্পর্কে আপনার কোন ধারণাই নেই।

সানি আহমেদ

আউটসোর্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোতে No Indian Contractor লিখে সার্চ দিলে অসংখ্য জব পোস্ট পাবেন, যেগুলোকে ক্লায়েন্ট উল্লেখ করেই দিয়েছে সে কোন ইন্ডিয়ান কন্ট্রাকটরকে কাজ দেবে না যত এক্সপার্টই হোক না কেন। একই সার্চ বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রেও করে দেখুন অনেক পাবেন। এগুলোর কারণ হলো, বাংলাদেশি বা ভারতীয় কন্ট্রাকটরকে কাজ দিয়ে তিনি প্রতারিত হয়েছেন। আর এর ফল ভোগ করছে সমস্ত বাংলাদেশি/ভারতীয় কন্ট্রাকটররা। আপনি একটা ঝামেলা করে সব বাঙালীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পালাবেন ভাল কথা। ভবিষ্যতে কোনদিন ফিরতে হলেও আপনাকে বাঙালী হয়েই ফিরতে হবে।

DIGITAL BOI GHOR

www.purepdfbook.com

PUBLISHER DIGITAL BOI GHOR